CMYK

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৭২ তম বছর

Founder : J.C.Paul ■ Former Editor : Paritosh Biswas

JAGARAN ■ 72 Years ■ Issue-259 ■ 20 June, 2026 ■ আগরতলা ২০ জুন, ২০২৬ ইং ■ ৫ আষাঢ়, ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ, শনিবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

CMYK

১৫০০ কোটির বেশি ব্যাঙ্ক জালিয়াতি

তদন্ত চেয়ে জনস্বার্থ মামলায় কেন্দ্রকে নোটিশ সুপ্রিমকোর্টের

- জনস্বার্থ মামলায় সুপ্রিমকোর্টের দরস্থ হন এক আইনজীবী
- ১৫০০ কোটির বেশি ব্যাঙ্ক জালিয়াতির অভিযোগ
- তদন্ত করে দোষীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ চাওয়া হয়
- কেন্দ্র সরকার ও আরবিআই-কে নোটিশ জারি সুপ্রিমকোর্টের
- ৪ সপ্তাহের মধ্যে জবাব দিতে বলা হয়েছে

“ ব্যাঙ্ক জালিয়াতি দেশের অর্থনীতির জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর। তদন্ত হওয়া জরুরি। – সুপ্রিমকোর্ট

নয়াদিল্লি, ১৯ জুন ।। ১,৫০০ কোটিরও বেশি সরকারি ব্যাংকের অর্থ জালিয়াতির অভিযোগ এবং ঋণ পুনর্গঠনকারী সংস্থাগুলির (এআরসি) ভূমিকা নিয়ে আদালতের তত্ত্বাবধানে তদন্তের দাবিতে দায়ের হওয়া জনস্বার্থ মামলার শুনানিতে কেন্দ্রকে নোটিস জারি করল সুপ্রিম কোর্ট। চার সপ্তাহের মধ্যে জবাব দিতে বলা হয়েছে সংশ্লিষ্ট পক্ষগুলিকে। প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্ত এবং বিচারপতি এন. কোটিশ্বর সিংহের বেঞ্চ শুক্রবার মামলাটি গ্রহণ করে নোটিস জারি করে।

আইনজীবী অশ্বিনী কুমার দুবের মাধ্যমে দায়ের করা আবেদনে দাবি করা হয়েছে, জেকেএম ইনফ্রা প্রজেক্টস লিমিটেড নামে একটি সংস্থার প্রায় ১,৫৩৭.৫৯ কোটি টাকার ঋণ ও সুদের বকেয়া শেষ পর্যন্ত দুটি অ্যাসেট রিকনস্ট্রাকশন কোম্পানি, প্রুডেন্ট এআরসি লিমিটেড এবং ফিনিক্স এআরসি প্রাইভেট লিমিটেডের মাধ্যমে মাত্র ৭৩.৫০ কোটি টাকায় নিষ্পত্তি করা হয়। এর ফলে সরকারি ব্যাংকগুলির ৯৫ শতাংশেরও বেশি অর্থের ক্ষতি হয়েছে বলে অভিযোগ।

আবেদনকারীর দাবি, নয়ডা-ভিত্তিক জালান পরিবারের নিয়ন্ত্রিত জেকেএম ইনফ্রা ২০১২ থেকে ২০১৫ সালের মধ্যে স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়ার নেতৃত্বাধীন সরকারি ব্যাংকগুলির একটি কনসোর্টিয়ামের কাছ থেকে প্রায় ৯১২ কোটি টাকার ঋণ নিয়েছিল। অথচ জামানতের মূল্য ছিল মাত্র ৬০ থেকে ৭২ কোটি টাকা। ঋণ পাওয়ার অল্প সময়ের মধ্যেই সংস্থাটি ☛ ৫ এর পাতায় দেখুন

বিজেপির লক্ষ্য মানুষের কল্যাণ নয় ক্ষমতা ধরে রাখা এম এ বেবি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ জুন ।। বিজেপির লক্ষ্য মানুষের কল্যাণ নয়, ক্ষমতা ধরে রাখা। বিভাজনের রাজনীতি করে জনগণের প্রকৃত সমস্যাগুলি থেকে দৃষ্টি ঘোরানোর চেষ্টা চলছে। দেশে বেকারত্ব ও অর্থনৈতিক বৈষম্য বেড়েছে, কর্পোরেট স্বার্থকে অগ্রাধিকার দেওয়া হচ্ছে। গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতা রক্ষায় বৃহত্তর গণআন্দোলন গড়ে তুলতে হবে। সিপিআইএম রাজ্য কমিটির দু-দিন ব্যাপী বৈঠক শেষে এমনটাই বললেন সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক এম এ বেবি।

সাংবাদিক সম্মেলনে এম.এ. বেবি কেন্দ্রের বিজেপি সরকারের তীব্র সমালোচনা করে বলেন, বর্তমান শাসক দল দেশের সাধারণ মানুষের স্বার্থ রক্ষায় ব্যর্থ হয়েছে। তাঁর অভিযোগ, বিজেপির প্রধান লক্ষ্য জনগণের কল্যাণ নয়, বরং ক্ষমতা ধরে রাখা। সেই উদ্দেশ্যেই বিভাজনের রাজনীতি ও বিভিন্ন কৌশল প্রয়োগ করা হচ্ছে।

তিনি বলেন, দেশের গণতান্ত্রিক ও ধর্মনিরপেক্ষ মূল্যবোধ আজ চ্যালেঞ্জের মুখে। এই পরিস্থিতিতে মানুষের মধ্যে সচেতনতা গড়ে তুলে ঐক্যবদ্ধ গণআন্দোলনের মাধ্যমে প্রতিরোধ গড়ে তোলা প্রয়োজন। এম.এ. বেবির দাবি, গত এক দশকে দেশে অর্থনৈতিক বৈষম্য বেড়েছে এবং কর্পোরেট স্বার্থকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে। তিনি অভিযোগ☛ ৫ এর পাতায় দেখুন

জাতীয় সড়কের পাশে জওয়ানের মৃতদেহ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি, মোহনপুর, ১৯ জুন ।। পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার লেফুঙ্গা থানার অন্তর্গত তুলাবাগান এলাকায় জাতীয় সড়কের পাশে এক বিএসএফ জওয়ানের মৃতদেহ উদ্ধারের ঘটনায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। মৃত্যুর প্রকৃত কারণ নিয়ে ধোঁয়াশা তৈরি হওয়ায় ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, মৃত জওয়ানের নাম নিমাই মণ্ডল। তিনি পশ্চিমবঙ্গের মুর্শিদাবাদ ☛ ৫ এর পাতায় দেখুন

শিলংয়ে অনুষ্ঠিত সেমিনারে

গত কয়েক বছরে ত্রিপুরার অর্থনীতি উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হয়েছে ঃ মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ জুন ।। আজ শিলংয়ে অনুষ্ঠিত “ লিভারেজিং এক্সটার্নালি এইডেড প্রজেক্টস ইন দ্যা নর্থ ইস্ট স্টেট” শীর্ষক সেমিনারে, কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামনের উপস্থিতিতে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের উন্নয়ন ত্বরান্বিত করতে এক্সটার্নালি এইডেড প্রজেক্টস (ইএপি)-এর উপর আরোপিত ঋণসীমা প্রত্যাহারের জোরালো দাবি জানালেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডাঃ মানিক সাহা। সেমিনারে আলোচনায় মুখ্যমন্ত্রী বলেন, গত দুই দশক ধরে ত্রিপুরা বিশ্বব্যাংক, এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক (এডিবি), ইন্ডো-জার্মান ডেভেলপমেন্ট কো-অপারেশন এবং জাপান ইন্টারন্যাশনাল কো-অপারেশন এজেন্সি (জেআইসিএ)-র মতো আন্তর্জাতিক সংস্থার সহায়তায় একাধিক উন্নয়নমূলক প্রকল্প সফলভাবে বাস্তবায়ন করে আসছে। এসব প্রকল্প শুধু রাজ্যের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নেই নয়, প্রশাসনিক সক্ষমতা বৃদ্ধিতেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।

এডিবির ‘নর্থ ইস্ট ইকোনমিক করিডর’ সমীক্ষায় ত্রিপুরার শিল্প, নগর পরিকাঠামো, সড়ক, বিদ্যুৎ, পর্যটন ও স্বাস্থ্য খাতে বিপুল সম্ভাবনার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। বর্তমানে রাজ্যে শিল্প পরিকাঠামো, নগর উন্নয়ন, পর্যটন, জলবায়ু সংরক্ষণ এবং তফসিলি জনজাতি ব. আর্থ-সামাজিক উন্নয়নসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে মোট আটটি এক্সটার্নালি এইডেড প্রজেক্ট বাস্তবায়িত হচ্ছে।

মুখ্যমন্ত্রী তাঁর বক্তব্যে জানান, ত্রিপুরার অর্থনীতি গত কয়েক বছরে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি অর্জন করেছে। ২০১৯-২০ অর্থবর্ষে ☛ ৫ এর পাতায় দেখুন

২০২৬-২৭ শিক্ষাবর্ষে ৬০ আসনে পঠন পাঠন

টেপানিয়ায় ত্রিপুরা গর্ভমেন্ট আয়ুর্বেদিক মেডিকেল কলেজ স্থাপন কেন্দ্রের অনুমোদন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ জুন ।। রাজ্যের স্বাস্থ্য পরিষেবা ও চিকিৎসা শিক্ষার ক্ষেত্রে বড় সাফল্য এল ত্রিপুরার ঝুলিতে। কেন্দ্রীয় আয়ুষ মন্ত্রকের অধীন ন্যাশনাল কমিশন ফর ইন্ডিয়ান সিস্টেম অফ মেডিসিন (এনসিআইএসএম) গোমতী জেলার উদয়পুর মহকুমার টেপানিয়ায় ত্রিপুরা গভর্নমেন্ট আয়ুর্বেদিক মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল স্থাপনের জন্য রাজ্য সরকারের আবেদন গ্রহণ করেছে। এর ফলে ২০২৬-২৭ শিক্ষাবর্ষ থেকে ব্যাচেলর অফ আয়ুর্বেদিক মেডিসিন অ্যান্ড সার্জারি (বিএএমএস) কোর্সে ৬০টি আসন নিয়ে প্রতিষ্ঠানটি চালুর প্রক্রিয়া শুরু হবে।

এনসিআইএসএম-এর মেডিক্যাল অ্যাসেসমেন্ট অ্যান্ড রেটিং বোর্ড (এমএআরবি)-এর পক্ষ থেকে জারি করা এক সরকারি বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, এনসিআইএসএম আইন, ২০২০-এর আওতায় ত্রিপুরা সরকারের স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তরের জমা দেওয়া আবেদন গ্রহণ করা হয়েছে। প্রস্তাবিত এই প্রতিষ্ঠানটি হবে ত্রিপুরার প্রথম সরকারি আয়ুর্বেদিক মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল। এই গুরুত্বপূর্ণ অগ্রগতিকে স্বাগত জানিয়ে মুখ্যমন্ত্রী অধ্যাপক (ডা.) মানিক সাহা একে রাজ্যের স্বাস্থ্য ও শিক্ষা ক্ষেত্রের জন্য একটি ঐতিহাসিক পদক্ষেপ বলে উল্লেখ করেছেন।

তিনি সামাজিক মাধ্যমে বলেন, কেন্দ্রীয় আয়ুষ মন্ত্রকের অধীন ন্যাশনাল কমিশন ফর ইন্ডিয়ান সিস্টেম অফ মেডিসিন ২০২৬-২৭ শিক্ষাবর্ষ থেকে ☛ ৫ এর পাতায় দেখুন

স্বামী হত্যা মামলায় স্ত্রীর যাবজ্জীবন

নিজস্ব প্রতিনিধি, কমলপুর, ১৯ জুন ।। স্বামীকে শ্বাসরোধ করে হত্যার মামলায় এক মহিলাকে যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদণ্ডের নির্দেশ দিল কমলপুরের অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা আদালত। শুক্রবার ধলাই জেলার কমলপুর আদালতের অতিরিক্ত জেলা বিচারক (এডিজে) এই রায় ঘোষণা করেন।

দণ্ডপ্রাপ্তের নাম ঝুমা মারার (২৬)। তিনি কমলপুর থানার অন্তর্গত চুলুবাড়ি, জগন্নাথ গৌরপাড়া এলাকার বাসিন্দা এবং মৃত মোহন মারার-এর স্ত্রী।

আদালত সূত্রে জানা গেছে, ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩০২ ধারায় দোষী সাব্যস্ত করে আদালত ঝুমা মারারকে যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদণ্ড এবং ৫ হাজার টাকা জরিমানা অনাদায়ে অতিরিক্ত দুই মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ড ☛ ৫ এর পাতায় দেখুন

ছাত্রীকে ধর্ষণ ও ভিডিও ব্ল্যাকমেইল গৃহশিক্ষককে ২০ বছরের কারাদণ্ড

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ জুন ।। শিক্ষক-ছাত্রীর পবিত্র সম্পর্কে চরম কলঙ্কলেপন। এক নাবালিকা ছাত্রীকে লাগাতার ধর্ষণ ও আপত্তিকর ভিডিওর মাধ্যমে ব্ল্যাকমেইল করার অপরাধে অধীর চন্দ্র দাস নামে এক গৃহশিক্ষককে ২০ বছরের সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ দিল আদালত। শুক্রবার উদয়পুরের স্পেশাল জুডিশিয়াল আদালতের বিচারপতি রবি ধাইয়া পকসো আইনের ৬ নম্বর ধারা এবং ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩৭৬(২)(এন) ধারায় দোষী সাব্যস্ত করে এই ঐতিহাসিক রায় ঘোষণা করেন। সজাপ্রাপ্ত শিক্ষক অধীর চন্দ্র দাস রাধাকিশোরপুর থানার রাজনগর ☛ ৫ এর পাতায় দেখুন

কৃষক, যুবা ও মহিলা ক্ষমতায়নেই ভারতের উন্নয়ন ঃ কৃষিমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ জুন ।। কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের বর্তমান প্রশাসন কৃষক, দরিদ্র, যুবসমাজ ও মহিলাদের উন্নয়নে কাজ করছে, যাতে “এক ভারত, শ্রেষ্ঠ ভারত”এর ভাবনায় ভারতকে বিশ্বের অন্যতম সেরা দেশ হিসেবে গড়ে তোলা যায়।

আজ “খেত বাঁচাও অভিযান” কর্মসূচির অংশ হিসেবে বিশালগড়ের কে কে নগরের মধুমালা এসবি স্কুলে আয়োজিত একদিনের জেলা পর্যায়ের প্রাকৃতিক কৃষি বিষয়ক কর্মশালায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে এই কথা বলেন কৃষি ও কৃষক কল্যাণ মন্ত্রী রতন লাল নাথ।

তিনি বলেন সবকিছুই প্রকৃতি ও পরিবেশ থেকে আসে। প্রকৃতি ছাড়া আমরা বাঁচতে পারি না। আমাদের অর্থনীতির মূল ভিত্তি কৃষি; তাই কৃষির ☛ ৫ এর পাতায় দেখুন

মাদক পাচারের অভিযোগে প্রধান ডাক ঘরের সামনে বিক্ষোভ বাম যুবদের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ জুন ।। আগরতলা প্রধান ডাকঘরের মাধ্যমে বারবার মাদকদ্রব্য পাচারের অভিযোগকে কেন্দ্র করে সরব হল ডিওয়াইএফআই, এসএফআই এবং টিওয়াইএফ। তিন সংগঠনের সদর বিভাগীয় কমিটির যৌথ উদ্যোগে আগরতলা জেনারেল পোস্ট অফিস (জিপিও)-এর সামনে বিক্ষোভে সামিল হয়েছে। মাদক চক্রের বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ এবং ঘটনার পূর্ণাঙ্গ তদন্তের দাবিতে এই প্রতিবাদ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়।

জানা যায়, এর আগেও একাধিকবার আগরতলা পোস্ট অফিসের মাধ্যমে মাদকদ্রব্য পাচারের চেষ্টা ব্যর্থ করে বিপুল পরিমাণ নিষিদ্ধ সামগ্রী উদ্ধার করেছে ☛ ৫ এর পাতায় দেখুন

গাঁজা পাচার মামলা

অভিযুক্তের ১০ বছরের কারাদণ্ডের নির্দেশ

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ১৯ জুন ।। ত্রিপুরা থেকে আসামে বিপুল পরিমাণ গাঁজা পাচারের ঘটনায় চার বছর পর গুরুত্বপূর্ণ রায় দিল উত্তর জেলা ও দায়রা আদালত। ওই মামলায় অভিযুক্ত পশ্চিমবঙ্গের মুর্শিদাবাদ জেলার বাসিন্দা সিজারুল এসকে-কে দোষী সাব্যস্ত করে ১০ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড এবং এক লক্ষ টাকা জরিমানা করার নির্দেশ দিয়েছে আদালত। জরিমানার অর্থ অনাদায়ে তাকে আরও দুই মাস কারাভোগ করতে হবে বলে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

জানা যায়, ২০২২ সালের ১৫ নভেম্বর চুরাইবাড়ি থানার অন্তর্গত নাকা চেকপোস্টে ☛ ৫ এর পাতায় দেখুন

আধুনিকীকরণে আগরতলা রেল স্টেশন পাচ্ছে ৪৮ কোটি, শীঘ্রই মেমু ট্রেন ঃ শ্রীবাস্তব

আগরতলা, ১৯ জুন (আইএএনএস) ।। অমৃত ভারত স্টেশন প্রকল্পের আওতায় আগরতলা রেলস্টেশনের ব্যাপক আধুনিকীকরণের উদ্যোগ নিয়েছে উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে (এনএফআর)। প্রথম পর্যায়ের উন্নয়নমূলক কাজের জন্য ৪৮ কোটি টাকা অনুমোদন করা হয়েছে। একই সঙ্গে আগামী ১০ দিনের মধ্যেই আগরতলা-করিমগঞ্জ রুটে নতুন মেমু (মেইনলাইন ইলেকট্রিক মাল্টিপল ইউনিট) যাত্রীবাহী ট্রেন পরিষেবা চালুর সম্ভাবনা রয়েছে।

এনএফআরের মহাব্যবস্থাপক চেতন কুমার শ্রীবাস্তব জানান, অমৃত ভারত স্টেশন প্রকল্পের অধীনে আগরতলা রেলস্টেশন চত্বরে একটি আধুনিক তিনতলা স্টেশন ভবন নির্মাণ করা হবে। তিনি দুই দিনের ত্রিপুরা সফরে লামডিং ডিভিশনের অধীন বিভিন্ন রেল অবকাঠামো, ট্র্যাক, যাত্রী পরিষেবা ও চলমান উন্নয়ন প্রকল্প পরিদর্শন করেন।

মহাব্যবস্থাপক বলেন, আগামী বছরের মার্চ মাসের মধ্যে ৪৮ কোটি টাকার এই প্রকল্প সম্পূর্ণ করার লক্ষ্য নেওয়া হয়েছে। আধুনিকীকৃত স্টেশনে বাণিজ্যিক পরিসর, রেস্তোরাঁ, ক্যাফেটেরিয়া, উন্নত যাত্রী সুবিধা, আধুনিক রিটায়ারিং রুম, স্বল্পমূল্যের স্লিপিং পড, উন্নত পার্কিং ব্যবস্থা এবং সুপরিকল্পিত সার্কুলেটিং এরিয়া থাকবে। বর্তমানে স্টেশনে থাকা তিনটি জরাজীর্ণ রিটায়ারিং রুমের পরিবর্তে ৮ থেকে ১০টি আধুনিক কক্ষ নির্মাণ করা হবে, যা পর্যটক ও স্বল্পমেয়াদি দর্শনার্থীদের জন্য বিশেষ সুবিধা এনে দেবে।

তিনি আরও জানান, অমৃত ভারত স্টেশন প্রকল্পের আওতায় উত্তর ত্রিপুরার কুমারঘাট এবং গোমতী জেলার উদয়পুর রেলস্টেশনের উন্নয়ন কাজও দ্রুত এগোচ্ছে এবং চলতি বছরের সেপ্টেম্বরের মধ্যে তা সম্পন্ন হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। ভবিষ্যতে যাত্রী ও ট্রাফিকের চাপ বাড়লে আগরতলা রেলস্টেশনের প্ল্যাটফর্ম সংখ্যা বর্তমান তিনটি থেকে বাড়িয়ে পাঁচটি করা হতে পারে বলেও ইঙ্গিত দেন তিনি। ☛ ৫ এর পাতায় দেখুন

জামাইষষ্ঠী ঘিরে বাজার জমজমাট

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ জুন ।। আগামীকাল বাঙালির ঐতিহ্যবাহী পারিবারিক উৎসব জামাই ষষ্ঠী। এই উৎসবকে কেন্দ্র করে রাজধানী আগরতলাসহ রাজ্যের বিভিন্ন বাজারে ইতিমধ্যেই জমে উঠেছে কেনাকাটার প্রস্তুতি। ষষ্ঠী পুজোর জন্য প্রয়োজনীয় করমচা, ফুল, দূর্বা, বেলপাতা, আম, লিচু, বিভিন্ন ফলমূল এবং পুজোর সামগ্রী নিয়ে পসরা সাজিয়ে বসেছেন ব্যবসায়ীরা। বাজারজুড়ে উৎসবের আবহ তৈরি হলেও অন্যান্য বছরের তুলনায় এবার বেচাকেনা এখনও আশানুরূপ নয় বলে জানিয়েছেন বিক্রেতারা। ব্যবসায়ীদের মতে, গত কয়েকদিন ধরে আকাশে মেঘাচ্ছন্ন আবহাওয়া বিরাজ করছে। তার উপর মাঝেমধ্যেই বৃষ্টি নামায় বাজারে ক্রেতাদের আনাগোনা কমে গেছে। ফলে উৎসবের আগের দিনেও বিক্রি তেমন গতি পায়নি। অনেক ব্যবসায়ীই আশা করেছিলেন, জামাই ষষ্ঠী উপলক্ষে বাজারে ভিড় বাড়বে এবং বিক্রি ভালো হবে। কিন্তু অনিশ্চিত আবহাওয়ার কারণে সেই আশা অনেকটাই ধাক্কা খেয়েছে। এদিকে, এ বছর বাংলা পঞ্জিকা অনুযায়ী মল মাস থাকায় নববিবাহিত জামাইদের প্রথম জামাই ষষ্ঠী পালনের রীতি অনুসরণ করা হচ্ছে না। ফলে নতুন জামাইদের জন্য বাড়তি কেনাকাটা ও আয়োজনও তুলনামূলকভাবে কম হয়েছে। এর প্রভাবও বাজারের ব্যবসায় পড়েছে বলে মনে করছেন ব্যবসায়ীরা। তবে স্বস্তির বিষয়, ষষ্ঠী পুজোর প্রয়োজনীয় সামগ্রীর দামে তেমন কোনও ঊর্ধগতি নেই। করমচা, ফুল, দূর্বা, বেলপাতা-সহ অধিকাংশ সামগ্রীই সাধারণ মানুষের নাগালের মধ্যেই রয়েছে। তাই আবহাওয়া অনুকূলে থাকলে শেষ মুহূর্তে ক্রেতাদের ভিড় বাড়তে পারে এবং ব্যবসাও কিছুটা চাঙ্গা হবে বলে আশাবাদী বিক্রেতারা। উৎসবের প্রাক্কালে বাজারে উৎসবের আমেজ থাকলেও বৃষ্টি ও মল মাসের প্রভাবে এবারের জামাই ষষ্ঠীর ব্যবসা নিয়ে কিছুটা দুশ্চিন্তায় রয়েছেন ব্যবসায়ীরা। তবুও শেষ মুহূর্তের কেনাকাটায় পরিস্থিতির পরিবর্তন হবে বলেই তাঁদের আশা।

CMYK

Page 1.pmd 1 20-06-2026, 00:43

জাগরণ আগরতলা, ২০ জুন ২০২৬ ইং
৫ আষাঢ়, শনিবার ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ

আজ ভোজন রসিক বাঙ্গালীদের জামাই ষষ্ঠী

রাত পোহাইলেই জামাই ষষ্ঠী। ভোজন রসিক বাঙ্গালীদের ঘরে করে চলিয়াছে জামাইষষ্ঠীর ব্যাপক আয়োজন। জামাইষষ্ঠী হইলো বাঙালি হিন্দু সমাজের একটি অত্যন্ত জনপ্রিয় এবং ঐতিহ্যবাহী সামাজিক উৎসব, যাহা মূলত শাশুড়ি ও জামাইয়ের মধ্যকার মধুর সম্পর্ককে কেন্দ্র করিয়া উদযাপিত হয়। প্রতি বছর জ্যৈষ্ঠ মাসের শুক্লা ষষ্ঠী তিথিতে এই উৎসব পালিত হয়।যদিও এ বছর তিথির ফেরে এটি আষাঢ় মাসের শুরুতেও পড়িয়াছে।এই উৎসবের মূল উদ্দেশ্যহইলো জামাইয়ের দীর্ঘায়ু, সমৃদ্ধি ও কল্যাণ কামনা করা এবং একই সাথে নিজের মেয়ের সুখ-শান্তি নিশ্চিত করা। সনাতন ধর্মে "মা ষষ্ঠী" হইলেন সন্তান ও সংসারের রক্ষাকর্তী দেবী। তাই মা ষষ্ঠীর পূজা করিয়া জামাইকে আশীর্বাদ করিবার মাধ্যমে পুরো পরিবারের মঙ্গল কামনা করা হয়। এছাড়া এটি একটি দারুণ পারিবারিক মিলনমেলা, যাহা দুটি পরিবারের মধ্যকার বন্ধনকে আরও দৃঢ় করে। কথিত আছে এক গৃহবধূ বাড়িতে ভালো ভালো খাবার নিজে খাইয়া নিয়ে বিড়ালের নামে দোষ চাপাইতেন। বিড়াল হইলো মা ষষ্ঠীর বাহন। এতে দেবী ষষ্ঠী অসন্তুষ্ট হন এবং শাস্তি হিসেবে ওই বধূর সন্তানরা জন্মের পরপরই হারাইয়া যাইতে থাকে। নিজের ভুল বুঝিতে পারিয়া সেই বধূ বনে গিয়া মা ষষ্ঠীর আরাধনা ও ব্রত শুরু করেন। দেবী সন্তুষ্ট হইয়া তাহার সন্তানদের ফিরাইয়া দেন।কিন্তু গৃহবধূর এই আচরণের কথা জানিতে পারিয়া শ্বশুরবাড়ির লোকজন তাহাকে বাপের বাড়ি যাওয়া বন্ধ করিয়া দেয়। মেয়ের মুখ দেখিবার জন্য ব্যাকুল বাবা-মা তখন জ্যৈষ্ঠ মাসের ষষ্ঠী তিথিতে জামাই ও মেয়েকে আনুষ্ঠানিকভাবে নিজেদের বাড়িতে নিমন্ত্রণ করেন। জামাই আসিবার কারণে শ্বশুরবাড়ি থেকে মেয়েকে পাঠানোর অনুমতি দেওয়া হয়। সেই থেকেই জামাইকে সমাদর করিয়া এই ব্রত পালনের নাম হয় "জামাইষষ্ঠী"।

জামাইষষ্ঠীর দিন সকাল থেকেই শ্বশুরবাড়িতে সাজ সাজ রব থাকে। শাশুড়িরা সকাল থেকে উপবাস থেকে মা ষষ্ঠীর পূজা সারেন। করমচা ফল, বাঁশের করুল, তালের পাখা, ধান ও ১০৮টি দূর্বা দিয়ে পূজার ডালা সাজানো হয়। জামাই আসিবার পর তাহার কপালে তেল-হলুদের ফোঁটা দেওয়া হয়। এরপর শাশুড়ি মা জামাইয়ের হাতে একটি হলুদ মাখানো পবিত্র সুতো (ষষ্ঠীর সুতো) বাধিয়া দেন যাহা জামাইয়ের দীর্ঘায়ু ও সুরক্ষার প্রতীক।নতুন তালের পাখা দিয়া জামাইকে হাওয়া করিতে করিতে শাশুড়ি মাথায় ধান-দূর্বা দিয়া আশীর্বাদ করেন এবং মুখে তিনবার বলেন'ষাট, ষাট, ষাট' বা 'বাপ-বেটার কল্যাণ হোক'।এই দিনে জামাইকে নতুন ধুতি-পাঞ্জাবি বা আধুনিক পোশাক উপহার দেওয়া হয়। জামাইও তাহার শাশুড়ি ও শ্বশুরবাড়ির লোকেদের জন্য মিষ্টি, ফল ও উপহার নিয়া আসেন।

রাজকীয় ভোজ ও খাবারের বাহার

বাঙালির উৎসব মানেই ভূরিভোজ, আর জামাইষষ্ঠীর ভোজ তো রীতিমতো রাজকীয়! এই উৎসবের খাদ্যতালিকায় থাকে মরশুমি ফলের ছোঁয়া এবং আমিষ-নিরামিষের দুর্দান্ত মেলবন্ধন।

জামাইষষ্ঠীর প্রধান উপকরণ হইলো নতুন বস্ত্র, মরশুমি ফল, মিষ্টি এবং ইলিশ-খাসির মাংস; আর এবার উইকেন্ডে উৎসব পড়ায় বাজারে বেচাকেনা বেশ জমজমাট হইলেও আকাশছোঁয়া দামের কারণে ক্রেতাদের পকেটে ভালোই টান পড়িতেছে।প্রধান আকর্ষণ হইলো ইলিশ মাছ। এছাড়া গলদা বা বাগদা চিংড়ি, ভেটকি, চিতল এবং খাসি বা মুরগির মাংস।

বাজারের বেচাকেনা ও দরদাম

এ বছর জামাইষষ্ঠী শনিবার (উইকেন্ড) হওয়ায় বাজারগুলোতে ক্রেতাদের উপচে পড়া ভিড় লক্ষ্য করা যাইতেছে। তবে যোগানের তুলনায় চাহিদা বেশি থাকায় বাজারদর বেশ চড়া।নিষেধাজ্ঞা পর্ব শেষে সমুদ্র থেকে টাটকা ইলিশ বাজারে আসিতে শুরু করিয়াছে। ৫০০-৭০০ গ্রাম ওজনের ইলিশ বিক্রি হচ্ছে ৮০০ থেকে ৯০০ টাকা কেজি দরে। আর ১ কেজি বা তার বেশি ওজনের বড় ইলিশের দাম ছুঁয়েছে ১২০০ থেকে ১৭০০ টাকা পর্যন্ত। চিংড়ি, ভেটকি ও পমফ্রেটের দামও বেশ চড়া।

খাসির মাংসের দাম প্রতি কেজি -১১০০ টাকার ঘরে ঘোরাফেরা করছে। ফলের বাজারে ভালো জাতের আম ও কাঁঠালের দামও অন্যান্য সময়ের চেয়ে কিছুটা বেশি।কোথাও কোথাও মেঘলা আকাশ ও বৃষ্টির কারণে শেষ মুহূর্তে কেনাকাটায় কিছুটা বিঘ্ন ঘটিলেও, জামাই-আদরে বাঙালি কোনো আপস করিতে রাজি নয়। ফলে পকেটে টান পড়িলেও মিষ্টি, ফল ও মাছের দোকানে শেষ মুহূর্তের বেচাকেনা বেশ তুঙ্গে।

সরকারি রাস্তা দখলমুক্ত করতে অভিযানে প্রশাসন, বিশালগড়ে বেআইনি নির্মাণে নোটিশ

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিশালগড়, ১৯ জুন: সরকারি রাস্তা দখল করে নির্মিত বেআইনি দোকানপাট ও বাড়িঘরের বিরুদ্ধে কড়া অবস্থান নিল বিশালগড় মহকুমা প্রশাসন। সরকারি জমি ও রাস্তা দখলমুক্ত করতে শীঘ্রই বুলডোজার অভিযান চালানো হতে পারে বলে ইঙ্গিত দিয়েছে প্রশাসন। শুক্রবার বিশালগড় মহকুমা প্রশাসন এবং নির্মাণকারী সংস্থা এনএসআইডিসিএলের আধিকারিকরা যৌথভাবে চড়িলাম বন দফতরের সামনে থেকে বিশ্রামগঞ্জ বাজার পর্যন্ত এলাকা পরিদর্শন ও অভিযান পরিচালনা করেন। অভিযানে প্রশাসনের সঙ্গে বিশালগড় ও বিশ্রামগঞ্জ থানার পুলিশও উপস্থিত ছিল।

প্রশাসন সূত্রে জানা গেছে, যাঁরা সরকারি রাস্তা ও জমি দখল করে বেআইনিভাবে দোকানপাট বা স্থাপনা নির্মাণ করেছেন, তাঁদের চিহ্নিত করে পাঁচ দিনের মধ্যে নিজ উদ্যোগে দখলমুক্ত করার জন্য নোটিশ দেওয়া হয়েছে।

এ প্রসঙ্গে মহকুমা প্রশাসনের এক আধিকারিক জানান, নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নোটিশের নির্দেশ মানা না হলে প্রশাসন আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করবে এবং প্রয়োজন হলে উচ্ছেদ অভিযান চালানো হবে।

স্থানীয় সূত্রে খবর, সড়ক সম্প্রসারণ ও উন্নয়নমূলক কাজের স্বার্থে এই পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। প্রশাসনের এই উদ্যোগকে ঘিরে এলাকায় ব্যাপক আলোচনা শুরু হয়েছে। এখন নোটিশপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা প্রশাসনের নির্দেশ মেনে পদক্ষেপ নেন কি না, সেদিকেই নজর রয়েছে সংশ্লিষ্ট মহলের।

নারী শক্তির এক দশক, বিকশিত ভারতের উত্থান

আজ যেকোনো গ্রাম, পাড়াগাঁও বা দেশের কোনো দূরপ্রান্তে ঢুকুন আর রান্নাঘরে ভালো করে থাকান। দেখতেপাবেন, এখনআরকোথাও ধোঁয়া নেই। যেখানে আগে একটি চুলা নববধূর প্রায়চোখেই লেগে যেত, সেখানে এখন উজ্জ্বলার নীল ঝলঝল করা স্বচ্ছ আগুন জ্বলছে। তাঁর শাশুড়ি দূরের হ্যান্ডপাম্প থেকে যে বালতি নিয়েজলআনত, তা এখন সব ঘরে নলেবদলে গেছে। বাড়ির পেছনের খোলা মাঠ এখনতার একটাই বিকল্প নয়; উঠানে এখন একটি স্বচ্ছ ভারত শৌচাগার রয়েছে। উপরে থাকা পাকা ছাদটি তার নিজের নামে রেজিস্টার করা। হাতব্যাগে আছে জন ধন পাসবুক, ফোনে রয়েছে ইউপিআই অ্যাপ, আর মাঝে মাঝে তার কাঁধে থাকে লাখপতি দিদির ঘড়ি, যারা এখন তার স্বামীর চেয়ে বেশি উপার্জন করছেন।

এটি কোনো কল্পনার ছবি নয় যা পোস্টারে মুদ্রিত হয়েছে। এটি মোদি সরকারের বারো বছরের নারীর ক্ষমতায়নের বাস্তবতা - যা কোটি কোটি ভারতীয় নারী প্রতিদিন এখন অনুভব করছেন। এটি সেই যুগের গল্প যেখানে, নারী নেতৃত্বাধীন উন্নয়নের দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে, ভারতীয় নারীরা একটি উন্নত ভারতের রচয়িতা হয়ে উঠছেন।

২০১৪ সালের আগে যে দশকটা ছিল, সেটার সাথে এটা তুলনা করলে পুরো ভিন্ন ছবি দেখা যায়। ২০০৭-০৯ সালে ভারতের মাতৃত্বজনিত মৃত্যুহার প্রতি লাখ জীবিত জন্মে ছিল ২১২ জন। নির্ভয়া'র মতো ট্রাজেডির পরে দেশজনতার দুঃখ রাস্তায় ছড়িয়ে পড়েছিল, তবুও তৎকালীন বিদ্যমান ব্যবস্থা নীতি এবং সংবেদনশীলতার প্রদর্শনের ক্ষেত্রে ঘাটতি দেখিয়েছিল। মহিলা সংরক্ষণ বিল, যা প্রথম ১৯৯৬সালে আনা হয়েছিল, চারবার সময়ও শেষ হয়ে গিয়েছিল। কয়েক দশক ধরে তিন তালাক নিয়ে কোনো পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি। চুল্লি জ্বলছিল। হ্যান্ডপাম্প চিঁ চিঁ করছে। আর মহিলারা অপেক্ষা করছিলেন।

সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সূচক দিয়ে শুরু করি: একজন ভারতীয় নারীর সন্তান জন্ম দেওয়ার পর জীবিত থাকাটাতাঁর অধিকার। ভারতের মাতৃমৃত্যু হার অনেকটাই কমে এসেছে, ২১২ থেকে ৮৮ জনে। ইউ এন- এম এমই আই জি অনুযায়ী, যেখানে বিশ্বে মাতৃ মৃত্যুর হারমাত্র ৪৮শতাংশ কমেছে, সেখানে ভারতের মত দেশে এই হার ৮৬ শতাংশ কমেছে। হাসপাতালে ডেলিভারির হার ৩৮.৭শতাংশ থেকে বেড়ে ৯০.৬ শতাংশে পৌঁছেছে। প্রায় নয়জনের মধ্যে আটজন ভারতীয় মহিলা এখন প্রশিক্ষিত হাতে হাসপাতালে সন্তান জন্ম দিচ্ছেন। প্রধানমন্ত্রী মাতৃ বন্দনা যোজনা চার কোটি মায়ের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে সরাসরি২০, ০০০ কোটি টাকা স্থানান্তর করেছে। আজকের দিনে ভারতের প্রথম গর্ভধারণ আর মৃত্যুর সাথে জুয়া নয়। দেশের বিভিন্ন জায়গায় ১২ কোটিরও বেশি বাড়িতে টয়লেট বানানো হয়েছে, যা মহিলাদের মর্যাদা দিয়েছে। ১০.৫ কোটিরও বেশি উজ্জ্বলা সংযোগ তাদের ধোঁয়া থেকে মুক্ত করেছে। আজ ১৬ কোটিরও বেশি বাড়িতে নলের মাধ্যমেজল পৌঁছেছে। ২০১৪ সালে যেখানে মাত্র ১৭ শতাংশ বাড়িতেনলেরমাধ্যমেজলেরবন্দোবস্ত ছিল। প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার আওতায় নির্মিত প্রায় ৪ কোটি বাড়ির মধ্যে ৭৩ শতাংশ বাড়ি মহিলাদের নামেহয়েছে। স্বাধীন ভারতের ইতিহাসে প্রথমবারের মতো আমাদের মা ও বোনদের নাম সরকারি রেকর্ডে গর্বের সাথেরয়েছে।

সম্মান থেকে এসেছে মালিকানা, আর মালিকানা দিয়েছে নিজের সিদ্ধান্ত নেওয়ার আস্থা। এই অর্থনৈতিক অংশগ্রহণের বিস্তার ব্যাংক অ্যাকাউন্ট থেকে শুরু করে উদ্যোক্তাদের পর্যায় পর্যন্ত গিয়েছে। প্রায় ৫৬ কোটি জনধন অ্যাকাউন্টের মধ্যে ৫৬ শতাংশই মহিলাদের নামে। বিশ্বব্যাংক স্বীকার করেছে যে, ভারত এক দশকের মধ্যেই অ্যাকাউন্ট মালিকানায় লিঙ্গভিত্তিক ফারাককে শূন্যে এনেছে - যা বৈশ্বিক আর্থিক অন্তর্ভুক্তির ইতিহাসেপ্রায় নজিরবিহীন। ৫২ কোটি সুদবিহীন মুদ্রা ঋণের মধ্যে ৬৮ শতাংশই মহিলাদের জন্য গেছে। স্ট্যান্ড-আপ ইন্ডিয়া মহিলাদের উদ্যোগপতিদের জন্য ৪৩,০০০ কোটি টাকার বেশি সহায়তা দিয়েছে, আর দীনদয়াল অন্ত্যোদয়যোজনা জাতীয়গ্রামীণজনজীবন মিশন- এর ৯১ লাখ স্বনির্ভর গ্রুপ ১২ লাখ কোটি টাকার মূলধন সংগঠিত করেছে। সময়ের আগেই৩ কোটি বোন ইতিমধ্যেই লাখপতি দিদি হয়েছেন। শিক্ষা আর চাকরির ক্ষেত্রে এই পরিবর্তনও ঠিক ততটাই স্পষ্ট। মহিলা শ্রমিকদের অংশগ্রহণ ২০১৭-১৮ সালে ২৩.৩ শতাংশ থেকে ২০২৩-২৪ সালে ৪১.৭ শতাংশে উঠে এসেছে, আর গ্রামীণ এলাকায় এটা ৪৭.৬ শতাংশে পৌঁছেছে। সুকন্যা সমৃদ্ধি যোজনার আওতায়, এখন ৪.৫৩ কোটি অ্যাকাউন্টে ৩.৩৩ লাখ কোটি টাকারও বেশি জমা আছে। উচ্চ শিক্ষায়, আমাদের লিঙ্গ সমতার সূচক একের ওপরে গেছে, আর স্টিম (এসটিইএম) শিক্ষায় কন্যারা ৪৩ শতাংশ ভর্তি হয়ে, ভারত বিশ্বেরমধ্যে শীর্ষে আছে।

এই পরিবর্তন শুধু জীবনের অভিজ্ঞতাতেই নয়, রেকর্ডেও দেখা যায় এসআরএস, এন এফ এইচ এস, পি এল এফ এস, বিশ্বব্যাংক আর জাতিসংঘ সব একই তথ্য দেখাচ্ছে: ভারতীয় মেয়েদের জন্য সুযোগ বেড়েছে আর স্বনির্ভরতা এসেছে।

এই একই অর্থনৈতিক ও সামাজিক জাগরণ এখন রাজনীতি ও গণতান্ত্রিক অংশগ্রহণের ক্ষেত্রেও স্পষ্টভাবে দেখা যাচ্ছে। ২০১৯ সালের সাধারণ নির্বাচনে প্রথমবার, নারীরা পুরুষদের চেয়ে বেশি ভোট দিয়েছেন। ২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনে ৩১.২ কোটি নারী তাদের ভোটাধিকার ব্যবহার করেছেন -যা বিশ্বের সর্বত্র নারীদের মধ্যে সর্বোচ্চ। এই মনোভাবেই দীর্ঘদিন ধরে অপেক্ষমাণ নারি শক্তি বন্দন আইন সংসদে ঐতিহাসিক

শ্রীমতি অন্নপূর্ণা দেবী

ঐক্যমতে পাশ হয়েছে। আজ, ১৪.৫ লাখের বেশি নির্বাচিত নারী প্রতিনিধি আমাদের পঞ্চায়েতের নেতৃত্ব দিচ্ছেন। নারীরাই রাফেল উড়ান। নারীরাই যুদ্ধজাহাজের কমান্ড দেন। নারীরাই ন্যাশনাল ডিফেন্স অ্যাকাডেমি থেকে পাস করেন ক্যাডেট হিসেবে।

মুসলিম নারী (বিবাহ সংক্রান্ত অধিকারের সুরক্ষা) আইন, ২০১৯ তিন তালাকের উপর কার্যকর নিয়ন্ত্রণ এনেছে, যার ফলে এই ধরনের ঘটনা ৮২ শতাংশ কমে গেছে। দেশজুড়ে ৯৭৩টি ওয়ান স্টপ সেন্টারেসমস্যায় থাকা নারীরা এখন এক ছাদের নিচে চিকিৎসা, আইনি সাহায্য এবং পরামর্শ পাচ্ছেন। নারী হেল্পলাইন ১৮১ ইতিমধ্যেই এক কোটির বেশি নারীকে সাহায্য করেছে। মিশন শক্তি, মিশন বাৎসল্য এবং সক্ষম অঙ্গনওয়াড়ি একটি নারী-নেতৃত্বাধীন ভারতের মেরুদণ্ড তৈরি করছে। অবশ্যই, এখনও কিছু চ্যালেঞ্জ আছে, আর সরকার সেগুলো সমাধানের জন্য সম্পূর্ণ ভাবে কাজ করছে। নারী শক্তি বন্দন আইনও আসন্ন এলাকা পুনর্বিন্যাসের জন্য অপেক্ষা করছে। আমাদের প্রজাতন্ত্রের ইতিহাসে প্রথমবারের মতো ভারতীয় মহিলা নীতি নির্ধারণের টেবিলে শুধুই সুবিধাভোগী নন, বরং সক্রিয় সহ-স্রষ্টা। তাঁরা আর দেশ গঠনের কাজের দর্শক নন। প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীর দূরদর্শী নেতৃত্বে তাঁরাএখন এর অংশগ্রহণকারী, সহ-নির্মাতা এবং মূল রচয়িতা।

(লেখক ভারত সরকারের নারী ও শিশু উন্নয়ন মন্ত্রী)

বেতনের সীমা ছাড়িয়ে: বিকশিত ভারতের জন্য দক্ষ ও স্থায়ী কর্মশক্তি নির্মাণ

ডঃ আর বালসুব্রহ্মণ্যম

রবি, কোয়েম্বাটুরের এক তরুণ কর্মী, একটি ছোট উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানে প্রথম চাকরিতে যোগ দেওয়ার ছয় মাস পর সম্প্রতি তার ব্যাংক অ্যাকাউন্টে মাসিক বেতনের অতিরিক্ত ৭,৫০০ টাকা জমা হতে দেখেন। টানা ছয় মাস চাকরিতে থাকার পর এই টাকা স্বয়ংক্রিয়ভাবে প্রদান করা হয়। রবির পরিবার এতদিন কেবল অসংগঠিত খাতে কাজের সঙ্গে যুক্ত ছিল, যেখানে কোনো চুক্তি, প্রভিডেন্ট ফান্ডের সুবিধা বা কর্মসংস্থানের নথিভুক্ত রেকর্ড ছিল না। এই প্রথম তার কর্মসংস্থান আনুষ্ঠানিকভাবে নথিভুক্ত হয়েছে এবং এর সঙ্গে একটি আর্থিক সুবিধাও যুক্ত হয়েছে। রবি যে টাকা পেয়েছেন, তা প্রধানমন্ত্রী বিকশিত ভারত রোজগার যোজনা (পিএম- ভিবিআরওয়াই)- এর পার্ট-এ এর প্রথম কিস্তি। ২০২৪-২৫ অর্থ বছরে কেন্দ্রীয় বাজেটে প্রধানমন্ত্রী কর্মসংস্থান ও দক্ষতা উন্নয়ন প্যাকেজের অংশ হিসেবে এই প্রকল্প চালু করা হয়। এই ব্যবস্থার অধীনে, ইপিএফও- নিবন্ধিত প্রতিষ্ঠানে প্রথমবার চাকরিতে যোগদানকারী এবং মাসিক আয় এক লক্ষ টাকার কম এমন কর্মীরা সর্বাধিক ১৫,০০০ টাকা নগদ ইনসেন্টিভ পান। এই টাকা দুটি কিস্তিতে দেওয়া হয়প্রথমটি ছয় মাস এবং দ্বিতীয়টি বারো মাস ধারাবাহিক চাকরি করার পর। দ্বিতীয় কিস্তির জন্য ইপিএফও পোর্টালের মাধ্যমে একটি আর্থিক সাক্ষরতা কোর্স সম্পন্ন করা বাধ্যতামূলক। এই অর্থ একটি সঞ্চয় প্রকল্পে জমা রাখা হয়, যাতে কর্মীদের জন্য আর্থিক নিরাপত্তা গড়ে ওঠে। রবির কাছে এই ছয় মাস শুধু যোগ্যতা অর্জনের সময় ছিল না; এই সময়ে তিনি কর্মক্ষেত্রের সঙ্গে পরিচিত হন, কাজের মৌলিক দক্ষতা অর্জন করেন এবং নিজের কর্মজীবনের এক নতুন অধ্যায় শুরু করেন।

এই সময়টি তার নিয়োগকর্তার জন্যও গুরুত্বপূর্ণ ছিল। সম্প্রসারণের অংশ হিসেবে যে ছোট উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানটি তাকে নিয়োগ করেছিল, তারা পিএম- ভিবিআরওয়াই-এর পার্ট-বি এর সুবিধাও পায়। এই অংশ অনুযায়ী, যেসব নিয়োগকর্তা তাদের আগের কর্মীসংখ্যার তুলনায় নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি করেন, তারা প্রতি অতিরিক্ত কর্মীর জন্য মাসে সর্বোচ্চ ৩,০০০ টাকা সরকারি সহায়তা পান। অন্যান্য ক্ষেত্রে এই সহায়তা দুই বছর এবং উৎপাদন খাতে চার বছর পর্যন্ত দেওয়া হয়। নতুন কর্মী নিয়োগের পর প্রাথমিক পর্যায়ে প্রশিক্ষণ ও কাজ শেখানোর জন্য প্রতিষ্ঠানের যে ব্যয় হয়, এই সহায়তা তার একটি অংশ বহন করে। ফলে রবির মতো অভিজ্ঞতাহীন কর্মীদের নিয়োগ করা ছোট প্রতিষ্ঠানগুলোর জন্য সহজ হয়। বিশেষ করে উৎপাদন খাতে চার বছরের দীর্ঘ সহায়তা সময়সীমা প্রতিষ্ঠানগুলোকে স্বয়ংক্রিয় প্রযুক্তিতে বিনিয়োগের পাশাপাশি কর্মীসংখ্যা বাড়ানোর উৎসাহ দেয়। ভারতের জনসংখ্যা বৈশিষ্ট্যের প্রেক্ষাপটে, একজন তরুণ ও ক্রমবর্ধমান কর্মশক্তি ২০৪৭ সালের মধ্যে 'বিকশিত ভারত' গঠনের লক্ষ্যে কর্মসংস্থান-নির্ভর অর্থনৈতিক বৃদ্ধিকে ত্বরান্বিত করার বড় সুযোগ তৈরি করেছে। নতুন কর্মীরা কতটা আনুষ্ঠানিক চাকরিতে প্রবেশ করছেন এবং সামাজিক সুরক্ষা ও প্রাতিষ্ঠানিক সুরক্ষার আওতায় আসছেন, তার ওপর নির্ভর করবে অর্থনৈতিক বৃদ্ধির সুফল সমাজের বিভিন্ন স্তরে কতটা পৌঁছাবে।

পিএম-ভিবিআরওয়াই এর লক্ষ্য হল 'স্বতন্ত্র ভারত' থেকে 'সমৃদ্ধ ভারত'-এর সেতুবন্ধনকে শক্তিশালী করা এবং দুই বছরের মধ্যে ৩.৫ কোটিরও বেশি চাকরির সুযোগ তৈরী করা। প্রকল্পটি চালু হওয়ার পর, প্রথমবার ৬০ লক্ষ কর্মী এর মাধ্যমে আনুষ্ঠানিক কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করেছেন। এদের মধ্যে ৪৩.২৬ লক্ষ, অর্থাৎ প্রায় ৭১ শতাংশ, ১৮ থেকে ৩০ বছর বয়সের। এছাড়াও ১৮.০৪ লক্ষ, অর্থাৎ প্রায় ৩০ শতাংশ, প্রথমবারের মতো আনুষ্ঠানিক কর্মসংস্থানে যোগ দেওয়া মহিলাকর্মী। এই কর্মীরা বিশেষজ্ঞ পরিষেবা, প্রকৌশল, বাণিজ্য, নির্মাণ, শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা, বস্ত্রশিল্প এবং আতিথেয়তা খাতসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে কাজ করছেন, যা প্রকল্পটির ব্যাপক গ্রহণযোগ্যতার প্রমাণ। আর্থিক প্রণোদনার বাইরেও, পিএম-ভিবিআরওয়াই-এর মাধ্যমে রবি একটি ইপিএফও অ্যাকাউন্ট এবং ইউনিভার্সাল অ্যাকাউন্ট নম্বর পেয়েছেন। এর ফলে তিনি এমন একটি ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত হয়েছেন, যা প্রভিডেন্ট ফান্ড, বিমা সুরক্ষা এবং অন্যান্য আইনি কর্মসংস্থান সুবিধা প্রদান করে। রবির মতো বহু প্রথমবারের আনুষ্ঠানিক কর্মীর জন্য এটি সামাজিক সুরক্ষার আওতায় প্রবেশ এবং একটি সংগঠিত কর্মসম্পর্কের সূচনা।

প্রকল্পে ছয় মাস ধারাবাহিক চাকরির শর্তটি নিশ্চিত করতে চায়, যে সৃষ্ট চাকরিগুলো শুধু অস্থায়ী কর্মসংস্থান নয়, বরং প্রকৃত কর্মজীবনের ভিত্তি হয়ে উঠবে। দীর্ঘমেয়াদি আনুষ্ঠানিক কর্মসংস্থান কর্মীদের দক্ষতা বৃদ্ধি করে, পেশাগত মূল্যবোধ গড়ে তোলে এবং ভবিষ্যৎ কর্মসংস্থানের সম্ভাবনা বাড়ায়যার সুফল প্রকল্পের আর্থিক সহায়তার সময়সীমার বাইরেও বহাল থাকে।

কর্মসংস্থান সৃষ্টি একটি গুরুত্বপূর্ণ নীতিগত লক্ষ্য। তবে সমানভাবে গুরুত্বপূর্ণ হলো, রবির মতো কর্মীরা যেন আনুষ্ঠানিক অর্থনীতিতে দীর্ঘস্থায়ী অবস্থান গড়ে তুলতে পারেন, যেখানে চাকরির সঙ্গে সামাজিক সুরক্ষা এবং প্রাতিষ্ঠানিক নিরাপত্তাও নিশ্চিত থাকে। আরও বেশি কর্মী যখন ছয় মাস, এক বছর বা তারও বেশি সময় ধরে আনুষ্ঠানিক চাকরিতে থাকবেন, তখন কর্মশক্তির বৃহত্তর অংশ সামাজিক সুরক্ষা ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত হবে এবং ছোট প্রতিষ্ঠানগুলোও আক্ষরিক নিয়োগের সংস্কৃতি গড়ে তুলবে। এই প্রকল্পের আওতায় ৩.৫ কোটিরও বেশি কর্মসংস্থান সৃষ্টির প্রত্যাশাকে সামনে রেখে, আনুষ্ঠানিক অর্থনীতির ক্রমবর্ধমান বিস্তারকে আরও গতিশীল করে তোলাই পিএন-ভিবিআরওয়াই -এর অন্যতম প্রধান লক্ষ্য।

(লেখক নীতি আয়োগের সদস্য)

প্রথম দেখা ব্ল্যাকহোলে নতুন বিস্ময়

লিটন রায়

আপনি নিশ্চয়ই ২০১৯ সালের সেই বিখ্যাত ছবিটির কথা ভোলেননি? চারদিকে আগুনের রিংয়ের মতো দেখতে সেই ঝাপসা ব্ল্যাকহোলটি! হ্যাঁ, মানুষের ইতিহাসে প্রথমবারের মতো ক্যামেরায় ধরা পড়া সেই সুপারম্যাসিভ ব্ল্যাকহোলের কথাই বলছি, যার নাম মেসিয়ার ৮৭ বা সংক্ষেপে এম৮৭। পৃথিবী থেকে প্রায় ৫ কোটি ৫০ লাখ আলোকবর্ষ দূরের সেই মহাজাগতিক দানব নিয়ে এবার আরও এক চমকপ্রদ খবর দিয়েছেন জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা।

নাসার বিখ্যাত চন্দ্র এক্স-রে স্পেসক্রাফট ব্যবহার করে বিজ্ঞানীরা এই ব্ল্যাকহোলের কেন্দ্র থেকে সজোরে বেরিয়ে আসা এক তীব্র জেট বা আলোর ফোয়ারার

আলোর কাছাকাছি বেগে চলা মহাজাগতিক এই জেটের স্রোত হাজার হাজার আলোকবর্ষ দূর পর্যন্ত মহাকাশে ছড়িয়ে পড়ছে! কীভাবে তৈরি হচ্ছে এই আলোর ফোয়ারা

আমাদের সূর্যের চেয়ে সাড়ে ৬০০ কোটি গুণ ভারী এই এম৮৭ ব্ল্যাকহোলটি তার আশপাশের গ্যাস ও ধুলোবালি রীতিমতো রাক্ষসের মতো গিলে খাচ্ছে। আর এই বিপুল পরিমাণ খাবার গিলে খাওয়ার সময় পদার্থের কিছু অংশ প্রচণ্ড বেগে ব্ল্যাকহোলের দুই মেরু দিয়ে বাইরের দিকে ছিটকে বেরিয়ে যাচ্ছে। আলোর কাছাকাছি বেগে চলা মহাজাগতিক এই জেটের স্রোত হাজার হাজার আলোকবর্ষ দূর পর্যন্ত মহাকাশে ছড়িয়ে পড়ছে!

এর আগেও অপটিক্যাল বা ইনফ্রারেড আলোতে এই জেটের ছবি তোলা হয়েছিল। কিন্তু এক্স-রে বা রঞ্জনরশ্মিতে এত নিখুঁত ছবি বিজ্ঞানীরা এই প্রথম পেলেন। কানাডার লাভাল ইউনিভার্সিটির গবেষক ও এই দলটির প্রধান ক্যামিল পোইত্রাস জানিয়েছেন, 'আগে যেসব কাঠামোকে একসঙ্গে তালগোল পাকিয়ে থাকতে দেখা যেত, এক্স-রে ছবিতে এখন সেগুলোকে আলাদাভাবে খুব স্পষ্টভাবে চেনা যাচ্ছে। ফলে গত এক দশকেরও বেশি সময় ধরে এই জেটের পরিবর্তন আরও নিখুঁতভাবে বোঝা সম্ভব হচ্ছে।' যখন আলোর কাছাকাছি বেগে চলা কোনো মহাজাগতিক বস্তু মহাকাশে ঠিক আমাদের দিকেই ছুটে আসে, তখন সুপারলুমিনাল মোশন নামে এই অদ্ভুত দৃষ্টিবিভ্রমের সৃষ্টি হয়।

আলোর চেয়েও দ্রুতগতি! আইনস্টাইন কি তবে ভুল?

এই গবেষণার সবচেয়ে চমকপ্রদ অংশটি হলো আলোর চেয়ে বেশি বেগের এক অদ্ভুত বিভ্রম! এক্স-রে ছবিতে বিজ্ঞানীরা দেখেছেন, জেটের ভেতরের কিছু কিছু অংশ মনে হচ্ছে আলোর বেগের চেয়েও পাঁচ গুণ বেশি বেগে ছুটছে!

আপনি হয়তো ভাবছেন, তাহলে কি অ্যালবার্ট আইনস্টাইনের আপেক্ষিকতার বিশেষ তত্ত্ব ভুল প্রমাণিত হলো? কারণ, আইনস্টাইন তো বলে গিয়েছিলেন, ভর আছে এমন কোনো কিছুই আলোর বেগে বা তার চেয়ে বেশি বেগে চলতে পারে না।

না, চিন্তার কোনো কারণ নেই, আইনস্টাইন মোটেও ভুল হননি। বিজ্ঞানীরা আশ্বস্ত করে জানিয়েছেন, মহাবিশ্বের কোনো নিয়ম এখানে ভাঙেনি। এটি আসলে একধরনের দৃষ্টিবিভ্রম! বিজ্ঞানের ভাষায় একে বলে সুপারলুমিনাল মোশন। যখন আলোর কাছাকাছি বেগে চলা কোনো মহাজাগতিক বস্তু মহাকাশে ঠিক আমাদের দিকেই ছুটে আসে, তখন এই অদ্ভুত দৃষ্টিবিভ্রমের সৃষ্টি হয়। দূরত্ব ও গতির অদ্ভুত এক জ্যামিতিক মারপ্যাঁচে দূর থেকে দেখে আমাদের মনে হয়, এটি যেন আলোর চেয়েও দ্রুত ছুটছে!

বিজ্ঞানীরা আশ্বস্ত করে জানিয়েছেন, মহাবিশ্বের কোনো নিয়ম আইনস্টাইনের আপেক্ষিকতার বিশেষ তত্ত্ব ভাঙেনি। এটি আসলে একধরনের দৃষ্টিবিভ্রম! বিজ্ঞানের ভাষায় একে বলে সুপারলুমিনাল মোশন। এই আবিষ্কার কেন এত গুরুত্বপূর্ণ হার্ভার্ড অ্যান্ড স্মিথসোনিয়ানের সেন্টার ফর অ্যাস্ট্রোফিজিকসের জ্যোতির্বিজ্ঞানী গ্যারিত শেলেনবার্গার বলেন, 'এই পর্যবেক্ষণ আমাদের বুঝতে সাহায্য করবে যে একটি ব্ল্যাকহোল কীভাবে তার চারপাশের পরিবেশকে নিয়ন্ত্রণ করে।' আসলে, সুপারম্যাসিভ ব্ল্যাকহোলগুলো তাদের গিলে খাওয়া বিপুল শক্তির একটা বড় অংশ এই জেটগুলোর মাধ্যমেই আবার নিজেদের গ্যালাক্সিতে ফিরিয়ে দেয়। এই শক্তিই একটি গ্যালাক্সির পরিবর্তন বা বেড়ে ওঠায় বড় ভূমিকা রাখে। চন্দ্র এক্স-রে স্পেসক্রাফটের এই নতুন ছবি বিজ্ঞানীদের বুঝতে সাহায্য করবে, কীভাবে এই কণাগুলো এত বিপুল শক্তি অর্জন করে এবং আলোর কাছাকাছি বেগে ছুটে যায়। সম্প্রতি আমেরিকান অ্যাস্ট্রোনমিক্যাল সোসাইটির ২৪৮তম সভায় এই চমকপ্রদ গবেষণাপত্রটি উপস্থাপন করা হয়েছে এবং এটি প্রিপ্রিন্ট আর্কাইভেও প্রকাশিত হয়েছে। কে জানে, হয়তো আগামী দিনগুলোতে এই এম৮৭ ব্ল্যাকহোল আমাদের জন্য আরও নতুন রহস্যের দরজা খুলে দেবে!

সূত্র: স্পেস ডটকম

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

আগরতলা প্রধান ডাকঘরের সামনে বামপন্থী দলগুলোর বিক্ষোভ প্রদর্শন। ছবি নিজস্ব।

বাল্যবিবাহের হাত থেকে রক্ষা পেল অষ্টম শ্রেণির ছাত্রী, চাইল্ডলাইনের তৎপরতায় আটকানো হলো বিয়ে

কৈলাসহর, ২০ জুন : যে বয়সে একজন কিশোরীর স্কুলে পড়াশোনা করে নিজের ভবিষ্যৎ গড়ার কথা, সেই বয়সেই তাকে জোর করে বিয়ের পিঁড়িতে বসানোর চেষ্টা করেছিলেন তার বাবা। তবে কিশোরীর সাহসিকতা এবং চাইল্ডলাইনের দ্রুত পদক্ষেপে শেষ পর্যন্ত রক্ষা পেল একটি সম্ভাব্য বাল্যবিবাহ। ঘটনাটি প্রকাশ্যে এসেছে ঊনকোটি জেলার ফটিকরায় থানা এলাকার একটি গ্রাম থেকে।

জানা গেছে, ১৪ বছর বয়সী ওই নাবালিকা স্থানীয় একটি বিদ্যালয়ের অষ্টম শ্রেণির ছাত্রী। তার বাবা পেশায় একজন গাড়িচালক। প্রায় এক বছর আগে তার মা অন্যত্র চলে যাওয়ার পর থেকে দুই ছোট ভাইকে নিয়ে বাবার সঙ্গেই বসবাস করছিল সে।

অভিযোগ, সম্প্রতি নাবালিকার বাবা তার বিয়ের জন্য একটি পাত্র ঠিক করেন এবং পড়াশোনা বন্ধ করে তাকে বিয়ে দিতে উদ্যোগী হন। কিন্তু নাবালিকা বিয়েতে রাজি না হওয়ায় তাকে শারীরিকভাবে নির্যাতন করা হয় বলেও অভিযোগ উঠেছে। এমনকি বিয়ের দিনক্ষণও চূড়ান্ত করে ফেলেন তার বাবা।

পরিস্থিতির চাপে পড়েও হাল ছাড়েনি কিশোরী। বিয়ের নির্ধারিত তারিখের একদিন আগে, ১৮ জুন সন্ধ্যায় প্রতিবেশীর মোবাইল ফোন ব্যবহার করে সে শিশু সহায়তা নম্বর ১০৯৮-এ ফোন করে পুরো বিষয়টি জানায়। অভিযোগ পাওয়ার পর বিষয়টি কৈলাসহর চাইল্ডলাইন কর্তৃপক্ষের কাছে পৌঁছায়। এরপর চাইল্ডলাইন কর্মী অর্পিতা ব্যানার্জি, সৌভিক দে, সঞ্জিব শর্মা-সহ ছয় সদস্যের একটি দল ১৯ জুন নাবালিকার বাড়িতে পৌঁছে তদন্ত শুরু করে।

প্রথমে নাবালিকার বাবা বিয়ের বিষয়টি অস্বীকার করলেও, পরে কিশোরীর বক্তব্য এবং তার ব্যাগ থেকে উদ্ধার হওয়া বিয়ের শাড়ি, মালা, সিঁদুর, শাঁখা-সহ বিভিন্ন বিয়ের সামগ্রী ঘটনাটির সত্যতা প্রমাণ করে। এরপরই চাইল্ডলাইন কর্মীরা নাবালিকাকে উদ্ধার করে কৈলাসহরের 'ওয়ান স্টপ সেন্টার'-এ নিয়ে যান।

ঘটনার সত্যতা স্বীকার করে চাইল্ডলাইন কর্মী সৌভিক দে জানান, নাবালিকাকে আপাতত ওয়ান স্টপ সেন্টারে রাখা হয়েছে। পরবর্তী পর্যায়ে কাউন্সেলিংয়ের ব্যবস্থা করা হবে এবং প্রয়োজনীয় আইনগত পদক্ষেপ গ্রহণ কবা হবে। পাশাপাশি তাকে নিরাপদ আবাসনে পাঠানোর বিষয়টিও বিবেচনা করা হচ্ছে।

এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে আবারও সামনে এসেছে গ্রামীণ এলাকায় বাল্যবিবাহের প্রবণতা। সরকার ও প্রশাসনের পক্ষ থেকে সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করা হলেও এখনও অনেক ক্ষেত্রে অভিভাবকদের উদ্যোগেই বাল্যবিবাহের ঘটনা ঘটছে বলে অভিযোগ। সমাজের সচেতন মহলের মতে, বাল্যবিবাহে জড়িতদের বিরুদ্ধে কঠোর আইনগত ব্যবস্থা এবং দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি নিশ্চিত করা গেলে এই ধরনের অপরাধ অনেকাংশে কমানো সম্ভব হবে। কিশোরীর উপস্থিত বুদ্ধি ও সাহসিকতায় একটি বাল্যবিবাহ রোধ করা সম্ভব হলেও, এই ঘটনা সমাজে বাল্যবিবাহের বিরুদ্ধে আরও জোরালো সচেতনতা গড়ে তোলার প্রয়োজনীয়তাকেই নতুন করে সামনে নিয়ে এসেছে।

কোভিডের উৎস নিয়ে নতুন বিতর্ক, ফাউচির বিরুদ্ধে নথি প্রকাশ করলেন তুলসি গ্যাবার্ড

ওয়াশিংটন, ১৯ জুন (আইএএনএস) : কোভিড-১৯ মহামারির উৎস নিয়ে দীর্ঘদিনের বিতর্ককে নতুন করে উসকে দিয়ে একগুচ্ছ গোপন নথি প্রকাশ করেছেন মার্কিন জাতীয় গোয়েন্দা বিভাগের প্রধান তুলসি গ্যাবার্ড।

তাঁর দাবি, সাবেক শীর্ষ সংক্রামক রোগ বিশেষজ্ঞ ড. অ্যান্টনি ফাউচি কোভিডের উৎস সংক্রান্ত গোয়েন্দা মূল্যায়নে প্রভাব বিস্তার করেছিলেন এবং পরে কংগ্রেসের সামনে শপথ নিয়ে সেই যোগাযোগের বিষয়টি অস্বীকার করেছিলেন।

ট্রাম্প প্রশাসনের স্বচ্ছতা নীতির আওতায় এক বছরব্যাপী পর্যালোচনার পর এই নথিগুলি প্রকাশ করা হয়েছে। গ্যাবার্ডের অভিযোগ, কোভিডের উৎস নিয়ে যখন স্বাভাবিক সংক্রমণ নাকি ল্যাব থেকে দুর্ঘটনাবশত ছড়িয়ে পড়া নিয়ে বিতর্ক চলছিল, তখন ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব অ্যালার্জি অ্যান্ড ইনফেকশাস ডিজিজেস-এর পরিচালক হিসেবে ফাউচি গোয়েন্দা কর্মকর্তাদের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে মূল্যায়ন প্রক্রিয়ায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন।

গ্যাবার্ড বলেন, "কোভিড-১৯ মহামারি আমেরিকা ও বিশ্বের কোটি কোটি মানুষের জীবনে দুর্ভোগ ও যন্ত্রণা ডেকে এনেছিল। বছরের পর বছর মিথ্যা, তথ্য গোপন ও সেন্সরশিপের পর জনগণ সত্য, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি পাওয়ার অধিকার রাখে।"

তিনি আরও অভিযোগ করেন, "ড. ফাউচির মতো স্বার্থান্বেষী নেতারা নিজেদের ভুল ও ক্ষমতার অপব্যবহার আড়াল করতে গোয়েন্দা তথ্যকে প্রভাবিত করেছেন, কংগ্রেসকে বিভ্রান্ত করেছেন এবং দেশের নিরাপত্তার জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য থেকে নির্বাচিত প্রেসিডেন্টকে বঞ্চিত করেছেন।"

ওডিএনআই-র দাবি, তারা গোয়েন্দা মহলের একাধিক হুইসেলব্লোয়ারের সাক্ষ্য সংগ্রহ করেছে, যাঁরা অভিযোগ করেছেন যে কোভিডের উৎস সম্পর্কে সরকারি মূল্যায়নের বিরোধিতা করায় তাঁদের বিরুদ্ধে প্রতিশোধমূলক পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছিল।

২০২১ সালের জুলাই মাসের একটি ই-মেলে উল্লেখ করা হয়, ফাউচি একজন "বিশেষজ্ঞ", যিনি করোনাভাইরাস গবেষণার বর্তমান ও অতীত পরিস্থিতি সম্পর্কে গভীর জ্ঞান রাখেন এবং প্রকৃত বিশেষজ্ঞদের সম্পর্কে অন্যদের তুলনায় বেশি জানেন। সেই কারণে তাঁর সুপারিশ অনুযায়ী বিজ্ঞানীদের সঙ্গে যোগাযোগ করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছিল।

প্রকাশিত নথিতে আরও দাবি করা হয়েছে, ২০২৪ সালে প্রতিনিধি পরিষদের করোনা বিষয়ক বিশেষ উপকমিটির সামনে সাক্ষ্য দেওয়ার সময় ফাউচি গোয়েন্দা সংস্থাগুলির সঙ্গে ভাইরাস গবেষণা সংক্রান্ত আলোচনা সম্পর্কে কিছু জানেন না বলে দাবি করেছিলেন। অথচ নথিতে একাধিক যোগাযোগ ও অনুসন্ধানের তথ্য উঠে এসেছে।

২০২১ সালের আগস্ট মাসের একটি নথিতে গোয়েন্দা মহলের পরিদর্শক জেনারেলের দপ্তরে জমা পড়া একটি অভিযোগের উল্লেখ রয়েছে, যেখানে বলা হয়েছিল যে ফাউচি ন্যাশনাল ইনস্টিটিউটস অব হেলথের 'গেইন অব ফাংশন' গবেষণা নিয়ে কংগ্রেসের সামনে মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়েছেন এবং এর মাধ্যমে জনগণ ও কংগ্রেসকে বিভ্রান্ত করেছেন।

এদিকে, ২০২০ সালের মে মাসে লরেন্স লিভারমোর ন্যাশনাল ল্যাবরেটরির একটি মূল্যায়নে বলা হয়েছিল, উহানে পরীক্ষাগারে পরিবর্তিত করোনাভাইরাস দুর্ঘটনাবশত ছড়িয়ে পড়ার মতো পরিস্থিতি বিদ্যমান ছিল। একই সঙ্গে প্রাকৃতিক উৎস এবং ল্যাব-সম্পর্কিত উৎস, উভয় সম্ভাবনাকেই সমান গুরুত্ব দেওয়া হয়েছিল।

ওডিএনআই আরও দাবি করেছে, ল্যাব-লিক তত্ত্বকে সমর্থনকারী গোয়েন্দা বিশ্লেষকদের পেশাগতভাবে কোণঠাসা করা হয়েছিল এবং ভিন্নমত প্রকাশে নিরুৎসাহিত করা হয়েছিল। গ্যাবার্ড জানিয়েছেন, এ ধরনের কয়েকটি অভিযোগ অধিকতর তদন্তের জন্য গোয়েন্দা মহলের পরিদর্শক জেনারেলের কাছে পাঠানো হয়েছে।

উল্লেখ্য, কোভিড-১৯-এর উৎস নিয়ে এখনও মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থাগুলির মধ্যে মতভেদ রয়েছে। কিছু সংস্থা প্রাণী থেকে মানুষের মধ্যে প্রাকৃতিক সংক্রমণের তত্ত্বকে সমর্থন করে, অন্যদিকে কিছু সংস্থা মনে করে, উহানের কোনও গবেষণাগার-সম্পর্কিত দুর্ঘটনার সম্ভাবনাই বেশি

মধুবন (ডুকলি) দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ে প্রথম নবীন বরণ ও শিক্ষক-অভিভাবক সম্মেলন, সূচনা দেওয়াল পত্রিকা 'সৃজন'-এর

আগরতলা, ১৯ জুন: মধুবন (ডুকলি) দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ে প্রথমবারের মতো অনুষ্ঠিত হলো নবীন বরণ উৎসব, শিক্ষক-অভিভাবক সম্মেলন এবং বিদ্যালয়ের দেওয়াল পত্রিকা 'সৃজন'-এর শুভ সূচনা। গত ১৮ জুন বিদ্যালয়ের হলঘরে আয়োজিত এই অনুষ্ঠান ঘিরে ছিল উৎসবমুখর পরিবেশ।

অনুষ্ঠানে বিদ্যালয়ের প্রথম শ্রেণিতে নবভর্তি শিক্ষার্থী এবং দিবা বিভাগের ষষ্ঠ শ্রেণিতে আগত ছাত্রছাত্রীদের আনুষ্ঠানিকভাবে বরণ করে নেওয়া হয়। নান্দনিক আয়োজন ও সুশৃঙ্খল পরিচালনার মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানটি সকলের প্রশংসা কুড়ায়। অনুষ্ঠানের উদ্বোধক ও প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ত্রিপুরা বিধানসভার উপাধ্যক্ষ রামপ্রসাদ পাল। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন মেয়র-পরিষদ সদস্য উদয় ভাস্কর চক্রবর্তী, বিদ্যালয় পরিচালন কমিটির চেয়ারম্যান ড. ধীরেন্দ্র চন্দ্র দেবনাথ, ভাইস-চেয়ারম্যান হরেকৃষ্ণ দেবনাথ, পরিচালন কমিটির সদস্যবৃন্দ, অভিভাবক-অভিভাবিকা এবং বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকারা। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বিদ্যালয়ের সহকারী প্রধান শিক্ষক সংকর ধর।

প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। এরপর জাতীয় সঙ্গীত ও উদ্বোধনী সঙ্গীত পরিবেশন করেন বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রী এবং সাংস্কৃতিক বিভাগের দায়িত্বপ্রাপ্ত শিক্ষিকারা। নবাগত শিক্ষার্থীদের ফুল ও চন্দন দিয়ে বরণ করে তাদের হাতে শিক্ষাসামগ্রী ও খাদ্যসামগ্রী তুলে দেওয়া হয়।

স্বাগত ভাষণে বিদ্যালয়ের শিক্ষক পরিষদের সম্পাদক রাজিব মল্লিক বিদ্যালয়ের ধারাবাহিক অগ্রগতির চিত্র তুলে ধরেন। তিনি জানান, নানা প্রতিকূলতা সত্ত্বেও শিক্ষক-শিক্ষিকাদের নিষ্ঠা ও আত্মত্যাগের ফলে বিদ্যালয় ক্রমাগত উন্নতির পথে এগিয়ে চলেছে। সরকারি তহবিলের বাইরে শিক্ষকদের স্বেচ্ছা অনুদানের অর্থে শিক্ষার্থীদের জন্য বিভিন্ন প্রয়োজনীয় সামগ্রী ক্রয় এবং প্রতি মাসে তিথি ভোজনের আয়োজন করা হচ্ছে বলেও তিনি উল্লেখ করেন।

শিক্ষক-অভিভাবক সম্মেলনে অভিভাবকদের পক্ষ থেকে বক্তব্য রাখতে গিয়ে দুই অভিভাবক বিদ্যালয়ের শিক্ষার মান ও শিক্ষক-শিক্ষিকাদের আন্তরিকতার ভূয়সী প্রশংসা করেন। তাঁরা জানান, শ্রেণিকক্ষে পাঠদান, নোট প্রদান এবং শিক্ষার্থীদের সার্বিক খোঁজখবর নেওয়ার ক্ষেত্রে শিক্ষকরা অত্যন্ত যত্নশীল। এবছর উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় বিদ্যালয়ের এক ছাত্রী ৯১ শতাংশ নম্বর পেয়ে উত্তীর্ণ হওয়াকে বিদ্যালয়ের শিক্ষার মানোন্নয়নের গুরুত্বপূর্ণ দৃষ্টান্ত হিসেবে উল্লেখ করা হয়।

প্রধান অতিথির ভাষণে উপাধ্যক্ষ রামপ্রসাদ পাল বিদ্যালয়ের এই ব্যতিক্রমী উদ্যোগের প্রশংসা করেন। তিনি বলেন, শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক চর্চার সমন্বিত ধারাবাহিকতা আগামী দিনেও বজায় থাকলে সমাজ ও রাষ্ট্র গঠনে তা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। শিক্ষকদের নিষ্ঠা ও মানবিক উদ্যোগকে তিনি রাষ্ট্র নির্মাণের ক্ষেত্রে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ বলে অভিহিত করেন।

অনুষ্ঠানে ছাত্রছাত্রীদের পরিবেশিত নৃত্য ও সঙ্গীত সকলের মন জয় করে। অনুষ্ঠান সঞ্চালনার দায়িত্বে ছিলেন সাংস্কৃতিক বিভাগের শিক্ষিকা মধুরিমা দে ও সোমা দেবনাথ। দেওয়াল পত্রিকা 'সৃজন'-এর সম্পাদনার দায়িত্ব পালন করেন শিক্ষিকা লীনা গাঙ্গুলী।

এদিন বিদ্যালয়ের ছাত্রীদের মধ্যে বাইসাইকেলও বিতরণ করা হয়। অনুষ্ঠানকে সফল করে তুলতে বিদ্যালয়ের জাতীয় স্বেচ্ছাসেবক প্রকল্প (এনএসএস)-এর ছাত্রছাত্রী এবং প্রোগ্রাম অফিসার সুমন বনিক-এর নেতৃত্বে স্বেচ্ছাসেবকরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।

বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের মতে, শিক্ষক-শিক্ষিকাদের ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টা ও শিক্ষার্থীদের সার্বিক বিকাশে নেওয়া বিভিন্ন উদ্যোগ বিদ্যালয়ের উজ্জ্বল ভবিষ্যতেরই ইঙ্গিত বহন করছে।

তিন মাসের অপেক্ষার পর হরমুজ প্রণালী পেরিয়ে গুজরাটে পৌঁছল এলএনজি ট্যাঙ্কার 'দিশা'

নয়াদিল্লি, ১৯ জুন (আইএএনএস): দীর্ঘ তিন মাসেরও বেশি সময় অপেক্ষার পর অবশেষে কৌশলগতভাবে গুরুত্বপূর্ণ হরমুজ প্রণালী অতিক্রম করে গুজরাটের দাহেজ বন্দরে পৌঁছেছে এলএনজি ট্যাঙ্কার 'দিশা'। জাহাজটি ৬২,৩৭০ মেট্রিক টন তরলীকৃত প্রাকৃতিক গ্যাস (এলএনজি) নিয়ে শুক্রবার সকাল প্রায় ৭টা ৩২ মিনিটে দাহেজ টার্মিনালে নোঙর করে। জাহাজ পর্যবেক্ষণ সংক্রান্ত তথ্য অনুযায়ী, পশ্চিম এশিয়ায় চলমান ভূ-রাজনৈতিক উত্তেজনার কারণে 'দিশা' দীর্ঘদিন উপসাগরীয় অঞ্চলে অবস্থান করছিল। পরবর্তীতে নিরাপদে যাত্রা সম্পন্ন করে এটি ভারতে পৌঁছতে সক্ষম হয়।

ট্যাঙ্কারটিতে বহন করা এলএনজি কাতারের রাস লাফান এলএনজি টার্মিনাল থেকে বোঝাই করা হয়েছিল। বর্তমান বৈশ্বিক জ্বালানি বাজারের সংবেদনশীল পরিস্থিতির মধ্যে এই চালান ভারতের জ্বালানি সরবরাহ ব্যবস্থার জন্য গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে।

'দিশা' জাহাজটি শিপিং কর্পোরেশন অব ইন্ডিয়া (এসসিআই)-এর নেতৃত্বাধীন একটি কনসোর্টিয়ামের মাধ্যমে পরিচালিত হচ্ছে এবং এটি পেট্রোনেট এলএনজি লিমিটেডের জন্য চার্টার করা হয়েছে। হরমুজ প্রণালী দিয়ে নিরাপদে জাহাজটির অতিক্রমণ বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ, কারণ সাম্প্রতিক সময়ে ওই অঞ্চলে উত্তেজনা বৃদ্ধির ফলে গুরুত্বপূর্ণ সামুদ্রিক বাণিজ্যপথের নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বেগ দেখা দিয়েছে।

সূত্রের খবর, তিন মাসেরও বেশি সময় ধরে উপসাগরীয় এলাকায় অবস্থানের পর ট্যাঙ্কারটি যাত্রা সম্পূর্ণ করে। বিশ্বের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ তেল ও গ্যাস পরিবহন পথ হরমুজ প্রণালী দিয়ে এর নিরাপদ অতিক্রমণ ভারতের জ্বালানি নিরাপত্তার দৃষ্টিকোণ থেকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে।

ভরুচ জেলার দাহেজ এলএনজি টার্মিনাল দেশের বৃহত্তম এলএনজি আমদানি কেন্দ্র এবং ভারতের প্রাকৃতিক গ্যাস বিতরণ ব্যবস্থায় এর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। 'দিশা'-র আগমনের ফলে দেশে এলএনজির প্রাপ্যতা বাড়বে এবং শিল্প ও গৃহস্থালি খাতে স্থিতিশীল জ্বালানি সরবরাহ বজায় রাখতে সহায়তা করবে বলে আশা করা হচ্ছে।

পশ্চিম এশিয়ায়, বিশেষ করে ইরান ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে ঘিরে সাম্প্রতিক উত্তেজনার আবহে এলএনজি ট্যাঙ্কারটির নিরাপদ আগমন ভারতের জ্বালানি ক্ষেত্রের সঙ্গে যুক্ত মহলে স্বস্তি এনে দিয়েছে। বিশেষজ্ঞদের মতে, হরমুজ প্রণালী দিয়ে বৈশ্বিক জ্বালানি বাণিজ্যের একটি বড় অংশ পরিচালিত হয় এবং এই পথে যেকোনও বিঘ্ন আন্তর্জাতিক তেল ও গ্যাস সরবরাহ ব্যবস্থায় বড় ধরনের প্রভাব ফেলতে পারে।

নিরাপদ সামুদ্রিক পথ বজায় রেখে ভারতের নিরবচ্ছিন্ন জ্বালানি আমদানির ক্ষেত্রে এই যাত্রার সফল সমাপ্তি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে।

আঞ্চলিক কর্মশালায় অংশ নিলেন উত্তর ত্রিপুরার জেলা শাসক

আগরতলা, ১৯ জুন : হিমালয় অঞ্চলের ঝরনাভিত্তিক জলসম্পদ সংরক্ষণ ও টেকসই ব্যবস্থাপনা নিয়ে আয়োজিত আঞ্চলিক কর্মশালায় গুরুত্বপূর্ণ প্যানেল আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন উত্তর ত্রিপুরা জেলার জেলা শাসক ও জেলা ম্যাজিস্ট্রেট চাঁদনি চন্দ্রন, আইএএস। "হিমালয়ান ওয়াটার পার্টনারশিপ: স্প্রিংশেড ম্যানেজমেন্টের জন্য জ্ঞান, অনুশীলন ও অংশীদারিত্বকে শক্তিশালীকরণ" শীর্ষক এই কর্মশালায় তিনি "স্প্রিংশেড ব্যবস্থাপনায় প্রযুক্তি ও জনসম্প্রদায়ের ভূমিকা এবং সমন্বিত নীতিগত কাঠামোর প্রয়োজনীয়তা" বিষয়ক আলোচনায় অংশ নেন।আলোচনায় ঝরনাভিত্তিক জলসম্পদের সংরক্ষণ, পুনরুদ্ধার এবং টেকসই ব্যবস্থাপনায় আধুনিক প্রযুক্তিনির্ভর পদ্ধতি, স্থানীয় জনগণের সক্রিয় অংশগ্রহণ এবং সমন্বিত নীতিগত কাঠামোর গুরুত্ব তুলে ধরা হয়। বক্তারা মত প্রকাশ করেন যে, বৈজ্ঞানিক প্রযুক্তি ও স্থানীয় ঐতিহ্যগত জ্ঞানকে সমন্বিত করে সম্প্রদায়ভিত্তিক উদ্যোগ গ্রহণের মাধ্যমেই জলসম্পদের দীর্ঘমেয়াদি সুরক্ষা নিশ্চিত করা সম্ভব।প্যানেল আলোচনায় জল সংরক্ষণ কার্যক্রমে স্থানীয় জনগণকে প্রধান অংশীদার হিসেবে ক্ষমতায়নের ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়।পাশাপাশি জল নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে প্রশাসন, নীতিনির্ধারক, গবেষণা প্রতিষ্ঠান এবং স্থানীয় স্বশাসিত সংস্থাগুলির মধ্যে আরও সমন্বিত সহযোগিতার প্রয়োজনীয়তার কথাও তুলে ধরা হয়।কর্মশালাটি বিশেষজ্ঞ, প্রশাসনিক আধিকারিক, গবেষক এবং বিভিন্ন অংশীজনদের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ মঞ্চ হিসেবে কাজ করে, যেখানে তাঁরা নিজেদের অভিজ্ঞতা বিনিময়, সফল উদ্যোগের উদাহরণ তুলে ধরা এবং উদ্ভাবনী সমাধান নিয়ে আলোচনা করার সুযোগ পান।বিশেষজ্ঞদের মতে, এ ধরনের সমন্বিত উদ্যোগ হিমালয় অঞ্চলের ঝরনাভিত্তিক জলসম্পদ সংরক্ষণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে এবং জলবায়ু পরিবর্তনের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় আরও স্থিতিশীল ও সহনশীল জলব্যবস্থা গড়ে তুলতে সহায়ক হবে। জলসম্পদের টেকসই ব্যবস্থাপনা ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য নিরাপদ জল সরবরাহ নিশ্চিত করতে এই ধরনের উদ্যোগের গুরুত্ব দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে।

ট্রেন ঃ শ্রীবাস্তব

● প্রথম পাতার পর

যাত্রীদের দীর্ঘদিনের ভিড় সংক্রান্ত সমস্যার সমাধানে আগরতলা-করিমগঞ্জ রুটে শীঘ্রই মেমু ট্রেন পরিষেবা চালুর ঘোষণা দেন শ্রীবাস্তব। সপ্তাহে ছয় দিন চলতে পারে এই ট্রেন, যা উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের অধীনে প্রথম মেমু পরিষেবা হিসেবে চালু হবে। এতে ত্রিপুরা ও অসমের দৈনন্দিন যাত্রীদের যাতায়াত আরও সহজ হবে। নিরাপত্তা বৃদ্ধির লক্ষ্যে চলতি অর্থবর্ষের শেষের মধ্যে অবশিষ্ট সব আইসিএফ কোচের পরিবর্তে আধুনিক ও নিরাপদ এলএইচবি কোচ চালু করা হবে বলেও জানান তিনি।মহাব্যবস্থাপক জানান, উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে অঞ্চলে শতভাগ রেল বিদ্যুতায়নের কাজ ইতিমধ্যেই সম্পন্ন হয়েছে। বর্তমানে পূর্ণাঙ্গ বৈদ্যুতিক ট্রেন চলাচল শুরুর আগে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ ও প্রস্তুতি চলছে।ত্রিপুরার সেকেরকোটে রেল, পূর্ত দফতর এবং ইন্ডিয়ান অয়েল কর্পোরেশনের যৌথ উন্নয়ন প্রকল্প আগামী আগস্ট মাসের শেষ নাগাদ সম্পন্ন হবে বলে আশা প্রকাশ করেন তিনি। পাশাপাশি নতুন পেট্রোলিয়াম টার্মিনাল সাইডিং নির্মাণের কাজও চলছে, যার ফলে জ্বালানি পরিবহণ ও সংরক্ষণ ক্ষমতা উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পাবে এবং রাজ্যে প্রায় ৩০ দিনের জ্বালানি মজুত রাখা সম্ভব হবে।উত্তর-পূর্বাঞ্চলে রেল অবকাঠামোর দ্রুত সম্প্রসারণ ও আধুনিকীকরণের জন্য প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এবং কেন্দ্রীয় সরকারের সহায়তার ভূয়সী প্রশংসা করেন শ্রীবাস্তব।এনএফআরের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক কপিঞ্জল কিশোর শর্মা জানান, ভারী বৃষ্টিপাত ও দুর্গম ভৌগোলিক অবস্থার কারণে ত্রিপুরায় নিরাপদ রেল চলাচল নিশ্চিত করতে নিয়মিত পরিদর্শন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।দুই দিনের সফরে মহাব্যবস্থাপক আগরতলা কোচিং ডিপো, কোচ রক্ষণাবেক্ষণ, পরিচ্ছন্নতা, নিরাপত্তা ব্যবস্থা এবং পরিচালনাগত প্রস্তুতিও খতিয়ে দেখেন। এছাড়া ট্রেন পরিচালনাকারী কর্মীদের জন্য থাকা রানিং রুমের আবাসন, স্বাস্থ্যবিধি ও অন্যান্য সুবিধাও পর্যালোচনা করেন।শর্মা বলেন, ২০১৬ সালে আগরতলায় ব্রডগেজ পরিষেবা চালুর পর থেকে ত্রিপুরায় রেল সংযোগে অভূতপূর্ব উন্নতি হয়েছে। আগরতলা-আখাউড়া আন্তর্জাতিক রেল সংযোগ, নারাঙ্গি-আগরতলা এক্সপ্রেস এবং প্রস্তাবিত বৈদ্যুতিক মেমু ও বন্দে ভারত পরিষেবা রাজ্যের যোগাযোগ ব্যবস্থাকে আরও শক্তিশালী করবে এবং আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। তিনি বলেন, এই ধরনের উদ্যোগের মাধ্যমে ত্রিপুরা ও সমগ্র উত্তর-পূর্বাঞ্চলে আরও নির্ভরযোগ্য, দক্ষ ও যাত্রীবান্ধব রেল পরিষেবা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে কাজ করে চলেছে উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে।

বাম যুবদের

● প্রথম পাতার পর

প্রশাসন। বৃহস্পতিবারও একই ধরনের একটি ঘটনা সামনে আসে। অভিযোগ, ডাক বিভাগের মাধ্যমে পাঠানো সন্দেহজনক পার্সেলের বিষয়ে কর্তৃপক্ষের নজরে আসার পর বিষয়টি পশ্চিম আগরতলা থানার পুলিশের কাছে জানানো হয়। পরে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে সংশ্লিষ্ট পার্সেলগুলি উদ্ধার করে এবং তদন্ত শুরু করে। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে ক্ষোভ প্রকাশ করে শুক্রবার বিক্ষোভে সামিল হয় ডিওয়াইএফআই, এসএফআই এবং টিওয়াইএফের কর্মী-সমর্থকরা। সংগঠনগুলির দাবি, ডাক বিভাগের মতো একটি সরকারি পরিষেবাকে ব্যবহার করে মাদক পাচারের ঘটনা অত্যন্ত উদ্বেগজনক এবং দেশের বিভিন্ন প্রান্তে এ ধরনের ঘটনা বিরল। ফলে বিষয়টিকে অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে দেখা উচিত।বিক্ষোভ কর্মসূচিতে উপস্থিত সংগঠনের নেতৃত্ব সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে রাজ্যের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি এবং মাদকের বিস্তার নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেন। তাদের অভিযোগ, বিজেপি শাসনামলে ত্রিপুরা বিভিন্ন ক্ষেত্রে পিছিয়ে পড়েছে এবং বর্তমানে রাজ্যে নেশাজাতীয় দ্রব্যের অবাধ বিস্তার উদ্বেগজনক পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছে। তাদের বক্তব্য, রেলপথে এবং ডাক বিভাগের মাধ্যমে রাজ্যে নেশা সামগ্রী প্রবেশ করছে, যা প্রশাসনিক ব্যর্থতারই পরিচয় বহন করে।সংগঠনের নেতারা আরও বলেন, মুখ্যমন্ত্রী একাধিকবার মাদকের বিরুদ্ধে সরকার 'আপোষহীন নীতি' গ্রহণ করেছে বলে দাবি করলেও বাস্তবে মাদক চক্রের দৌরাত্ম্য দিন দিন বেড়েই চলেছে। সরকারের বক্তব্য এবং বাস্তব পরিস্থিতির মধ্যে বিস্তর ফারাক রয়েছে বলেও অভিযোগ তোলেন তারা।বিক্ষোভকারীরা মাদক পাচার চক্রের সঙ্গে জড়িতদের চিহ্নিত করে কঠোর শাস্তির দাবি জানান। পাশাপাশি ডাক বিভাগের নিরাপত্তা ব্যবস্থা আরও জোরদার করা এবং এ ধরনের ঘটনার পুনরাবৃত্তি রোধে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য প্রশাসনের সমন্বিত উদ্যোগ গ্রহণেরও আহ্বান জানান তারা।

গবাদি পশুর সংক্রামক রোগ প্রতিরোধে ভেটেরিনারি ভ্যাকসিনের গুরুত্ব বিষয়ক একদিনের কর্মশালা অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ জুন: ইন্ডিয়ান ইমিউনোলজিক্যালস লিমিটেড এবং প্রাণীসম্পদ বিকাশ দপ্তরের যৌথ উদ্যোগে আজ আগরতলার প্রজ্ঞা ভবনের প্রেক্ষাগৃহে ভেটেরিনারি ভ্যাকসিনের গুরুত্ব বিষয়ক একদিনের কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। কর্মশালার মূল উদ্দেশ্য গবাদি পশুর বিভিন্ন সংক্রামক রোগ প্রতিরোধে ভেটেরিনারি ভ্যাকসিনের কার্যকারিতা সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি এবং আধুনিক প্রযুক্তিনির্ভর পশুস্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনার উপর গুরুত্বারোপ করা।কর্মশালায় ইনফেকশাস বোভাইন রাইনোট্রাকাইটিস, থাইলেরিওসিস এবং সিস্টিসারকোসিস রোগের প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ বিষয়ে আলোচনা করা হয়। পাশাপাশি ভেটেরিনারি ভ্যাকসিনের সাম্প্রতিক প্রযুক্তিগত উন্নয়ন, নতুন উদ্ভাবন এবং বিভিন্ন প্রকল্পের সুফল প্রাণীপালকদের কাছে পৌঁছে দেওয়ার বিষয়েও আলোচনা করা হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্রাণীসম্পদ বিকাশ দপ্তরের সচিব দীপা ডি, নায়ার। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন প্রাণীসম্পদ বিকাশ দপ্তরের অধিকর্তা ডা. এন. কে. চঞ্চল, আইএফএস, ইন্ডিয়ান ইমিউনোলজিক্যালস লিমিটেডের সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট ডা. এন. এস. এন. ভার্গভ, টিটিএএডিসি-প্রিন্সিপাল ভেটেরিনারি অফিসার রত্নেশ্বর দেববর্মা, দপ্তরের অন্যান্য আধিকারিক, পশুচিকিৎসক এবং ভেটেরিনারি বিজ্ঞানীরা। কর্মশালায় প্রধান অতিথির ভাষণে প্রাণীসম্পদ বিকাশ দপ্তরের সচিব দীপা ডি. নায়ার বলেন, বর্তমান সময়ে প্রাণীসম্পদ ও পশুস্বাস্থ্যের উন্নয়নে আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার, অবকাঠামো উন্নয়ন, দক্ষতা বৃদ্ধি ও মানবসম্পদ গড়ে তোলার উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে।তিনি জানান, গত পাঁচ বছরে ন্যাশনাল লাইভস্টক মিশন, রাষ্ট্রীয় গোকুল মিশন এবং এএসসিএআরডি-সহ বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে দপ্তর উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করেছে। তিনি আরও বলেন, তথ্যপ্রযুক্তি ও কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ব্যবহারের পাশাপাশি জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে রোগের প্রকৃতি, নির্ণয় ও প্রতিরোধ ব্যবস্থায় নতুন চ্যালেঞ্জ সৃষ্টি হয়েছে। এসব চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় আধুনিক কৌশল গ্রহণের প্রয়োজনীয়তার উপর তিনি গুরুত্বারোপ করেন। পাশাপাশি প্রাণীচিকিৎসকদের প্রাণীপালকদের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রক্ষা করে রোগ সংক্রান্ত তথ্য নথিভুক্ত করার আহ্বান জানান।সচিব আরও উল্লেখ করেন যে, ভেটেরিনারি বিজ্ঞানীরা নতুন রোগ প্রতিরোধী ভ্যাকসিন ও ওষুধ উদ্ভাবনের লক্ষ্যে নিরন্তর গবেষণা চালিয়ে যাচ্ছেন। প্রযুক্তিগত অগ্রগতির ফলে বর্তমানে ভেটেরিনারি ওষুধের মূল্যও তুলনামূলকভাবে হ্রাস পেয়েছে, যা প্রাণীপালকদের জন্য অত্যন্ত সহায়ক হয়েছে। এছাড়া বক্তব্য রাখেন ইন্ডিয়ান ইমিউনোলজিক্যালস লিমিটেডের সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট ড. এন. এস. এন. ভার্গভ। কর্মশালায় অংশগ্রহণকারী বিশেষজ্ঞরা আলোচনায় অংশ নিয়ে গবাদি পশুর স্বাস্থ্য সুরক্ষা নিশ্চিত করে দুগ্ধ ও প্রাণীপালন খাতে উৎপাদন বৃদ্ধি এবং প্রাণীপালকদের আর্থিক ক্ষতি কমানোর লক্ষ্যে ভ্যাকসিন ব্যবহারের উপর গুরুত্বারূপ করেন।

মোদি সরকারের ১২ বছর পূর্তি উপলক্ষে ছয় আগরতলা মণ্ডলের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হল বিশেষ সম্মেলন

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিশালগড়, ১৯ জুন: প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি সরকারের ১২ বছর পূর্তি উপলক্ষে বিজেপি ৬ আগরতলা মণ্ডলের উদ্যোগে ৬ আগরতলা বিধানসভা এলাকার হিন্দি স্কুলে এক বর্ণাঢ্য সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় সরকারের গত ১২ বছরের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড, জনকল্যাণমূলক প্রকল্প এবং দেশের সামগ্রিক অগ্রগতি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়।অনুষ্ঠানে প্রধান বক্তা হিসেবে উপস্থিত থেকে মণ্ডল সভাপতি তপন ভট্টাচার্য মোদি সরকারের বিভিন্ন সাফল্য ও উন্নয়নমূলক পদক্ষেপ তুলে ধরেন। তিনি বলেন, গত ১২ বছরে দেশের পরিকাঠামো উন্নয়ন, গরিব কল্যাণ, কৃষক, যুব ও মহিলাদের উন্নয়নে একাধিক ঐতিহাসিক পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে, যার সুফল দেশের কোটি কোটি মানুষ পাচ্ছেন।তিনি কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন প্রকল্প সম্পর্কে সাধারণ মানুষকে আরও সচেতন করার আহ্বান জানান এদিন সম্মেলনের মাধ্যমে বিভিন্ন সরকারি প্রকল্পের সুবিধাভোগীদের মধ্যে প্রয়োজনীয় সামগ্রী বিতরণ করা হয়।পাশাপাশি উপস্থিত নেতৃবৃন্দ সরকারের জনমুখী কর্মসূচিগুলি নিয়ে আলোচনা করেন এবং আগামী দিনে সংগঠনকে আরও শক্তিশালী করার লক্ষ্যে কর্মীদের ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করার আহ্বান জানান।অনুষ্ঠানে মণ্ডল সভাপতি তপন ভট্টাচার্যসহ বিজেপির অন্যান্য নেতৃত্ব, কার্যকর্তা এবং এলাকার বহু সাধারণ মানুষ উপস্থিত ছিলেন। পুরো অনুষ্ঠানটি উৎসাহ-উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে সম্পন্ন হয়।

কাজের সন্ধান

কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষার মাধ্যমে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কে ৪,৫০০ এপ্রেন্টিস

কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো, আগরতলা।। রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্ক বিশেষ করে সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ায় এপ্রেন্টিস পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৪,৫০০টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিএ/ বিকম/ বিএসসি/ বিবিএ/ বিই/ বিটেক ... যে-কোনও গ্র্যাজুয়েট, নম্বরের কোনও কড়াকড়ি নেই, বয়স ঃ ২০-২৮ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২২ জুন, কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা জুলাই অথবা আগস্টে, কেন্দ্র আগরতলাসহ সারা দেশে শতাধিক শহরে। বিস্তারিত খবর হলো ত্রিপুরা, পশ্চিমবঙ্গ, আসাম, বিহার, ওড়িশা, ঝাড়খণ্ড সহ সারা দেশে এপ্রেন্টিস পদে ৪,৫০০ জন নিয়োগ হচ্ছে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্ক সিবিআই বা সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ায়।

দরখাস্ত করবেন কেবলমাত্র অনলাইনে এঁদের ওয়েবসাইটে লগ অন করে, ২২ জুনের মধ্যে। অর্থাৎ অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২২ জুন। অনলাইনে রেজিস্ট্রেশন করার আগে নিজের একটি বৈধ ও দীর্ঘস্থায়ী ই-মেল আইডি তৈরি রাখবেন নিজের সই এবং পাসপোর্ট মাপের এখনকার রঙিন ফটোও স্ক্যান করে রাখতে হবে ওয়েবসাইটে বলা মাপজোক ও অন্যান্য শর্ত বুঝে (যেমন, ছবি কীরকম কী ব্যাকগ্রাউন্ডে তুলবেন, ছবির ডাইমেনশন যেন হয় ২০০ বাই ২৩০ পিক্সেল আর মাপ ২০-৫০ কেবির মধ্যে, স্বাক্ষরের ক্ষেত্রে ১৮০ বাই ১৬০ পিক্সেল, মাপ ১০-২০ কেবির মধ্যে, ইত্যাদি মাপে সেভ করতে হবে জেপিজি বা জেপিইজি ফর্ম্যাটে)। অনলাইনে থেকে দরখাস্ত একবারে সম্পূর্ণ করতে না পারলে সেভ করে রাখবেন, তাহলে আপনার ইমেল ঠিকানা/ মোবাইলে এসএমএস করে আপনার রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও পাসওয়ার্ড পাঠিয়ে দেওয়া হবে। এই নম্বর ও পাসওয়ার্ড যত্ন করে রেখে দেবেন, পরবর্তী সময়ে কাজে লাগবে। পরে আবার সাইটে গিয়ে সেই রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও পাসওয়ার্ড দিয়ে আপনার দরখাস্ত খুলে বাকি কাজ শেষ করতে পারবেন। এই সংশোধনের সুযোগ পাবেন ৩ বার পর্যন্ত। আপনার পক্ষ থেকে কাজ চূড়ান্ত হয়ে গেলে, অনলাইন মুডে পরীক্ষার ফি জমা দেওয়ার লক্ষে এগুতে হবে। অ্যাপ্লিকেশন ফি এবং/ অথবা পোস্টাল চার্জ বাবদ নির্ধারিত ফি জমা দিতে হবে। এছাড়া, ব্যাঙ্কিং ফি, কম্পিউটারে দরখাস্ত পাঠানোর যাবতীয় খরচ প্রার্থীকেই বহন করতে হবে। এক্ষেত্রে নেট-ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে ফি জমা দেওয়া খুবই সহজ এবং সময় সাশ্রয়কারী। এককথায়, ইন্টারনেট ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে টাকা পাঠানোই অধিক শ্রেয়। নেফট ব্যাঙ্কিং/ মাস্টার/ ভিসা ডেবিট/ ক্রেডিট কার্ড পদ্ধতিতেও টাকা জমা দিতে পারেন। এজন্য প্রয়োজনীয় তথ্য পরামর্শ সাইটেই পাবেন। দরখাস্ত রেজিস্ট্রেশন সম্পূর্ণ হলে কম্পিউটার জেনারেটেড দরখাস্তের প্রিন্ট-আউট নিয়ে নেবেন, কোথাও পাঠাতে হবে না। ফি পেমেন্ট চালান বা ই-রিসিপ্ট কপিও যত্ন করে রাখবেন। লিখিত পরীক্ষার দিন কললেটার ছাড়াও লাগবে মূল পেমেন্ট চালান, ছবিওলা পরিচিতি-প্রমান (ভোটার আই কার্ড,প্যান কার্ড, কলেজের আই কার্ড বা এরকমই ছবিওলা অন্য কিছু) ইত্যাদি। টাকা জমা দেওয়ার চালান-এর একটা বাড়তি ফটো কপিও নিজের কাছে রাখবেন। ইন্টারভিউতে ডাক পেলে সমস্ত মূল প্রমানপত্র (যাঁর ক্ষেত্রে যা-যা দরকার) সঙ্গে নিয়ে যাবেন। প্রয়োজনে ই-মেইল আইডি চালু করা, অনলাইনে দরখাস্ত পাঠানো, ইন্টারনেট ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে পরীক্ষার ফি জমা দেওয়া, দরখাস্তের প্রিন্ট আউট এবং টাকা জমা দেওয়ার রসিদ ইত্যাদি বের করে রাখার পাশাপাশি লিখিত পরীক্ষার বিস্তারিত সিলেবাস ও বিগত সময়ে এ ধরনের বিভিন্ন পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর সম্পর্কে আরও বিস্তারিত তথ্য, ঘরে বসে মুহূর্তের মধ্যে হাতের মুঠোয় পেতে কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো অফিসের হোয়াটসঅ্যাপ ৯৪৩৬১২০৩০৫ নম্বরে 'হাই/হ্যালো' লিখে মেম্বারশীপের জন্য আবেদন করতে পারেন। প্রয়োজনে আগরতলার জগন্নাথ বাড়ি রোডস্থিত 'কর্মবার্তা' অফিসে সরাসরি যোগাযোগ করে আজই আপনার নাম ও হোয়াটসঅ্যাপ নম্বর রেজিস্ট্রেশন করিয়ে নিন, মুহূর্তের মধ্যে রাজ্য এবং দেশের সমস্ত চাকরির আপডেট খবর, চাকরি পরীক্ষার ফলাফলের খবর, এডমিট কার্ডের খবর এবং চাকরির সমস্ত ঘোষিত বিজ্ঞাপন বা জব্ এলার্ট পেয়ে যাবেন আপনার হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বরে। এই নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি নং সিবিআই/ এপ্রেন্টিস/ অ্যাক্ট-১৯৬১/ ২০২৬-২৭, তারিখ ১১-০৬-২০২৬। বলা বাহুল্য, অনলাইনে দরখাস্ত করার পর অবশ্যই দরখাস্তের প্রিন্ট-আউট ও ব্যাঙ্ক থেকে পাওয়া ক্যাশ রিসিপ্ট বা ই-রিসিপ্ট কপি নিজের কাছে যত্ন করে রেখে দেবেন, পরে কাজে লাগবে।

রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কিং প্রতিষ্ঠান সিবিআই বা সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ায় এপ্রেন্টিস পদে নিযুক্তি পেতে ইচ্ছুক তরুণ-তরুণীরা ৩১-০৫-২০২৬-এর হিসেবে ২০ থেকে ২৮-এর মধ্যে বয়স হলে আবেদন করতে পারেন। এসসি/এসটিদের জন্য ৩৩ বছর, ওবিসিদের জন্য ৩১ বছর এবং প্রাক্তন সমরকর্মী, প্রতিবন্ধী, বিবাহবিচ্ছিন্না মহিলা ইত্যাদি যাঁরা বয়সের ক্ষেত্রে বরাবর ছাড় পেয়ে আসছেন, তাঁরা এক্ষেত্রেও যথারীতি বয়সের ছাড় পাবেন। তফশিলি, ওবিসি ও প্রতিবন্ধীদের জন্য সরকারি নিয়মানুসারে পদ সংরক্ষণ থাকবে। দৃষ্টিহীন, কম দৃষ্টি-সংক্রান্ত, শ্রবণ-সংক্রান্ত ও চলতে-ফিরতে না পারা সংক্রান্ত প্রতিবন্ধীরাও (পিডব্লুডি) যথারীতি আবেদন করতে পারেন। শূন্যপদগুলির মধ্যে তফশিলি জাতিভুক্ত, তফশিলি উপজাতিভুক্ত এবং ওবিসি'র জন্য যেমন সংরক্ষিত পদ রয়েছে, তেমনি অসংরক্ষিত রয়েছে প্রচুর সংখ্যক পদ। এছাড়া, শারীরিক প্রতিবন্ধী, প্রাক্তন সমরকর্মীদের জন্যও রয়েছে বেশ কিছু সংরক্ষিত শূন্যপদ। মোট শূন্যপদ ৪,৫০০টির মধ্যে ১,৯০৩টি পদ অসংরক্ষিত, অর্থাৎ এসসি, এসটি, ওবিসি, জেনারেল যে কেউ এর জন্য আবেদন করতে পারবেন। ৭০১টি এসসি প্রার্থীর জন্য, ৩৯৩টি এসটি প্রার্থীর জন্য, ১০৪৯টি পদ ওবিসি প্রার্থীর জন্য এবং ৪৫৪টি পদ ইডব্লিওএস প্রার্থীর জন্য সংরক্ষিত। এছাড়া, শারীরিকভাবে বিশেষ সক্ষম প্রার্থীদের জন্য রয়েছে ১৮০টি পদ। শূন্যপদের বিশদ বিভাজন, রাজ্যভিত্তিক বা অঞ্চলভিত্তিক শূন্যপদের সংখ্যা ইত্যাদি দেখতে পাবেন অনলাইনে আবেদনের সময়, ওয়েবসাইটে এর বিজ্ঞপ্তিতে। যোগ্যতা - গ্র্যাজুয়েট। বিএ, বিএসসি, বিকম, বিবিএ, বিই, বিটেক, বিসিএ ইত্যাদি যে-কোনও বিষয়ে গ্র্যাজুয়েট বা স্নাতক পাশ হতে হবে। নম্বরের কোনও কড়াকড়ি নেই। এমনকি এবার যাঁরা কলেজের ফাইন্যাল ইয়ারের পরীক্ষা দিয়েছেন বা দেবেন তাঁরাও শর্তসাপেক্ষে দরখাস্ত করতে পারেন।

প্রার্থীবাছাই হবে কম্পিউটার ভিত্তিক অনলাইনে পরীক্ষা ও সাক্ষাৎকারের ভিত্তিতে। অনলাইনে পরীক্ষা হবে অবজেক্টিভ ধরনের। ১০০ নম্বরের পরীক্ষা। বিষয়গুলি হল: জেনারেল/ ফিনান্সিয়াল এওয়ারনেস, কোয়ান্টেটিভ এন্ড রিজনিং এপ্টি টিউড, কম্পিউটার নলেজ, জেনারেল ইংলিশ, নির্দিষ্ট ব্যাঙ্কের প্রেডাক্টস এন্ড সার্ভিসেস। ভুল উত্তরের জন্য নেগেটিভ মার্কিং থাকবে (প্রতি ৪টে ভুলের জন্য ১ নম্বর করে কাটা যাবে)। জেনারেল ইংলিশ অংশটুকু ছাড়া প্রশ্ন হবে ইংরিজি/ হিন্দিতে;প্রত্যেকটি অংশে পাশ করতে হবে (অন্তত ৪০ শতাংশ, তফশিলি, প্রাক্তন সমরকর্মী ও প্রতিবন্ধীদের ক্ষেত্রে ৩৫ শতাংশ নম্বর)। ত্রিপুরার প্রার্থীদের জন্য পরীক্ষা কেন্দ্র আগরতলা। সমস্ত পরীক্ষাকেন্দ্রের কোড নম্বরই জানতে পারেন এঁদের ওয়েবসাইটে। পরীক্ষা নেওয়া হবে জানুয়ারি মাসে। তবে নির্দিষ্ট দিনক্ষণ এখনও জানানো হয়নি। পরীক্ষার স্থানকাল ও তারিখ ইত্যাদি সংক্রান্ত তথ্য জানানো হবে কললেটারের সঙ্গে দেওয়া অ্যাকোয়েন্ট ইওরসেল্ফ বুকলেটের মাধ্যমে। এসব ডাউনলোড করে নিতে হবে পরীক্ষার প্রায় ১০ দিন আগে, নিজের দরখাস্তের রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও পাসওয়ার্ড/ জন্মতারিখ ব্যবহারের পদ্ধতিতে ওয়েবসাইটে নিজের অ্যাকাউন্টে ঢুকে। আলাদা কোনএ চিঠি পাঠানো হবে না।

অনলাইনে পরীক্ষার ভিত্তিতে সাক্ষাৎকারে ডাকা হবে। সাক্ষাৎকার নেওয়া হবে কেন্দ্রীয় সরকার ঘোষিত নীতি নির্দেশিকা অনুযায়ী। চূড়ান্ত মেধাতালিকা হবে কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা ও ইন্টারভিউর নম্বর মিলিয়ে। মেধাতালিকার প্রথম দিক থেকে এপ্রেন্টিস পদে নিয়োগ করা হবে। এপ্রেন্টিসের সময়কাল ১ বছর। এপ্রেন্টিস চলাকালীন সময়ে ১৫ হাজার বা ততোধিক হারে সাম্মানিক স্টাইপেন্ড প্রদান করা হবে।

এক নজরে চাকরির খবর

* পদের নাম ঃ **অফিসার, ইন্সপেক্টর, অডিটর ইত্যাদি (কেন্দ্রীয় সরকার)**
শূন্যপদ ঃ ১২,২৫৬টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিএ/ বিকম/ বিএসসি/ বিসিএ, বিই, বিটেক ... ইত্যাদি গ্র্যাজুয়েট ডিগ্রি পাশ, নম্বরের কোনও কড়াকড়ি নেই,
বয়স ঃ ১৮-৩০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২২জুন, আগস্ট/ সেপ্টেম্বরে কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা, কেন্দ্র - আগরতলাসহ সারা দেশে শতাধিক কেন্দ্রে।

* পদের নাম ঃ **এপ্রেন্টিস (রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্ক),**
শূন্যপদ ঃ ৪৫০০টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিএ/ বিকম/ বিএসসি/ বিসিএ, বিই, বিটেক ... ইত্যাদি গ্র্যাজুয়েট ডিগ্রি পাশ, নম্বরের কোনও কড়াকড়ি নেই,
বয়স ঃ ২০-২৮ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২২জুন, কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা, আগরতলাসহ সারা দেশে শতাধিক কেন্দ্রে, দিনক্ষণ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **টেকনিক্যাল অ্যাসিস্ট্যান্ট, এম.টি.এস (ত্রিপুরা),**
শূন্যপদ ঃ ১৩টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ উচ্চমাধ্যমিক, ডিগ্রি পাশ,
বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ৪৫ বছর (সংরক্ষিত ও বিশেষ ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৩জুন, লিখিত পরীক্ষা বা ইন্টারভিউর কেন্দ্র আগরতলা,
তারিখ এঁদের ওয়েবসাইটে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **হসপিটালিটি মনিটর (কর্পোরেট সেক্টর),**
শূন্যপদ ঃ ৯২টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিবিএ, বিএসসি, এমবিএ পাশ,
বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ২৭ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৪জুন, বাছাইকৃতদের সরাসরি ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও দিনক্ষণ
বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **অ্যাসিস্ট্যান্ট কোচ (সাই),**
শূন্যপদ ঃ ১০০টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ নির্দিষ্ট স্পোর্টস বিষয় নিয়ে ডিপ্লোমা পাশ,
বয়স ঃ ১৮-২৭ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৭জুন, বাছাইকৃতদের স্কিল টেস্ট, ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **এপ্রেন্টিস (নেভি),**
শূন্যপদ ঃ ৫০০টি (সম্ভাব্য),
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ডিপ্লোমা পাশ,
বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ২১ বছর,
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৯জুন, বাছাইকৃতদের কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা, কেন্দ্র ও দিনক্ষণ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **এমপিডব্লিও, অ্যাসিস্ট্যান্ট, ফার্মাসিস্ট, টেকনেশিয়ান, স্টোরকীপার, ইঞ্জিনিয়ার (এইমস),**
শূন্যপদ ঃ ১৪৮৪টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক পাশ থেকে শুরু,
বয়স ঃ ১৮-৩৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৩০জুন, বাছাইকৃতদের কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা ও ইন্টারভিউর তারিখ ও কেন্দ্র, বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **জুনিয়র ক্লার্ক, ডেটা এন্ট্রি অপারেটর (সাধারণ প্রশাসন, বহিঃরাজ্য),**
শূন্যপদ ঃ ১৩৩টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ডিপ্লোমা, বি.কম, এম.কম পাশ হতে হবে,
বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ৪০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৩০ , বাছাইকৃতদের কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা ও লিখিত পরীক্ষার নির্দিষ্ট কেন্দ্র ও দিনক্ষণ কল লেটারে এবং এঁদের ওয়েবসাইটে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **সাফাই সেবক, মালি, গ্রুপ-ডি স্টাফ (হাই কোর্ট, বহিঃরাজ্য,**
শূন্যপদ ঃ ১৬৭টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ডিপ্লোমা পাশ,
বয়স ঃ ১৮-৩৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৩০ জুন,
বাছাইকৃতদের পরীক্ষা ও ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও দিনক্ষণ
বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **অ্যাসিস্ট্যান্ট, হেল্পার, ট্রেনি জুনিয়র অফিসার, অ্যাসোসিয়েট অফিসার (কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক, বহিঃরাজ্য)**
শূন্যপদ ঃ ১৩৯টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক, গ্র্যাজুয়েট পাশ হতে হবে,
বয়স ঃ ১৮-৩৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১ জুলাই,
বাছাইকৃতদের কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা ও ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও দিনক্ষণ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **টিচিং ফ্যাকাল্টি (ই.এস.আই.সি),**
শূন্যপদ ঃ ১১৮টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ এম.ডি, এম.এস পাশ হতে হবে,
বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ৫০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
ডাকযোগে দরখাস্ত পৌছুনোর শেষ তারিখ ২ জুলাই,
বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর কেন্দ্র বহিঃরাজ্যে, তবে কেন্দ্র ও দিনক্ষণ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **অ্যাসিস্ট্যান্ট (এয়ারপোর্ট অথরিটি, বহিঃরাজ্য)**
শূন্যপদ ঃ ৬২টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ উচ্চমাধ্যমিক পাশ হতে হবে,
বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ২৭ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২ জুলাই,
বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও দিনক্ষণ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

মাধ্যমিক থেকে শুরু, এইমস-এ ১,৪৮৪ নিয়োগ ত্রিপুরা থেকে অনলাইনে আবেদনের সুযোগ

কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো, আগরতলা।। এইমস-এ গ্রুপবি ও গ্রুপ-সি অর্থাৎ এমপিডব্লিও, অ্যাসিস্ট্যান্ট, ফার্মাসিস্ট, টেকনেশিয়ান, স্টোরকীপার, ইঞ্জিনিয়ার পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ১,৪৮৪টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক, ডিপ্লোমা, ডিগ্রি পাশ, বয়স ঃ ১৮-৩৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৩০ জুন, বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে। বিস্তারিত খবর হলো — কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে পরিচালিত এইমস-এ গ্রুপবি ও গ্রুপ-সি অর্থাৎ এমপিডব্লিও, অ্যাসিস্ট্যান্ট, ফার্মাসিস্ট, টেকনেশিয়ান, স্টোরকীপার, ইঞ্জিনিয়ার ইত্যাদি বিভিন্ন পদে পদে ১,৪৮৪ জন নিয়োগ করা হবে বলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। প্রার্থিবাছাই করবেন নির্দিষ্ট এইমস-এর রিক্রুটমেন্ট সেল অর্থাৎ এইমস-এর ম্যানেজমেন্ট স্টাফ নিয়ে গঠিত এক সিলেকশন কমিটি। অন্যান্য রাজ্যের প্রার্থীদের মতো ত্রিপুরার এসসি/ এসটি/ ওবিসি/ জেনারেল যে-কোনও প্রার্থীরাই আবেদন করতে পারবেন। বয়স হতে হবে ৩০-০৬-২০২৬ তারিখের হিসেবে ১৮ থেকে ৩৫ বছরের মধ্যে। তফশিলি, ওবিসি ও প্রতিবন্ধীদের জন্য সরকারি নিয়মানুসারে আসন সংরক্ষণ যেমন থাকবে, তেমনি বয়সের উর্ধ্বসীমায়ও যথারীতি ছাড় রয়েছে। তবে পৃথক পৃথক পদের ক্ষেত্রে বয়সের উর্ধ্বসীমাও ভিন্নতর। শূন্যপদের বিশদ বিভাজন এবং ক্যাটেগরি ভিত্তিক সংরক্ষিত পদ ইত্যাদি দেখতে পাবেন এঁদের ওয়েব সাইটে, লগ অন করে 'রিক্রুটমেন্ট' ট্যাব লিঙ্কে। শূন্যপদের বিভাজন এই রকম —

মোট শূন্যপদের সংখ্যা ৩০৩৬টি। ক্রমিক নং (১) ঃ পদের নাম - অ্যাসিস্ট্যান্ট ডায়েটিশিয়ান/ ডায়েটিশিয়ান/ ওয়ার্ডেন, শূন্যপদ ১৮টি। ক্রমিক নং (২) ঃ পদের নাম - অ্যাসিস্ট্যান্ট এডমিনিস্ট্রেটিভ অফিসার/ অফিস অ্যাসিস্ট্যান্ট/ অ্যাসিস্ট্যান্ট, শূন্যপদ ৪৩টি। ক্রমিক নং (৩) ঃ পদের নাম - ডেটা এন্ট্রি অপারেটর/ জুনিয়র অ্যাডমিনিস্ট্র্যাটিভ অ্যাসিস্ট্যান্ট/ লোয়ার ডিভিশন ক্লার্ক/ আপার ডিভিশন ক্লার্ক শূন্যপদ ৬১২টি। ক্রমিক নং (৪) ঃ পদের নাম - জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার (সিভিল), শূন্যপদ ৬০টি। ক্রমিক নং (৫) ঃ পদের নাম - জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার/ অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার (ইলেকট্রিক্যাল), শূন্যপদ ৫১টি। ক্রমিক নং (৬) ঃ পদের নাম - জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার/ অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার (মেকানিক্যাল), শূন্যপদ ১১টি। ক্রমিক নং (৭) ঃ পদের নাম - টেকনিক্যাল অ্যাসিস্ট্যান্ট, শূন্যপদ ৩টি। ক্রমিক নং (৮) ঃ পদের নাম - ইলেকট্রিশিয়ান/ ওয়ারম্যান/ লাইনম্যান, শূন্যপদ ২৮টি। এধরনের ক্রমিক নং ৯ থেকে ৫৯ পর্যন্ত প্রতিটি পদের নাম, শূন্যপদের সংখ্যা, ক্যাটেগরি ভিত্তিক বিভাজন, যোগ্যতা, অভিজ্ঞতা, বয়সের উর্ধ্বসীমা, বেতনক্রম ইত্যাদি জানার জন্য এঁদের ওয়েবসাইট দেখে নিতে হবে। মূল মাইনের সঙ্গে কেন্দ্রীয় সরকারের নিয়ম অনুযায়ী অন্যান্য ভাতাসমূহও রয়েছে। প্রার্থিবাছাই হবে বাছাইকৃতদের লিখিত পরীক্ষা, অভিজ্ঞতা ও নির্দিষ্ট ট্রেড বা স্কিল টেস্টের মাধ্যমে। পরীক্ষার দিনক্ষণও স্থান স্থির হয়নি। নির্ধারিত সময়ে কল লেটারে সমস্ত কিছু জানানো হবে। এসএমএস-এ কল লেটারের কথা জানানো হলে তা ডাউনলোড করে নিলেই সমস্ত তথ্য জেনে নেওয়া যাবে। দরখাস্ত পাঠানোর কৌশল ও নিয়মকানুন সহ এই বিজ্ঞপ্তির পুরো বিবরণ পাবেন এঁদের নিজস্ব ওয়েবসাইটে। প্রয়োজনে ই-মেইল আইডি চালু করা, অনলাইনে দরখাস্ত পাঠানো, ইন্টারনেট ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে পরীক্ষার ফি জমা দেওয়া, দরখাস্তের প্রিন্ট আউট এবং টাকা জমা দেওয়ার রসিদ ইত্যাদি বের করে রাখার পাশাপাশি লিখিত পরীক্ষার বিস্তারিত সিলেবাস ও বিগত সময়ে এ ধরনের বিভিন্ন পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর সম্পর্কে আরও বিস্তারিত তথ্য, ঘরে বসে মুহূর্তের মধ্যে হাতের মুঠোয় পেতে কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো অফিসের হোয়াটস্অ্যাপ ৯৪৩৬১২০৩০৫ নম্বরে 'হাই/ হ্যালো' লিখে মেম্বারশীপের জন্য আবেদন করতে পারেন। প্রয়োজনে আগরতলার জগন্নাথ বাড়ি রোডস্থিত 'কর্মবার্তা' অফিসে সরাসরি যোগাযোগ করে আজই আপনার নাম ও হোয়াটস্অ্যাপ নম্বর রেজিস্ট্রেশন করিয়ে নিন, মুহূর্তের মধ্যে রাজ্য এবং দেশের সমস্ত চাকরির আপডেট খবর, চাকরি পরীক্ষার ফলাফলের খবর, এডমিট কার্ডের খবর এবং চাকরির সমস্ত ঘোষিত বিজ্ঞাপন বা জব্ এলার্ট পেয়ে যাবেন আপনার হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বরে।

আবেদন করবেন কেবলমাত্র অনলাইনে এঁদের ওয়েবসাইটে লগ অন করে ৩০ জুনের মধ্যে। অনলাইনে দরখাস্ত করার শেষ তারিখ ৩০ জুন। অনলাইনে রেজিস্ট্রেশন করার আগে নিজের একটি বৈধ ও দীর্ঘস্থায়ী ই-মেল আইডি তৈরি রাখবেন নিজের সই এবং পাসপোর্ট মাপের এখনকার রঙিন ফটো, প্রয়োজনীয় সমস্ত ডকুমেন্টসও স্ক্যান করে রাখতে হবে ওয়েবসাইটে বলা মাপজোক ও অন্যান্য শর্ত বুঝে। প্রয়োজনে সেগুলো আপলোড করতে হবে। অনলাইনে থেকে দরখাস্ত একবারে সম্পূর্ণ করতে না পারলে সেভ করে রাখবেন, তাহলে আপনার ইমেল ঠিকানা/ মোবাইলে এসএমএস করে আপনার রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও পাসওয়ার্ড পাঠিয়ে দেওয়া হবে। এই নম্বর ও পাসওয়ার্ড যত্ন করে রেখে দেবেন, পরবর্তী সময়ে কাজে লাগবে। পরে আবার সাইটে গিয়ে সেই রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও পাসওয়ার্ড দিয়ে আপনার দরখাস্ত খুলে বাকি কাজ শেষ করতে পারবেন। এই সংশোধনের সুযোগ পাবেন ৩ বার পর্যন্ত। আপনার পক্ষ থেকে কাজ চূড়ান্ত হয়ে গেলে অনলাইন পেমেন্টের মাধ্যমে অ্যাপ্লিকেশন ফি এবং/ অথবা পোস্টাল চার্জ বাবদ নির্দিষ্ট ফি জমা দিতে হবে। এছাড়া, অনলাইনে ফর্ম ফিলাপ, প্রিন্ট আউট বের করা, ফটো-সিগনেচার স্ক্যানিং, কল লেটার ডাউনলোড করানোর যাবতীয় খরচ প্রার্থীকেই বহন করতে হয়। দরখাস্ত রেজিস্ট্রেশন সম্পূর্ণ হলে কম্পিউটার জেনারেটেড দরখাস্তের ২ কপি প্রিন্ট-আউট নিয়ে নেবেন। কোথাও পাঠাতে হবে না। ফি পেমেন্ট চালানের কপিও যত্ন করে রাখবেন। লিখিত পরীক্ষার দিন কললেটার ছাড়াও লাগবে মূল পেমেন্ট চালান, ছবিওলা পরিচিতি-প্রমান (আধার কার্ড, প্যান কার্ড বা এরকমই ছবিওলা অন্য কিছু) ইত্যাদি। টাকা জমা দেওয়ার চালান-এর একটা বাড়তি ফটো কপিও নিজের কাছে রেখে দেবেন।

সামনে চাকরি ও শিক্ষার কী-কী পরীক্ষা, কবে?

কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো, আগরতলা।।

* কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে **অফিসার, ইন্সপেক্টর, অডিটর ইত্যাদি** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ১২,২৫৬টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিএ/ বিকম/ বিএসসি/ বিসিএ, বিই, বিটেক ... ইত্যাদি গ্র্যাজুয়েট ডিগ্রি পাশ, নম্বরের কোনও কড়াকড়ি নেই, বয়স ঃ ১৮-৩০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২২ জুন, আগস্ট/ সেপ্টেম্বরে কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা, কেন্দ্র - আগরতলাসহ সারা দেশে শতাধিক কেন্দ্রে।

* কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো অফিসের হোয়াটস্অ্যাপ ৯৪৩৬১২০৩০৫ নম্বরে 'হাই/হ্যালো' লিখে মেম্বারশীপের জন্য আবেদন করতে পারেন। প্রয়োজনে আগরতলার জগন্নাথ বাড়ি রোডস্থিত 'কর্মবার্তা' অফিসে সরাসরি যোগাযোগ করে শর্তসাপেক্ষে আজই আপনার হোয়াটস্অ্যাপ নম্বর নথীভুক্ত করে মেম্বারশিপ্ গ্রহণ করে নিন, মুহূর্তের মধ্যে রাজ্য এবং দেশের **সমস্ত চাকরির আপডেট খবর,** চাকরি পরীক্ষার ফলাফলের খবর, এডমিট কার্ডের খবর, সিলেবাস এবং চাকরির সমস্ত ঘোষিত বিজ্ঞাপন বা জব্ এলার্ট পেয়ে যাবেন আপনার হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বরে।

* রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কে **এপ্রেন্টিস** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৪৫০০টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিএ/ বিকম/ বিএসসি/ বিসিএ, বিই, বিটেক ... ইত্যাদি গ্র্যাজুয়েট ডিগ্রি পাশ, নম্বরের কোনও কড়াকড়ি নেই,
বয়স ঃ ২০-২৮ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২২ জুন, কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা, আগরতলাসহ সারা দেশে শতাধিক কেন্দ্রে, দিনক্ষণ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* রাজ্য সরকার অনুমেদিত সোসাইটি বা মিশনের অধীনে **টেকনিক্যাল অ্যাসিস্ট্যান্ট, এম.টি.এস** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ১৩টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ উচ্চমাধ্যমিক, ডিগ্রি পাশ, বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ৪৫ বছর (সংরক্ষিত ও বিশেষ ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৩ জুন, লিখিত পরীক্ষা বা ইন্টারভিউর কেন্দ্র আগরতলা, তারিখ এঁদের ওয়েবসাইটে জানানো হবে।

* রেল মন্ত্রকের অধীনে কর্পোরেট সেক্টরে **হসপিটালিটি মনিটর** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৯২টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিবিএ, বিএসসি, এমবিএ পাশ, বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ২৭ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৪ জুন, বাছাইকৃতদের সরাসরি ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও দিনক্ষণ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* স্পোর্টস অথরিটি অফ ইন্ডিয়া বা সাই-এ **অ্যাসিস্ট্যান্ট কোচ** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ১০০টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ নির্দিষ্ট স্পোর্টস বিষয় নিয়ে ডিপ্লোমা পাশ, বয়স ঃ ১৮-২৭ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৭ জুন, বাছাইকৃতদের স্কিল টেস্ট, ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* ভারতীয় নৌ-বাহিনীতে **এপ্রেন্টিস** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৫০০টি (সম্ভাব্য), শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ডিপ্লোমা পাশ, বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ২১ বছর, অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৯ জুন, বাছাইকৃতদের কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা, কেন্দ্র ও দিনক্ষণ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* এইমস-এ **এমপিডব্লিও, অ্যাসিস্ট্যান্ট, ফার্মাসিস্ট, টেকনেশিয়ান, স্টোরকীপার, ইঞ্জিনিয়ার** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ১৪৮৪টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক পাশ থেকে শুরু, বয়স ঃ ১৮-৩৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৩০ জুন, বাছাইকৃতদের কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা ও ইন্টারভিউর তারিখ ও কেন্দ্র, বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* বহিঃরাজ্যের সাধারণ প্রশাসনে **জুনিয়র ক্লার্ক, ডেটা এন্ট্রি অপারেটর** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ১৩৩টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ডিপ্লোমা, বি.কম, এম.কম পাশ হতে হবে, বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ৪০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৩০ জুন, বাছাইকৃতদের কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা ও লিখিত পরীক্ষার নির্দিষ্ট কেন্দ্র ও দিনক্ষণ কল লেটারে এবং এঁদের ওয়েবসাইটে জানানো হবে।

* বহিঃরাজ্যে একাধিক উচ্চ আদালতে **সাফাই সেবক, মালি, গ্রুপ-ডি স্টাফ** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ১৬৭টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ডিপ্লোমা পাশ, বয়স ঃ ১৮-৩৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৩০ জুন, বাছাইকৃতদের পরীক্ষা ও ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও দিনক্ষণ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* বহিঃরাজ্যে কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্কে **অ্যাসিস্ট্যান্ট, হেল্পার, ট্রেনি জুনিয়র অফিসার, অ্যাসোসিয়েট অফিসার** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ১৩৯টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক, গ্র্যাজুয়েট পাশ হতে হবে, বয়স ঃ ১৮-৩৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১ জুলাই, বাছাইকৃতদের কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা ও ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও দিনক্ষণ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* ই.এস.আই.সি-তে **টিচিং ফ্যাকাল্টি** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ১১৮টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ এম.ডি, এম.এস পাশ হতে হবে, বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ৫০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), ডাকযোগে দরখাস্ত পৌছুনোর শেষ তারিখ ২ জুলাই, বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর কেন্দ্র বহিঃরাজ্যে, তবে কেন্দ্র ও দিনক্ষণ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* বহিঃরাজ্যে এয়ারপোর্ট অথরিটির অধীনে **অ্যাসিস্ট্যান্ট** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৬২টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ উচ্চমাধ্যমিক পাশ হতে হবে, বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ২৭ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২ জুলাই, বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও দিনক্ষণ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

অনলাইনে দরখাস্ত পাঠিয়ে ডিপ্লোমা পাশদের ইন্ডিয়ান নেভিতে প্রচুর চাকরি

কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো, আগরতলা।। ইন্ডিয়ান নেভিতে অগ্নিবীর, এপ্রেন্টিস পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৫০০টি (সম্ভাব্য), শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ইঞ্জিনিয়ারিং বিষয়ে ডিপ্লোমা পাশ, বয়স ঃ ১৭-২২ বছর, অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৯ জুন, বাছাইকৃতদের র‍্যালী, কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা, সাক্ষাৎকারের দিনক্ষণ ও কেন্দ্র বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে। এককথায়, ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপ্লোমা পাশদের থেকে প্রচুর সংখ্যক তরুনকে অগ্নিবীর (এপ্রেন্টিস) পদে নিয়োগের জন্য বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। শূন্যপদের সংখ্যা নিশ্চিত কত? পরবর্তী সময়ে তা বিস্তারিত জানানো হবে।

ইন্ডিয়ান নেভিতে চাকরি করতে ইচ্ছুক তরুণরা ০১-০৫-২০২৬-এর হিসেবে ১৭ - ২২ বছরের মধ্যে বয়স হলে আবেদন করতে পারেন। ০১/২০২৭ ব্যাচের জন্য জন্মতারিখ হতে হবে ০১-১২-২০০৪ থেকে ৩১-০৫-২০০৯ এর মধ্যে। ০২/২০২৭ ব্যাচের জন্য জন্মতারিখ হতে হবে ০১-০৫-২০০৫ থেকে ৩১-১০-২০০৯ এর মধ্যে। শিক্ষাগত যোগ্যতা, বয়স ইত্যাদির বিস্তারিত দেখতে পাবেন অনলাইনে আবেদনের সময়, ওয়েব সাইটে প্রদত্ত বিজ্ঞপ্তিতে। এঁদের ক্ষেত্রে নিয়োগ হবে ভারতীয় নৌ-বাহিনীর অগ্নিবীর এপ্রেন্টিস-০১/২০২৭ এবং ০২/২০২৭ ব্যাচে। ট্রেনিং শুরু হবে চলতি ২০২৭ সালের মে মাস থেকে।

প্রার্থীবাছাই হবে কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা, শারীরিক সক্ষমতার পরীক্ষা ও মেডিক্যাল টেস্টের ভিত্তিতে। ১ ঘন্টার কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষায় সফল হলে শারীরিক সক্ষমতার পরীক্ষায় থাকবে পুরুষদের জন্য ৬ মিনিট ৩০ সেকেন্ডে ১.৬ কিলোমিটার দৌড়, ২০টি ওঠ-বস এবং ১৫টি পুস আপ এবং ১৫টি বেন্ট নী সিট-আপ। সবশেষে হবে ডাক্তারি পরীক্ষা। ত্রিপুরার প্রার্থীদের জন্য পরীক্ষা কেন্দ্র শিলং অথবা কলকাতায় হতে পারে। তবে দরখাস্তের সময়ে আরও বিস্তারিত জেনে নেবেন। পরীক্ষা নেওয়া হবে আগস্টে। তবে নির্দিষ্ট দিনক্ষণ এখনও জানানো হয়নি। পরীক্ষার স্থানকাল ও তারিখ ইত্যাদি সংক্রান্ত তথ্য জানানো হবে কললেটারের মাধ্যমে। কল লেটার ডাউনলোড করে নিতে হবে পরীক্ষার ১৫ দিন আগে, নিজের দরখাস্তের রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও পাসওয়ার্ড/ জন্মতারিখ ব্যবহারের পদ্ধতিতে ওয়েবসাইটে নিজের অ্যাকাউন্টে ঢুকে। আলাদা কোনএ চিঠি পাঠানো হবে না। পূর্ব ভারত সহ অন্যান্য পরীক্ষাকেন্দ্রের নাম ও কোড নম্বর জানতে পারেন এঁদের ওয়েবসাইটে।

দরখাস্ত করবেন কেবলমাত্র অনলাইনে এঁদের ওয়েবসাইটে লগ অন করে ২৯ জুনের মধ্যে। অর্থাৎ অনলাইনে দরখাস্ত করার শেষ তারিখ ২৯ জুন। অনলাইনে রেজিস্ট্রেশন করার আগে নিজের একটি বৈধ ও দীর্ঘস্থায়ী ই-মেল আইডি তেরি রাখবেন নিজের সই এবং পাসপোর্ট মাপের এখনকার রঙিন ফটোও স্ক্যান করে রাখতে হবে ওয়েবসাইটে বলা মাপজোক ও অন্যান্য শর্ত বুঝে (যেমন, ছবি কীরকম কী ব্যাকগ্রাউন্ডে তুলবেন, ছবির ডাইমেনশন যেন হয় ২০০ বাই ২৩০ পিক্সেল আর মাপ ২০-৫০ কেবির মধ্যে, স্বাক্ষরের ক্ষেত্রে ১৮০ বাই ১৬০ পিক্সেল, মাপ ১০-২০ কেবির মধ্যে, ইত্যাদি মাপে সেভ করতে হবে জেপিজি বা জেপিইজি ফর্ম্যাটে)। অনলাইনে থেকে দরখাস্ত একবারে সম্পূর্ণ করতে না পারলে সেভ করে রাখবেন, তাহলে আপনার ইমেল ঠিকানা/ মোবাইলে এসএমএস করে আপনার রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও পাসওয়ার্ড পাঠিয়ে দেওয়া হবে। এই নম্বর ও পাসওয়ার্ড যত্ন করে রেখে দেবেন, পরবর্তী সময়ে কাজে লাগবে। পরে আবার সাইটে গিয়ে সেই রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও পাসওয়ার্ড দিয়ে আপনার দরখাস্ত খুলে বাকি কাজ শেষ করতে পারবেন। এই সংশোধনের সুযোগ পাবেন ৩ বার পর্যন্ত। আপনার পক্ষ থেকে কাজ চূড়ান্ত হয়ে গেলে নির্ধারিত ফি পেমেন্ট করবেন বিজ্ঞপ্তিতে বলা নির্দিষ্ট পদ্ধতি অনুযায়ী। এছাড়া, অনলাইনে ফর্ম ফিলাপ, প্রিন্ট আউট বের করা, ফটো-সিগনেচার স্ক্যানিং, কল লেটার ডাউনলোড করানোর যাবতীয় খরচ প্রার্থীকেই বহন করতে হয়। প্রয়োজনে ই-মেইল আইডি চালু করা, অনলাইনে দরখাস্ত পাঠানো, ইন্টারনেট ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে পরীক্ষার ফি জমা দেওয়া, দরখাস্তের প্রিন্ট আউট এবং টাকা জমা দেওয়ার 'ই-রিসিপ্ট' ইত্যাদি বের করে রাখার পাশাপাশি লিখিত পরীক্ষার বিস্তারিত সিলেবাস ও বিগত সময়ে এ ধরনের বিভিন্ন পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর সম্পর্কে আরও বিস্তারিত জানতে কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো অফিসের হোয়াটস্অ্যাপ ৯৪৩৬১২০৩০৫ নম্বরে 'হাই বা হ্যালো' লিখে মেম্বারশীপ গ্রহণ করে নিতে পারেন। প্রয়োজনে আগরতলার জগন্নাথ বাড়ি রোডস্থিত 'কর্মবার্তা' অফিসে সরাসরি যোগাযোগ করে আজই আপনার নাম রেজিস্ট্রেশন করিয়ে নিন, মুহূর্তের মধ্যে রাজ্য এবং দেশের সমস্ত চাকরির আপডেট খবর, চাকরি পরীক্ষার ফলাফলের খবর, এডমিট কার্ডের খবর এবং চাকরির সমস্ত ঘোষিত বিজ্ঞাপন বা জব্ এলার্ট পেয়ে যাবেন আপনার হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বরে। তবে চালানের মাধ্যমে ফি জমার পন্থায় না গিয়ে নেট-ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে ফি জমা দেওয়া খুবই সহজ এবং সময় সাশ্রয়কারী। এককথায়, ইন্টারনেট ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে টাকা পাঠানোই অধিক শ্রেয়। নেফট ব্যাঙ্কিং/ মাস্টার/ ভিসা ডেবিট/ ক্রেডিট কার্ড পদ্ধতিতেও টাকা জমা দিতে পারেন। এজন্য প্রয়োজনীয় তথ্য পরামর্শ সাইটেই পাবেন। দরখাস্ত রেজিস্ট্রেশন সম্পূর্ণ হলে কম্পিউটার জেনারেটেড দরখাস্তের প্রিন্ট-আউট নিয়ে নেবেন, কোথাও পাঠাতে হবে না। ফি পেমেন্ট চালানের কপিও যত্ন করে রাখবেন। কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা বা ইন্টারভিউর দিন কললেটার ছাড়াও লাগবে মূল পেমেন্ট চালান, ছবিওলা পরিচিতি-প্রমান (ভোটার আই কার্ড,প্যান কার্ড, কলেজের আই কার্ড বা এরকমই ছবিওলা অন্য কিছু) ইত্যাদি। ইন্টারভিউতে ডাক পেলে সমস্ত মূল প্রমানপত্র (যাঁর ক্ষেত্রে যা-যা দরকার) সঙ্গে নিয়ে যাবেন।

শূন্যপদগুলো হলো, ক্রমিক নং (এ) অগ্নিবীর (এপ্রেন্টিস) ঃ মোট শূন্যপদ যথাসময়ে জানানো হবে। শিক্ষাগত যোগ্যতা, অন্ততপক্ষে ৫০ শতাংশ নম্বর নিয়ে মাধ্যমিক পাশের পর ইঞ্জিনিয়ারিং নির্দিষ্ট বিষয় নিয়ে ডিপ্লোমা পাশ হতে হবে। ০১/২০২৭ ব্যাচের জন্য জন্মতারিখ হতে হবে ০১-১২-২০০৪ থেকে ৩১-০৫-২০০৯ এর মধ্যে। ০২/২০২৭ ব্যাচের জন্য জন্মতারিখ হতে হবে ০১-০৫-২০০৫ থেকে ৩১-১০-২০০৯ এর মধ্যে। মোট কথা ০১-১২-২০০৪ থেকে ৩১-১০-২০০৯ এর মধ্যে জন্মতারিখ হলেই আবেদন করা যাবে। প্রতি ক্ষেত্রেই শারীরিক মাপঝোকের হিসেবে দেহের উচ্চতা হতে হবে অন্তত ১৫৭ সেমি। এছাড়া, বয়স ও উচ্চতার পাশাপশি মানানসই ওজন যেমন চাই, তেমনি ত্রুটিহীন দৃষ্টিশক্তিও থাকা চাই। প্রথমে ১৫ সপ্তাহের বেসিক ট্রেনিং হবে নির্দিষ্ট কেন্দ্রে। ট্রেনিংয়ের সময় কেন্দ্রীয় হারে স্টাইপেন্ড দেওয়া হলেও সফল ট্রেনিং শেষে নিয়োগের পর মূল মাইনে ডিফেন্স পে মেট্রিক্সের নির্দিষ্ট লেভেল অনুযায়ী সেবা নিধি কত হবে তা বিস্তারিত জানার জন্য এঁদের ওয়েবসাইট দেখে নিতে হবে।

কারাদণ্ডের নির্দেশ

● প্রথম পাতার পর

নিয়মিত যানবাহন তল্লাশি চালাচ্ছিল পুলিশ। সেই সময় ত্রিপুরা থেকে আসামগামী পশ্চিমবঙ্গের ডাব্লিউবি৫৯বি৩২৫৬ নম্বরের একটি ১২ চাকার পণ্যবাহী লরি আটক করা হয়। লরিটিতে চালক ফুলশাদ এসকে এবং সহকারী হিসেবে সিজারুল এসকে নামে দুই ব্যক্তি ছিলেন। উভয়ের বাড়ি পশ্চিমবঙ্গের মুর্শিদাবাদ জেলায়।পুলিশ সূত্রে জানা যায়, প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদের সময় দু"জনের বক্তব্যে অসঙ্গতি ধরা পড়ে। এরপর আরও কড়া জিজ্ঞাসাবাদে চালক ফুলশাদ এসকে গাড়িতে নিষিদ্ধ মাদকদ্রব্য বহন করা হচ্ছে বলে স্বীকার করেন। তার স্বীকারোক্তির ভিত্তিতে পুলিশ লরিটিতে তল্লাশি চালিয়ে চালকের আসনের নিচে লুকিয়ে রাখা ৩৫টি বান্ডিল এবং গাড়ির ছাদের বিশেষভাবে তৈরি গোপন চেম্বার থেকে আরও ৪৯টি বান্ডিল উদ্ধার করে। সব মিলিয়ে মোট ৮৪টি বান্ডিল থেকে ৫৬০ কেজি ৬০০ গ্রাম গাঁজা উদ্ধার করা হয়।ঘটনার পর চুরাইবাড়ি থানায় এনডিপিএস আইনের বিভিন্ন ধারায় মামলা রুজু করে তদন্ত শুরু করা হয়। তদন্ত শেষে চার্জশিট দাখিল করা হলে মামলাটি উত্তর জেলার স্পেশাল এনডিপিএস আদালতে বিচারাধীন ছিল।শুক্রবার মামলার চূড়ান্ত শুনানি শেষে উত্তর জেলা ও দায়রা আদালতের বিশেষ এনডিপিএস আদালতের বিচারক অভিযুক্ত সিজারুল এসকে-কে দোষী সাব্যস্ত করেন। আদালত তাকে ১০ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড এবং এক লক্ষ টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত করেন। অর্থদণ্ড অনাদায়ে আরও দুই মাসের কারাদণ্ড ভোগ করতে হবে বলেও নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।অন্যদিকে, মামলার অপর অভিযুক্ত তথা লরির চালক ফুলশাদ এসকে গ্রেপ্তারের পর জামিনে মুক্তি পেয়ে আদালতে আর হাজিরা দেননি। দীর্ঘদিন ধরে তিনি পলাতক রয়েছেন। ফলে তার বিরুদ্ধে আদালতের পক্ষ থেকে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করা হয়েছে বলে জানা গেছে। পলাতক অভিযুক্তকে গ্রেপ্তারের জন্য আইনানুগ প্রক্রিয়া অব্যাহত রয়েছে।আইনজীবী মহলের মতে, বিপুল পরিমাণ মাদক পাচারের ঘটনায় আদালতের এই রায় মাদক চোরাচালানকারীদের বিরুদ্ধে কঠোর বার্তা বহন করবে এবং ভবিষ্যতে এ ধরনের অপরাধ দমনে আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলিকে আরও উৎসাহিত করবে।

ছাত্রীকে ধর্ষণ

● প্রথম পাতার পর

এলাকার বাসিন্দা। সে স্থানীয় ভগিনী নিবেদিতা উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক হিসেবে কর্মরত ছিল।

মামলার বিবরণ অনুযায়ী, ২০১৯ সালে উদয়পুরের এক নাবালিকা ছাত্রী ওই শিক্ষকের কাছে বাংলা ও এডুকেশন বিষয়ের টিউশন নেওয়া শুরু করে। একদিন টিউশনে যাওয়ার পথে অধীর তাকে ফুসলিয়ে ব্রহ্মাবাড়িতে নিজের বাড়িতে নিয়ে যায়। সেখানে জলখাবারের সাথে নেশাজাতীয় দ্রব্য মিশিয়ে অচৈতন্য করে নাবালিকাকে জোরপূর্বক ধর্ষণ করে সে।

শুধু তাই নয়, সেই আপত্তিকর দৃশ্যের ভিডিও মোবাইলে রেকর্ড করে রেখে শুরু হয় চরম ব্ল্যাকমেইলিং। সেই ভিডিও ছড়িয়ে দেওয়ার ভয় দেখিয়ে দিনের পর দিন নির্জন জায়গায় ও জঙ্গলে নিয়ে গিয়ে নাবালিকার ওপর লাগাতার শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন চালানো হতো। এমনকি নাবালিকাকে জোরপূর্বক সিঁদুর পরানো এবং এই ঘটনা কাউকে জানালে তার বাবা ও ভাইকে খুন করার হুমকিও দেয় ওই লম্পট শিক্ষক।

পরিবারের সুরক্ষার কথা ভেবে দীর্ঘদিন চরম মানসিক যন্ত্রণার মধ্যে নীরব থাকার পর, ২০২১ সালে নির্যাতিতা ও তার পরিবার অবশেষে সাহস জুগিয়ে রাধাকিশোরপুর মহিলা থানায় একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করে। মামলার তদন্তকারী অফিসার, সাব ইন্সপেক্টর রিপিতা ভট্টাচার্য্য অত্যন্ত দক্ষতার সাথে তদন্ত প্রক্রিয়া শেষ করে অভিযুক্ত শিক্ষককে গ্রেফতার করেন এবং আদালতে চার্জশিট দাখিল করেন। মামলা চলাকালীন আদালত মোট ৭ জনের সাক্ষ্য গ্রহণ করে। উভয় পক্ষের দীর্ঘ সওয়াল-জবাব শেষে সমস্ত তথ্যপ্রমাণ খতিয়ে দেখে আদালত এই কঠোর রায় প্রদান করে।সরকারি পক্ষের স্পেশাল পকসো আইনজীবী পল্টু দাস এই রায়ের পর সংবাদমাধ্যমকে জানান, 'একজন শিক্ষকের এমন নৃশংস ও সমাজবিরোধী অপরাধের বিরুদ্ধে আমরা কঠোরতম শাস্তির দাবি জানিয়েছিলাম। আদালতের এই রায়ে নির্যাতিতা পরিবার অবশেষে পূর্ণ ন্যায়বিচার পেল।'আদালতের এই যুগান্তকারী ও কঠোর রায়ে উদয়পুরের সচেতন মহলে স্বস্তির হাওয়া নেমে এসেছে। সাধারণ মানুষের মতে, এই দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি সমাজে অপরাধীদের কাছে একটি অত্যন্ত কড়া বার্তা পৌঁছাবে এবং শিক্ষকতার মতো পবিত্র পেশার মর্যাদা রক্ষা করবে।

সেমিনারে

● প্রথম পাতার পর

রাজ্যের মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদন(জেসিডিপি) ছিল ৫৫,৯৮৪ কোটি টাকা, যা ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষে বৃদ্ধি পেয়ে ১,০০,৭৯৫ কোটি টাকাতে পৌঁছেছে। একইভাবে, বার্ষিক মূলধনী ব্যয় ২০২১-২২ সালে ২,০৭৯ কোটি টাকা থেকে বেড়ে ২০২৫-২৬ সালে রেকর্ড ১০,৪৭৮ কোটি টাকাতে উন্নীত হয়েছে, যা রাজ্যের উন্নয়নমূলক তহবিল কার্যকরভাবে ব্যবহার করার সক্ষমতার প্রতিফলন।ডাঃ সাহা জানান, গত এক বছরে প্রায় ৩০,০০০ কোটি টাকার বিনিয়োগ সংক্রান্ত সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়েছে এবং ৮,০০০ কোটি টাকারও বেশি মূল্যের প্রকল্প ইতোমধ্যেই বাস্তবায়নের পর্যায়ে প্রবেশ করেছে। এই বেসরকারি বিনিয়োগকে আরও উৎসাহিত করতে শিল্পাঞ্চল, সড়ক, বিদ্যুৎ, পর্যটন ও জলসম্পদসহ জনপরিকাঠামো খাতে বৃহৎ বিনিয়োগের প্রয়োজন রয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী উল্লেখ করেন, ইএপি প্রকল্পগুলিতে কেন্দ্র ও রাজ্যের অংশীদারিত্ব কাগজে-কলমে ৮০:২০, বাস্তবে ভূমি অধিগ্রহণ, বনভূমির অনুমোদন এবং বিভিন্ন পরিষেবা স্থানান্তরের অতিরিক্ত ব্যয় বহন করতে হওয়ায় রাজ্যের আর্থিক বোঝা অনেক বেশি হয়ে দাঁড়ায়। এই প্রেক্ষাপটে, ২০২৩-২৪ অর্থবর্ষ থেকে আরোপিত ইএপি ঋণসীমা প্রত্যাহারের অনুরোধ জানানো হয় এবং বলা হয় যে, প্রতিটি রাজ্যের প্রশাসনিক দক্ষতা ও প্রকল্প বাস্তবায়নের সক্ষমতার ভিত্তিতেই ঋণ গ্রহণের সুযোগ নির্ধারণ করা উচিত। এটি কেন্দ্র সরকারের 'অ্যাক্ট ইস্ট পলিসি'-র মূল উদ্দেশ্যের সঙ্গেও সামঞ্জস্যপূর্ণ হবে।মুখ্যমন্ত্রী আরো বলেন, ত্রিপুরা বাংলাদেশের সঙ্গে তিন দিক থেকে আন্তর্জাতিক সীমান্ত ভাগ করে নেওয়ায় সীমান্তবর্তী নানা চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয়। প্রতিবেশী দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতির প্রভাব রাজ্যের অর্থনীতি ও আইন-শৃঙ্খলার ওপর পড়ে, যার ফলে অতিরিক্ত নিরাপত্তা ও প্রশাসনিক ব্যয় বহন করতে হয়। পাশাপাশি, রাজ্যের নিজস্ব রাজস্ব আয়ের পরিমাণ সীমিত হওয়ায় মোট বাজেটের প্রায় ১৫ শতাংশই নিজস্ব উৎস থেকে সংগ্রহ করা সম্ভব হয়।রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে মুখ্যমন্ত্রী প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামনের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, তাঁদের সহযোগিতায় একাধিক এক্সটার্নালি এইডেড প্রজেক্টস অনুমোদিত হয়েছে এবং যার ফলে ত্রিপুরা আজ দ্রুত উন্নয়নের পথে এগিয়ে চলেছে। এছাড়াও, ১৬তম অর্থ কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী রেভিনিউ গ্যাপ গ্র্যান্ট বন্ধ হওয়ায় সৃষ্ট আর্থিক চ্যালেঞ্জের বিষয়টি তুলে ধরেন। যদিও 'প্রাইড অফ হিলস' উদ্যোগের মাধ্যমে কেন্দ্রের সহায়তার জন্য কৃতজ্ঞতা জানানোর পাশাপাশি রাজ্যের ক্রমবর্ধমান ব্যয়ভার মেটাতে এই প্রকল্পের বরাদ্দ আরও বাড়ানোর অনুরোধ করেন মুখ্যমন্ত্রী।সবশেষে মুখ্যমন্ত্রী আরো বলেন, কেন্দ্রের সক্রিয় সহযোগিতায় শিল্প, যোগাযোগ ব্যবস্থা, দক্ষতা উন্নয়ন, নবায়নযোগ্য শক্তি ও পর্যটনসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে অবকাঠামো উন্নয়নের মাধ্যমে কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং জনগণের সার্বিক উন্নয়নে ত্রিপুরা নিরলসভাবে কাজ করে যাবে।

স্ত্রীর যাবজ্জীবন

● প্রথম পাতার পর

ভোগের নির্দেশ দিয়েছে। মামলার বিবরণ অনুযায়ী, ২০২৩ সালের ২৮ মে সকালে চুলুবাড়ি এলাকার বাসিন্দা মহেশ মারার কমলপুর থানায় একটি অভিযোগ দায়ের করেন। অভিযোগে তিনি জানান, তাঁর ছেলে মোহন মারার (২৭)-কে বাড়ির শোবার ঘরে বিছানার ওপর মৃত অবস্থায় পাওয়া যায়। মৃতদেহের গলায় কালচে দাগ দেখতে পেয়ে তিনি সন্দেহ প্রকাশ করেন যে, তাঁর পুত্রবধূ ঝুমা মারার শ্বাসরোধ করে মোহন মারারকে হত্যা করেছেন।অভিযোগের ভিত্তিতে কমলপুর থানায় মামলা রুজু করে তদন্ত শুরু হয়। মামলার তদন্তভার পান কমলপুর থানার সাব-ইন্সপেক্টর দেবব্রত দত্ত। তদন্ত শেষে তিনি ২০২৩ সালের ৩০ নভেম্বর অভিযুক্তের বিরুদ্ধে আদালতে চার্জশিট দাখিল করেন।পরবর্তীতে আদালতে মামলার বিচারপর্ব চলাকালীন সাক্ষ্য-প্রমাণ, নথিপত্র এবং তদন্তে উঠে আসা বিভিন্ন তথ্য পর্যালোচনা করে আদালত অভিযুক্তকে দোষী সাব্যস্ত করে। শুক্রবার ঘোষিত রায়ে আদালত ঝুমা মারারকে যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করে। এই রায়কে একটি গুরুত্বপূর্ণ ফৌজদারি মামলার নিষ্পত্তি হিসেবে দেখছে আইন মহল। পুলিশ প্রশাসনের মতে, নিরপেক্ষ তদন্ত এবং আদালতে উপস্থাপিত সাক্ষ্য-প্রমাণের ভিত্তিতেই এই মামলায় দোষী সাব্যস্ত করা সম্ভব হয়েছে।

ব্যাঙ্ক জালিয়াতি

● প্রথম পাতার পর

খেলাপি হয়ে যায়। আবেদনে আর্নস্ট অ্যান্ড ইয়ং (ইওয়াই)-এর ফরেন্সিক অডিট রিপোর্টের উল্লেখ করে দাবি করা হয়েছে, ভুয়ো নথি, জাল বিল, অপ্রকাশিত ব্যাংক অ্যাকাউন্ট, শেল কোম্পানি ও অস্তিত্বহীন সরবরাহকারী সংস্থার মাধ্যমে ৯০২ কোটিরও বেশি টাকা সরিয়ে নেওয়া হয়েছিল।

আবেদনকারীর অভিযোগ, অডিট রিপোর্টে রিজার্ভ ব্যাংকের নির্দেশিকা অনুযায়ী অ্যাকাউন্টটিকে জালিয়াতি হিসেবে চিহ্নিত করার মতো সমস্ত উপাদান থাকলেও তা করা হয়নি এবং অর্থ উদ্ধারে কোনও কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি।

আরও অভিযোগ করা হয়েছে, ২০২০ সালে এসবিআই উল্লেখযোগ্য ছাড়ে ঋণটি প্রুডেন্ট এআরসির কাছে হস্তান্তর করে এবং পরে ২০২৫ সালে সেটি ফিনিক্স এআরসির হাতে যায়। একই বছরের ৩১ অক্টোবর ফিনিক্স এআরসি ১,৫৩৭ কোটিরও বেশি বকেয়ার বিপরীতে মাত্র ৭৩.৫০ কোটি টাকায় সমঝোতা করে।

আবেদনে বলা হয়েছে, পুরো প্রক্রিয়ায় কোনও সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হয়নি, ব্যাংক অ্যাকাউন্ট ফ্রিজ করা হয়নি এবং সংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলির মধ্যে সমন্বিত তদন্তও হয়নি।

এই ঘটনায় দিল্লি অর্থনৈতিক অপরাধ শাখার ৫৩/২০২১ নম্বর এবং উত্তরপ্রদেশের গৌতমবুদ্ধ নগরের ফেজ-১ থানার ৪৩/২০২৬ নম্বর এফআইআরের উল্লেখ করা হয়েছে। দিল্লির মামলায় দাখিল করা ক্লোজার রিপোর্ট ২০২৬ সালের জানুয়ারিতে আদালত খারিজ করে দিয়ে আরও তদন্তের নির্দেশ দেয় বলেও আবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে।

এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি), রিজার্ভ ব্যাংক, আয়কর বিভাগ এবং কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রকের কাছে একাধিক অভিযোগ জানানো হলেও এখনও পর্যন্ত কোনও কার্যকর ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি বলে দাবি করা হয়েছে।

জনস্বার্থ মামলায় অর্থ পাচার প্রতিরোধ আইন (পিএমএলএ)-এর অধীনে ইডি-র পূর্ণাঙ্গ তদন্ত, সিরিয়াস ফ্রড ইনভেস্টিগেশন অফিস (এসএফআইও)-এর অনুসন্ধান এবং রিজার্ভ ব্যাংকের মাধ্যমে ব্যাংক ও এআরসিগুলির ভূমিকা খতিয়ে দেখার নির্দেশ চাওয়া হয়েছে। পাশাপাশি খেলাপি সংস্থার প্রোমোটারদের পিছনের দরজা দিয়ে সম্পদের নিয়ন্ত্রণ ফিরে পাওয়া রোধ এবং সরকারি অর্থ অপব্যবহারের জন্য জবাবদিহি নিশ্চিত করার আবেদনও জানানো হয়েছে।

এম এ বেবি

● প্রথম পাতার পর

করেন, আত্মনির্ভর ভারতের কথা বলা হলেও বাস্তবে বড় বড় কর্পোরেট গোষ্ঠীর স্বার্থরক্ষার নীতি গ্রহণ করা হয়েছে।

এদিকে সাংবাদিক সম্মেলনে বক্তব্য রাখতে গিয়ে বিরোধী দলনেতা জিতেন্দ্র চৌধুরী জানান, আগামী জুলাই মাসে রাজ্যজুড়ে গণডেপুটেশন কর্মসূচি এবং ১০ আগস্ট কেন্দ্রীয় সরকারের শ্রম কোডের বিরুদ্ধে আইন অমান্য আন্দোলনের ডাক দিয়েছে সিপিআই(এম)। রাজ্য কমিটির বৈঠকে এই সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে।

তিনি জানান, বৈঠকে সাম্প্রতিক ত্রিপুরা ট্রাইবাল এরিয়াস অটোনোমাস ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল (টিটিএএডিসি)-এর নির্বাচন, ভিলেজ কমিটি নির্বাচন এবং ধর্মনগর উপনির্বাচনের ফলাফল পর্যালোচনার পাশাপাশি সাংগঠনিক বিষয় নিয়েও বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে।

জিতেন্দ্র চৌধুরীর অভিযোগ, বিভাজনের রাজনীতি এবং ভয়ের পরিবেশ সৃষ্টি করে শাসক জোট জনজাতি অধ্যুষিত এলাকায় নিজেদের অবস্থান শক্তিশালী করেছে। তিনি দাবি করেন, রাজ্যে দুর্নীতি, অপশাসন এবং অর্থনৈতিক সংকটের বিরুদ্ধে জনগণকে সংগঠিত করতে সিপিআই(এম) আগামী দিনে আরও সক্রিয় ভূমিকা নেবে।

তিনি বলেন, গ্রামীণ ত্রিপুরায় কর্মসংস্থানের অভাবে বহু পরিবার চরম আর্থিক সংকটের মুখোমুখি হচ্ছে। সরকারের সমালোচনা করলে অনেক ক্ষেত্রে কাজ থেকে বঞ্চিত হতে হচ্ছে বলেও অভিযোগ করেন তিনি।

দলের কর্মসূচি প্রসঙ্গে তিনি জানান, আগামী জুলাই মাসের প্রথম সপ্তাহে রাজ্যের বিভিন্ন জেলাশাসক (ডিএম) কার্যালয়, ব্লক উন্নয়ন আধিকারিক (বিডিও) অফিস এবং এডিসি জোনাল অফিসগুলিতে দুর্নীতি ও বেকারত্বের বিরুদ্ধে গণডেপুটেশন সংগঠিত করা হবে। পাশাপাশি কেন্দ্রীয় সরকারের শ্রম কোডের বিরোধিতায় আগামী ১০ আগস্ট রাজ্যজুড়ে আইন অমান্য আন্দোলন কর্মসূচি পালন করা হবে।

ভিলেজ কমিটি নির্বাচন সংক্রান্ত সুপ্রিম কোর্টের রায়কে স্বাগত জানিয়ে জিতেন্দ্র চৌধুরী গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষার আন্দোলনে জনগণকে শামিল হওয়ার আহ্বান জানান। একই সঙ্গে ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধন (এসআইআর) প্রক্রিয়া নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে তিনি বলেন, এই প্রক্রিয়ার ফলে যেন কোনও যোগ্য ভোটার ভোটাধিকার থেকে বঞ্চিত না হন, তা নিশ্চিত করতে হবে।

F.3(5-22)/Proc/IEC/TSACS/2026-27/3570.

Tripura State AIDS Control Society
Health & Family Welfare Department
Government of Tripura.
Akhaura Road, Opposite to IGM Hospital
Agartala-799001: Tripura.
e-mail: sacstripura2008@gmail.com & Phone: 0381-2321614]
June, 19th 2026

NOTICE INVITING TENDER

Sealed Tender in two (2) bid system is hereby invited by the Project Director, Tripura SACS from resourceful, reliable and experienced agencies/owners their authorized agencies or any professional agency regarding procurement of "Poster" which will be distributed at different service centers of TSACS and "Foam Board" which will be displayed in School, College, University throughout the State.

The detailed information, terms & conditions and description, and specifications may be collected from the office of the undersigned (Procurement Section) on any working day between 11:00 a.m. to 04:00 p.m. till 13th July, 2026 or the same can be downloaded from the website www.tsacs.tripura.gov.in

The last date of submission of sealed tender is up to 04:00 p.m. of 13th July, 2026 and will be opened on the next working day at 04:00 p.m. if possible.

(Dr. Binita Chakma)
Project Director
Tripura State AIDS Control Society

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO:- 04/EE/AGRI/N/2026-27
On behalf of the Governor of Tripura the Executive Engineer (Agri), Dharmanagar, North Tripura invites percentage rate e-tender on Two bid system from the eligible bidders for the following works :

Sl No.	Name of Work	e-DNIT No	Estimated Cost	Earnest Money (In Rs)
1	2	3	4	5
1	Development of Primary rural Market at Manikpur Market under Chamanu Agri Sub-Division, Chamanu, Longtharai Valley, Dhalai, Tripura S/H:- Providing Internal Electrification	05/EE/AGRI/NORTH/2026-27	8,89,801.00.00	17,796.00

Last date and time for documents downloading and bidding up to 15:00 Hrs on 25/06/2026 and time and date of opening of bid at 15:30 Hrs on 25/06/2026 (if possible). Any subsequent corrigendum will be available in the website only.
Notes: For more details, please kindly visit: tripuratenders.gov.in

For & on behalf of the Governor of Tripura
[Er. Sudhir Chandra Das]
Executive Engineer (North)
Department of Agriculture & F.W
Dharmanagar, North Tripura.

ICA/C-882/26

MEMORANDUM

WHEREAS, Sri Manish Deb, UDC, attached to the Judicial Section of this office, was last present on duty on 22-04-2024 and has remained continuously absent from duty with effect from 23-04-2024 till date without any sanctioned leave or authorization;

AND

WHEREAS, in this connection, two (02) wireless messages were issued through the Officer-in-Charge, West Tripura Police Station, vide No. F.1(347)-DM/KH/ESTT/2020/1939 dated 09-08-2024 and No. F. 1(347)-DM/KH/ESTT/2020/1963 dated 14-08-2024, directing him to resume his duties by 12-08-2024. However, he failed to comply with the said directions;

AND

WHEREAS, subsequently, a Show Cause Notice vide No. F.1(347)- DM/KH/ESTT/2020/783-85 dated 20-03-2026 was issued to Sri Manish Deb asking him to explain as to why he should not be deemed to have resigned from Government service in terms of Memorandum No. F.20(1)-GA(P&T)/ 18(Part) dated 12-12-2018 issued by the Deputy Secretary, GA (P&T) Department, Government of Tripura;

AND

WHEREAS, it is observed that no reply to the aforesaid Show Cause Notice has yet been received in this office, nor has he resumed his duties;

NOW, THEREFORE, Sri Manish Deb, UDC, is hereby reminded and afforded a final opportunity to submit his reply/ explanation to the Show Cause Notice referred to above within 07 (seven) days from the date of receipt/publication of this Memorandum, failing which it shall be presumed that he has nothing to state in his defence and the matter shall be decided ex parte in accordance with the relevant rules and Government instructions, without any further communication.

District Magistrate & Collector, Khowai District: Tripura.

To
Sri Manish Deb, UDC, O/o the DM & Collector, Khowai District. (S/o: - Sri Manik Ch. Deb, Vill:- Bhatiabhoy Nagar (Pachim Para), P.O.:- Agartala, P.S.:- West Agartala)

ICA/D-388/26

বিকশিত ভাইব্র্যান্ট ভিলেজ প্রোগ্রামে অংশ নিলেন ত্রিপুরা রাজ্যের যুবক আব্দুর রাজ্জাক

আগরতলা, ১৯ জুন।। ত্রিপুরা রাজ্যের উনকোটি জেলার কৈলাশহরের যুবক আব্দুর রাজ্জাক ১৮ থেকে ২৪ জুন পর্যন্ত হিমাচল প্রদেশে যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া মন্ত্রকের উদ্যোগে আয়োজিত ৭ দিনব্যাপী 'বিকশিত ভাইব্র্যান্ট ভিলেজ প্রোগ্রাম'-এ অংশগ্রহণ করেন। দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আগত যুব প্রতিনিধিদের সঙ্গে তিনি ভারত-চীন সীমান্তবর্তী গ্রামসমূহ পরিদর্শন করে স্থানীয় সংস্কৃতি, ঐতিহ্য ও গ্রামীণ উন্নয়ন কার্য্যক্রম সৈস্পর্কে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা অর্জন করেন।চকর্মসূচি চলাকালীন তিনি স্থানীয় গ্রামবাসীদের সঙ্গে মতবিনিময় করেন, আপেল বাগান, সমবায় কার্য্যক্রম ও জীবিকাভিত্তিক উদ্যোগসমূহ পরিদর্শন করেন এবং হিমালয় অঞ্চলে ট্রেকিং কার্য্যক্রমে অংশগ্রহণ করেন। এই অভিজ্ঞতা সীমান্ত এলাকার উন্নয়ন, সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য এবং জাতীয় সংহতি সম্পর্কে তাঁর জ্ঞান ও উপলব্ধিকে আরও সমৃদ্ধ করেছে।

মৃতদেহ উদ্ধার

● প্রথম পাতার পর

জেলার নবগ্রাম থানা এলাকার বাসিন্দা এবং বিএসএফের ৪২ নম্বর ব্যাটালিয়নে কর্মরত ছিলেন। ফটিকছড়া-তুলাবাগান এলাকায় আগরতলা-খোয়াই সড়কের ধারে তাঁর নিথর দেহ পড়ে থাকতে দেখে স্থানীয়রা পুলিশকে খবর দেন। খবর পেয়ে লেফুঙ্গা থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য মোহনপুর সামাজিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে পাঠায়।

মৃত্যুর সঠিক কারণ এখনও স্পষ্ট নয়। ময়নাতদন্তের রিপোর্ট হাতে পাওয়ার পরই বিষয়টি পরিষ্কার হবে বলে মনে করছে তদন্তকারী পুলিশ।

ঘটনার পর বিএসএফ এবং পুলিশ প্রশাসনের পক্ষ থেকে বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে খতিয়ে দেখা হচ্ছে। লেফুঙ্গা থানার পুলিশ একটি মামলা নিয়ে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

AGARATAL MUNICIPAL CORPORATION,
AGARTALA : TRIPURA

Notice Inviting e-Tender

PNIe-T-No: 08/EE/DIV-I/AMC/2026-27 **Dated: 18/06/2026**

The Executive Engineer, Division No-I, AMC on behalf of Hon'ble Mayor, AMC invites online percentage rate bids, on open bidding format for the following works:

Sl No.	DNIET No.	Estimate Cost	Earnest Money	Time of Completion
1	Construction of new pucca pucca drain at mathor passage back side of Pranavananda Vidyamandir, North Joynagar under Ward No-34. AMC. **D.N.I.E.T No. 24/EE/DIV-I/AMC/2026-27**	10,51,363/-	21,027/-	60 (Sixty) Days
2	Construction of ec road at B.K. Lane extention from Dulal Bhowmik house under Ward No-34, AMC **D.N.I.E.T No. 25/EE/DIV-I/AMC/2026-27**	13,29,131/-	26,583/-	60 (Sixty) Days
3	Construction of RCC drain from Battala Burning ghat to Naba Diganta Lane under Ward No-34, AMC. **D.N.I.E.T No. 26/EE/DIV-I/AMC/2026-27**	20,78,081/-	41,562/-	90 (Ninety) days
4	Construction of Common Service Centre near Ward No-19, AMC. **D.N.I.E.T No. 27/EE/DIV-I/AMC/2026-27**	10,67,684/-	21,354/-	90 (Ninety) days
5	Development of galli i/e other allied works near Shankar Chowmuhani at Ramnagar Road No-4 opp. to the H/O Dr. Pradip Datta under Ward No-16, AMC. **D.N.I.E.T No. 28/EE/DIV-I/AMC/2026-27**	7,15,386/-	14,308/-	60 (Sixty) Days
6	Development of galli with drain mtc. with RCC covered slab & other necessary allied works from house near Manik Dhar galli towards Jiban Bakery under Ward No-36, AMC. **D.N.I.E.T No. 29/EE/DIV-I/AMC/2026-27**	10,50,554/-	21,011/-	90 (Ninety) days
7	Development of galli with cc & other necessary allied works H/O near Krishna Paul under Ward No-36, AMC. **D.N.I.E.T No. 30/EE/DIV-I/AMC/2026-27**	6,54,183/-	13,084/-	60 (Sixty) Days

1. Last date and time for document downloading/bidding: 24-06-2026 at 14.00 Hrs/15.00 Hrs
2. Time and date of opening of bid: 24-06-2026 at 16.00 Hrs (if possible)
3. Bid forms and other details can be obtained from website **https://tripuratenders.gov.in**

Executive Engineer,
PW Division-I
Agartala Municipal Corporation.

AGARATAL MUNICIPAL CORPORATION,
AGARTALA , WEST TRIPURA

PRESS NOTICE INVITING E-TENDER

The Executive Engineer, Electrical Division, Agartala Municipal Corporation: Tripura on behalf of the 'Hon'ble Mayor, AMC, invites **e-tender in Single bid** system for the following work:-

Sl No.	Name of the Work	Estimated Cost	Earnest Money	Time for Completion	Last date and time for document downloading and bidding
01	DNIeT-EE(Elect)/ AMC/13/2026-27	4,98,105.00	9,962.00	10(Ten) Days	Date : 22/062026 Time : 15:00 Hrs
02	DNIeT-EE(Elect)/ AMC/14/2026-27	8,47,857.00	16,957.00	21(Twenty one) Days	Date : 22/062026 Time : 15:00 Hrs

For more details kindly visit: https://tripuratenders.gov.in
The bid forms and other details including online activities should be done in the e-procurement portal https://tripuratenders.gov.in

For and on behalf of the Hon'ble Mayor, AMC
Sd/-
Executive Engineer,
Electrical Division,
Agartala Municipal Corporation

P'NIET No.:- 54/EE/PNIe-T/MECH.DIVN/AGT/2026-27 Dated:-15/06/2026

The Executive Engineer, Mechanical Division, PWD, Agartala on behalf of the 'Governor of Tripura', invites online item rate e-tender in a single bid system from eligible firms i.e. Original Equipment Manufacturers (OEMs) or OEM-authorized sales & service dealer/channel partners or firms holding a valid licence/ authorisation issued by the competent Government authority for installation and maintenance of firefighting system or any reputed firms, having experience of successfully executed similar works in Government departments/Government Undertakings/Public Sector Undertakings, and having an authorized service centre at Agartala or furnishing an undertaking along with documentary proof to provide authorised service support at Agartala during the warranty and maintenance period, for following work:

DNIeT No :	36/EE/DNIe-T/MECH.DIVN/AGT/2026-27
Name of Work :	Incidental repairing/maintenance, day to day (24X365 days) operation and CAMC of firefighting system at Susurut building ABV-RCC, Agartala along with supply, Installation, commissioning of fire extinguishers.
Estimated Cost :	Rs.14,44,680.00
Time of Completion :	410 Days
Bid Fee :	Rs.1,000.00
Earnest Money :	Rs, 28,894.00
Last date and time of Submssion of Bid :	25/06/2026

The bid forms and other details including online activities should be done in the e- procurement portal https:/ /tripuratenders.gov.inThe press notice is also available on https://pwd.tripura.gov.in

ICA/C-875/26

Executive Engmeer
Mechanical Division, Tripura.

P'NIET No.:- 56/EE/PNIe-T/MECH. DIVN/AGT/2026-27 Dated:-16/06/2026

The Executive Engineer, Mechanical Division, PWD, Agartala on behalf of the 'Governor of Tripura', invites online item rate e-tender in a single bid system from eligible firms i.e. Original Equipment Manufacturers (OEMs) or OEM-authorized sales & service dealer/channel partners or OEM authorised service providers, duly authorised to supply, install and provide after-sales service for the tendered work or firms holding a valid licence/authorisation issued by the competent Government authority for installation and maintenance of Lifts or reputed firms, having experience of successfully executed similar works in Government departments/Government Undertakings/Public Sector Undertakings, and having an authorized service centre at Agartala or furnishing an undertaking along with documentary proof to provide authorised service support at Agartala during the warranty and maintenance period, for following work:

DNIeT No :	38/EE/DNIeT/MECH.DIVN/AGT/2026-27
Name of Work :	Comprehensive Annual Maintenance Contract (CAMC) for 01 (One) No. of Johnson Lift installed at Amarpur Court Building, Amarpur, Gomati Tripura for 03 Years (36 Months).
Estimated Cost :	Rs.2,54,867.00
Time of Completion :	03 (Three) years
Bid Fee :	Rs.1,000.00
Earnest Money :	Rs. 5,097.00
Last date and time of Submssion of Bid :	29/06/2026 15:00 Hrs

The bid forms and other details including online activities should be done in the e- procurement portal https:/ /tripuratenders.gov.inThe press notice is also available on https://pwd.tripura.gov.in

ICA/C-877/26

Executive Engmeer
Mechanical Division, Tripura.

পঠন পাঠন

● প্রথম পাতার পর

৬০টি আসন নিয়ে উদয়পুরে ত্রিপুরা গভর্নমেন্ট আয়ুর্বেদিক মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল প্রতিষ্ঠার জন্য রাজ্য সরকারের আবেদন গ্রহণ করেছে।

এই সাফল্যের জন্য প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, দেশজুড়ে স্বাস্থ্য পরিষেবা ও চিকিৎসা শিক্ষার প্রসারে তাঁর দূরদর্শী নেতৃত্ব এবং নিরবচ্ছিন্ন সহযোগিতার ফলেই এই গুরুত্বপূর্ণ সাফল্য সম্ভব হয়েছে।

মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, নতুন এই প্রতিষ্ঠান রাজ্যে আয়ুর্বেদ ও ভারতীয় ঐতিহ্যবাহী চিকিৎসা পদ্ধতির বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। এর মাধ্যমে আয়ুর্বেদিক চিকিৎসাশাস্ত্রে উচ্চশিক্ষার সুযোগ বৃদ্ধি পাবে এবং গবেষণার ক্ষেত্রও প্রসারিত হবে। একই সঙ্গে রাজ্যের স্বাস্থ্য পরিষেবার মানোন্নয়নেও এই প্রতিষ্ঠান বিশেষ ভূমিকা রাখবে।

প্রস্তাবিত মেডিকেল কলেজটি চালু হলে আয়ুর্বেদিক চিকিৎসা শিক্ষার জন্য ত্রিপুরার ছাত্রছাত্রীদের আর রাজ্যের বাইরে যেতে হবে না। পাশাপাশি ভারতীয় ঐতিহ্যবাহী চিকিৎসা ব্যবস্থায় দক্ষ মানবসম্পদ গড়ে তোলার মাধ্যমে সমন্বিত স্বাস্থ্য পরিষেবা ব্যবস্থাকে আরও শক্তিশালী করতে সহায়তা করবে বলে মনে করা হচ্ছে।

কৃষিমন্ত্রী

● প্রথম পাতার পর

উন্নয়ন ছাড়া ভারতের উন্নয়ন সম্ভব নয়। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী গ্রাম ও কৃষকদের উন্নয়নে বিশেষ গুরুত্ব দিচ্ছেন। ভারত এখন চাল ও গম উৎপাদনে শীর্ষে রয়েছে। প্রধানমন্ত্রী মোদী টানা ৪,৪০৮ দিন, অর্থাৎ ১২ বছর সফলভাবে দায়িত্ব পালন করেছেন। তিনি জনগণের কল্যাণে কাজ করছেন, এবং সেই কারণেই কেন্দ্র ও রাজ্যের মিলিতভাবে ২৮৩টি প্রকল্প বাস্তবায়িত হয়েছে। কৃষি ক্ষেত্রে রয়েছে প্রধানমন্ত্রী কিষান সম্মান নিধি, ফসল বীমা যোজনা, কুসুম প্রকল্প, সয়েল হেলথ কার্ড ইত্যাদি; পাশাপাশি আয়ুষ্মান ভারত, প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা এবং আরও অনেক প্রকল্প রয়েছে।"

মন্ত্রী আরও বলেন, আগের বামফ্রন্ট সরকারের সময় ৭২ হাজার ঘর প্রদান করা হয়েছিল, বর্তমানে ৪ লক্ষাধিক ঘর দেওয়া হয়েছে এবং আরও ২.৫ লক্ষ ঘর প্রদান করা হবে। এছাড়া ৬.৪৮ লক্ষ বিনামূল্যে পানীয় জলের সংযোগ দেওয়া হয়েছে, যেখানে আগের সরকারের সময় মাত্র ২৫ হাজার সংযোগ দেওয়া হয়েছিল।

তিনি বলেন আমরা বিনামূল্যে রেশন দিচ্ছি। আগে ভারত চাল ও গম আমদানি করত, এখন প্রধানমন্ত্রী মোদীর নেতৃত্বে ভারত অন্যান্য দেশে চাল রপ্তানি করছে। তিনি চান ভারতকে একটি খাদ্য শস্য ভান্ডার ও রপ্তানি কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তুলতে। এই কৃতিত্ব কৃষক ও প্রধানমন্ত্রী মোদীর। তাঁর লক্ষ্য হলো কৃষক, দরিদ্র, যুব ও নারীদের উন্নয়ন ঘটিয়ে 'এক ভারত, শ্রেষ্ঠ ভারত'-এর মাধ্যমে দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া। সেই লক্ষ্যেই আমরা কাজ করছি।"অর্থনৈতিক অগ্রগতির প্রসঙ্গে তিনি বলেন, আগে ভারত বিশ্বের ১১তম অর্থনীতিতে ছিল, বর্তমানে ৪র্থ স্থানে উঠে এসেছে। অনুষ্ঠানে বিধায়ক সুশান্ত দেব সহ অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিরা উপস্থিত ছিলেন।

কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সাথে রাজ্যপালের সৌজন্য সাক্ষাৎ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ জুন: নয়াদিল্লিতে আজ কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ-র সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন রাজ্যপাল ইন্দ্রসেনা রেড্ডি নাল্লু। এই সাক্ষাৎকালে রাজ্যের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে বলে খবর।

আইটি শেয়ারে বড় ধাক্কা, নিম্নমুখী সূচকে শুরু সেনসেক্স-নিফটির লেনদেন

মুম্বই, ১৯ জুন (আইএএনএস) : সাম্প্রতিক ঊর্ধ্বগতির পর শুক্রবার দেশের শেয়ারবাজারে পতনের মধ্য দিয়ে লেনদেন শুরু হয়েছে। বিশ্বখ্যাত সফটওয়্যার পরিষেবা সংস্থা অ্যাকসেঞ্চারের পূর্বাভাস কমানোর জেরে আইটি খাতের ভবিষ্যৎ বৃদ্ধির সম্ভাবনা নিয়ে উদ্বেগ তৈরি হওয়ায় সবচেয়ে বেশি চাপের মুখে পড়েছে তথ্যপ্রযুক্তি সংস্থাগুলির শেয়ার।

দিনের শুরুতে সেনসেক্স ৭৬,৮৫২.৮৬ পয়েন্টে খোলে, যা আগের দিনের তুলনায় ০.৭১ শতাংশ বা ৫০০ পয়েন্টেরও বেশি নিচে। অন্যদিকে, নিফটি ২৩,৯৯১.২০ পয়েন্টে লেনদেন শুরু করে, যা ০.৭৩ শতাংশ বা ১৫০ পয়েন্টেরও বেশি পতন নির্দেশ করে।

খাতভিত্তিক সূচকের মধ্যে নিফটি আইটি সূচকে প্রায় ৬ শতাংশ পতন দেখা যায়। একই সঙ্গে নিফটি মিডস্মল আইটি ও টেলিকম সূচকও ২ শতাংশের বেশি নেমে যায়। এছাড়া রিয়েলটি, কনজিউমার ডিউরেবলস, আর্থিক পরিষেবা, ধাতু, অটো এবং এফএমসিজি খাতের সূচকও লাল চিহ্নে লেনদেন করছিল।

তবে প্রতিরক্ষামূলক বা ডিফেন্সিভ খাতে কিছুটা কেনাকাটার প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। নিফটি ফার্মা সূচক ০.৪৭ শতাংশ বৃদ্ধি পায়। পাশাপাশি হেলথকেয়ার এবং মিডস্মল হেলথকেয়ার সূচক যথাক্রমে ০.৪০ শতাংশ এবং ০.৩৮ শতাংশ করে ঊর্ধ্বমুখী হয়।

বাজার বিশেষজ্ঞদের মতে, অ্যাকসেঞ্চারের গাইডলাইন কমানোর ফলে ভারতীয় আইটি সংস্থাগুলির আমেরিকান ডিপোজিটরি রিসিপ্ট-এ ব্যাপক বিক্রি শুরু হয়েছে, যার প্রভাব দেশীয় আইটি শেয়ারেও পড়েছে। তবে আকর্ষণীয় মূল্যস্তরে পৌঁছে যাওয়ায় নিম্নস্তরে কিছু কেনাকাটাও দেখা যেতে পারে।

বিশেষজ্ঞদের মতে, সামষ্টিক অর্থনৈতিক পরিস্থিতির উন্নতি এবং অপরিশোধিত তেলের দামের উল্লেখযোগ্য পতনের কারণে স্বল্পমেয়াদে বাজারের সামগ্রিক প্রবণতা ইতিবাচকই রয়েছে। বিদেশি প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগকারীদের (চ্জ্জজ্জ) শর্ট কভারিংয়ের ফলে ব্যাঙ্কিং শেয়ারগুলিতে পুনরুদ্ধার দেখা গেছে এবং মাঝেমধ্যে মুনাফা বুকিং হলেও আরও বৃদ্ধির সম্ভাবনা রয়েছে।

এদিকে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ইরানের মধ্যে অন্তর্বর্তী শান্তি চুক্তি স্বাক্ষরের পর হরমুজ প্রণালী দিয়ে তেলবাহী জাহাজ চলাচল আবার শুরু হয়েছে। এর ফলে আন্তর্জাতিক বাজারে ব্রেন্ট ক্রুডের দাম ১ শতাংশের বেশি কমে ব্যারেল প্রতি ৭৮.৮৩ ডলারে নেমে এসেছে। একইভাবে, ওয়েস্ট টেক্সাস ইন্টারমিডিয়েট ক্রুডের দামও প্রায় ১ শতাংশ কমে ৭৫.৭৮ ডলারে দাঁড়িয়েছে।

বিশ্ববাজারের ইঙ্গিতও মিশ্র ছিল। এশিয়ার বেশিরভাগ শেয়ারবাজার নিম্নমুখী ছিল। হংকংয়ের হ্যাংসেং সূচক প্রায় ১ শতাংশ পড়ে যায়, অন্যদিকে জাপানের নিক্কেই এবং দক্ষিণ কোরিয়ার কোসপি সূচক প্রায় স্থিতিশীল অবস্থায় ছিল।

অন্যদিকে, ওয়াল স্ট্রিটে আগের দিন ইতিবাচক সমাপ্তি দেখা যায়। নাসডাক সূচক প্রায় ২ শতাংশ এবং এসঅ্যান্ডপি ৫০০ সূচক প্রায় ১ শতাংশ বৃদ্ধি নিয়ে লেনদেন শেষ করে।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ (টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ (পি বি এক্স), **আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

পশ্চিম ত্রিপুরা জেলায় ১৭ থেকে ২৬ জুন পর্যন্ত নেশামুক্ত সপ্তাহ পালন করা হচ্ছে: জেলাশাসক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ জুন: "নেশামুক্ত ভারত অভিযান, বিকশিত ভারত কি পেহচান" এই ভাবনাকে সামনে রেখে পশ্চিম ত্রিপুরা জেলায়ও গতকাল থেকে নেশামুক্ত সপ্তাহ পালন করা হচ্ছে। পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে বিভিন্ন সরকারি অফিস, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, বিভিন্ন সংস্থা এবং সামাজিক সংগঠনগুলিকে সঙ্গে নিয়ে এই কর্মসূচি রূপায়ণ করা হচ্ছে। আগামী ২৬ জুন পর্যন্ত এই কর্মসূচি চলবে। পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার জেলাশাসক কার্যালয়ের কনফারেন্স হলে এক সাংবাদিক সম্মেলনে একথা জানান পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার জেলাশাসক ডা. বিশাল কুমার।

জেলাশাসক জানান, গতকাল উমাকান্ত একাডেমিতে জেলাস্তরের অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে এই কর্মসূচি শুরু হয়েছে। আগামী ২৪ জুন সকাল ৭টায় রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবন থেকে এক বর্ণাঢ্য র্যালি অনুষ্ঠিত হবে। এই র্যালিতে অংশ নেওয়ার জন্য জেলাশাসক সবার প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন। তিনি জানান, কর্মসূচির অঙ্গ হিসেবে পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার অন্তর্গত বিভিন্ন ব্লক, গ্রাম, ওয়ার্ড পর্যায়ে র্যালি, যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দপ্তরের উদ্যোগে খেলাধুলা ও শপথগ্রহণ অনুষ্ঠান, তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের উদ্যোগে পথনাটক, বিভিন্ন স্কুল-কলেজে বিতর্ক প্রতিযোগিতা, শ্লোগান ও পোস্টার তৈরী করার আয়োজন করা হয়েছে। গ্রাম পঞ্চায়েত ও ভিলেজ কমিটি ভিত্তিক, শহরে ওয়ার্ড ভিত্তিক, জনসমাগম হয় এমন জায়গায় সচেতনতামূলক কর্মসূচির আয়োজন করা হয়েছে।

জেলাশাসক জানান, স্বরাষ্ট্র দপ্তরের পক্ষ থেকে জেলার সব থানার মাধ্যমে যুব সমাজ ও সাধারণ মানুষের মধ্যে মাদক বিরোধী প্রচার চালানো হচ্ছে। স্বাস্থ্য দপ্তর থেকে মাদকাশক্তদের চিকিৎসা ও পুনর্বাসন সংক্রান্ত কাউন্সেলিং করা হচ্ছে। সমাজ কল্যাণ ও সমাজ শিক্ষা দপ্তর অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রগুলিতে শপথগ্রহণ ও সচেতনতা বৃদ্ধির কাজ করছে। নেশামুক্ত ত্রিপুরা গঠনে সচেতনতা বৃদ্ধিতে সংবাদমাধ্যমকেও এগিয়ে আসার জন্য জেলাশাসক আহ্বান জানান।

ত্রিপুরায় প্রথম চাকরি প্রাপক আরো ১৮৪ জন প্রধানমন্ত্রী বিকশিত ভারত রোজগার যোজনার আওতায় এলেন

আগরতলা: ১৯ জুন: প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদির নয়াদিল্লি থেকে প্রধানমন্ত্রী বিকশিত ভারত রোজগার যোজনা নিয়ে ভার্চুয়াল অনুষ্ঠান উপলক্ষে আজ আগরতলায় টাউন হলে এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। ভারত সরকারের শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রকের অধীন এমপ্লয়িজ প্রভিডেন্ট ফান্ড অর্গানাইজেশনের আগরতলাস্থিত আঞ্চলিক কার্যালয় আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে ত্রিপুরার জনজাতি কল্যাণ মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা বলেন, প্রধানমন্ত্রী বিকশিত ভারত রোজগার যোজনা তরুণ তরুণীদের নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টির পাশাপাশি নতুন প্রেরণা ও আত্মবিশ্বাস জাগাতে সাহায্য করবে।

প্রথমবারের মতো চাকরি প্রাপক, ত্রিপুরা থেকে এমন ১৮৪ জন আজ এই যোজনার আওতায় এসেছে। অনুষ্ঠানে সাংসদ রাজীব ভট্টাচার্য প্রধানমন্ত্রী বিকশিত ভারত রোজগার যোজনার তাৎপর্য বিস্তারিত ব্যাখ্যা করে বক্তব্য রাখেন। স্বাগত ভাষণ দেন ই.পি.এফ আঞ্চলিক কমিশনার লিউ জোসেফ মারান্ডি। উপস্থিত ছিলেন শ্রম কমিশনার বিশ্বজিৎ পাল, এম.এস.এম.ই "র ডেপুটি ডিরেক্টর বি.পি. মিনা।

আইজিএম হাসপাতালে সপ্তাহব্যাপী বিনামূল্যে চোখের ছানির সফল অস্ত্রোপচার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ জুন: আইজিএম হাসপাতালে বিশেষজ্ঞ চক্ষু চিকিৎসকদের উন্নত চিকিৎসা পরিষেবা প্রদান অব্যাহত রয়েছে। আইজিএম হাসপাতালে চোখের সমস্যা নিয়ে রোগীরা রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে চিকিৎসার জন্য আসেন। আইজিএম হাসপাতালের চক্ষু বিভাগে গত ৫ জুন থেকে ১১ জুন, ২০২৬ পর্যন্ত সপ্তাহব্যাপী বিনামূল্যে চোখের ছানি অস্ত্রোপচার কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। এই কর্মশালায় আধুনিক পদ্ধতিতে মোট ২৫ জনের বিনামূল্যে চোখের ছানি অস্ত্রোপচার সফলভাবে সম্পন্ন করা হয়েছে। এদের মধ্যে আনন্দনগর প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র থেকে চারজন, সুকুমার বর্মন স্মৃতি প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র থেকে ছয়জন এবং বিশালগড় মহকুমা হাসপাতাল থেকে চোখের ছানি চিহ্নিত মোট ১৫ জনের অস্ত্রোপচার করা হয়।

উক্ত অস্ত্রোপচার কর্মশালায় ছিলেন আইজিএম হাসপাতালের চক্ষু বিভাগের বিশেষজ্ঞ চক্ষু চিকিৎসক ডাঃ মধুসূদন দাস ও ডাঃ শিউলি দাস। এই অস্ত্রোপচার কর্মশালায় ছিলেন ওটি অ্যাসিস্ট্যান্ট বৈশালী দেবনাথ, নার্সিং অফিসার নুপুর চক্রবর্তী, শিপ্রা ঘোষ ও কৃষ্ণা ভট্টাচার্য সহ অন্যান্য স্বাস্থ্যকর্মীগণ। অস্ত্রোপচারের পর সকল রোগীদের চোখের পরীক্ষা করে বিনামূল্যে প্রয়োজনীয় ওষুধ ও কালো চশমা দেওয়া হয়। উক্ত অস্ত্রোপচার কর্মশালায় বিনামূল্যে চোখের ছানি অস্ত্রোপচার এর সুবিধা পেয়ে চক্ষু রোগীরা আইজিএম হাসপাতালে বিশেষজ্ঞ চক্ষু চিকিৎসক সহ সকল স্বাস্থ্যকর্মীদেরকে ধন্যবাদ জানান ও কৃতজ্ঞতা জানান।

নেশামুক্ত ত্রিপুরা গঠনে অঙ্গীকার নিলেন জিলা পরিষদের সদস্য-সদস্যাগণ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ জুন: পশ্চিম ত্রিপুরা জিলা পরিষদের ভারপ্রাপ্ত সভাধিপতি বিশ্বজিৎ শীল সহ জিলা পরিষদের সদস্য-সদস্যাগণ ও বিভিন্ন দপ্তরের আধিকারিকগণ আজ পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার জেলাশাসক কার্যালয়ের কনফারেন্স হলে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে নেশামুক্ত ত্রিপুরা তথা নেশামুক্ত দেশ গঠনের অঙ্গীকার গ্রহণ করেন। সমাজ কল্যাণ ও সমাজ শিক্ষা দপ্তরের আধিকারিক নারায়ণ দেব সকলকে শপথ বাক্য পাঠ করান।

শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে ভারপ্রাপ্ত সভাধিপতি বিশ্বজিৎ শীল বলেন, সারা রাজ্যের সাথে পশ্চিম ত্রিপুরা জেলায়ও গতকাল থেকে ১০ দিনব্যাপী নেশামুক্ত ভারত অভিযান শুরু হয়েছে। আগামী ২৬ জুন পর্যন্ত এই কর্মসূচি চলবে। এই কর্মসূচিতে স্বেচ্ছায় সবাইকে সামিল হতে তিনি আহ্বান জানান।

মর্মান্তিক সড়ক দুর্ঘটনায় প্রাণ

● আটের পাতার পর

একই সঙ্গে এলাকার রাস্তার বেহাল অবস্থার দ্রুত সংস্কারের দাবিও তুলেছেন তারা। পূর্ব গনকি এলাকার এই দুঃখজনক ঘটনায় শোকাহত গোটা অঞ্চল।

১১ দফা দাবিতে ভারতচন্দ্রনগর ব্লকে

● আটের পাতার পর

এছাড়াও কৃষকদের স্বার্থসংশ্লিষ্ট আরও কয়েকটি দাবি নিয়ে মোট ১১ দফা দাবি পেশ করা হয়। ডেপুটেশন কর্মসূচি শেষে অনুষ্ঠিত সমাবেশে বক্তব্য রাখেন সারা ভারত কৃষক সভার দক্ষিণ জেলা সম্পাদক বাবুল দেবনাথ, বিলোনিয়া মহকুমা কমিটির সম্পাদক নির্মল ভৌমিক, সিপিআই(এম)-এর বিলোনিয়া মহকুমা কমিটির সম্পাদক বিজয় তিলকসহ অন্যান্য কৃষক নেতারা। বক্তারা কৃষকদের দীর্ঘদিনের সমস্যা দ্রুত সমাধানে প্রশাসনের কার্যকর উদ্যোগ দাবি করেন এবং দাবি পূরণ না হলে আগামী দিনে বৃহত্তর আন্দোলনের হুঁশিয়ারি দেন।

কৈলাসহরে ভীষ্মদেব স্মৃতি নাটক প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, কৈলাসহর, ১৯ জুন: নাটক হল সমাজের দর্পন। নাটক সমাজকে সঠিক দিশায় পরিচালিত হতে বার্তা বহন করে। তাই নাটকের মতো একটি শক্তিশালী মাধ্যমকে ব্যবহার করে সমাজের কুসংস্কার, বাল্যবিবাহ রোধ করা প্রভৃতি সামাজিক ব্যধির বিরুদ্ধে প্রচারে নতুন প্রজন্মকে আরও বেশি করে এগিয়ে আসতে হবে। কৈলাসহরের ঊনকোটি কলাক্ষেত্রে আজ জেলাভিত্তিক ভীষ্মদেব স্মৃতি শিশু নাটক প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করে একথা বলেন ঊনকোটি জিলা পরিষদের সভাধিপতি অমলেন্দু দাস। তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের উদ্যোগে ভীষ্মদেব স্মৃতি শিশু নাটক প্রতিযোগিতায় এদিন জেলার পাঁচটি বিদ্যালয় ও দুটি সংস্থা অংশ নেয়।

সভাধিপতি অমলেন্দু দাস আরও বলেন, আমাদের সমাজ জীবনের চারপাশে যা কিছু ঘটছে তাই হল নাটকের বিষয়বস্তু। আমাদের জীবনের হাসি, কান্না, সবকিছু নাটকে পরিশীলিত ভাবে ফুটে উঠে। এর মধ্যে যা কিছু নেতিবাচক তাকে বর্জন করে ইতিবাচক দিকগুলোকে তুলে ধরাই নাটকের কাজ। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে জিলা পরিষদের সদস্য বিমল কর বলেন, নাট্যচর্চা আরও বেশি করে সংগঠিত করতেই রাজ্য সরকার তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের মাধ্যমে ভীষ্মদেব স্মৃতি শিশু নাটক প্রতিযোগিতা জেলাস্তরে পৌঁছে দিয়েছে।

অনুষ্ঠানের সভাপতি কৈলাসহর পুর পরিষদের চেয়ারপার্সন চপলা রাণী দেবরায় বলেন, নাটকে নাট্য শিল্পীদের বিকশিত মনের প্রতিফলন ঘটে। যা সমাজকেও শিক্ষিত করে। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে এছাড়া বক্তব্য রাখেন বিশিষ্ট নাট্য ব্যক্তিত্ব অসীম চক্রবর্তী। স্বাগত বক্তব্য রাখেন ঊনকোটি জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি কার্যালয়ের সহ অধিকর্তা অজয় দে। উপস্থিত ছিলেন জেলা শিক্ষা আধিকারিক রাজেশ দেববর্মা ও সমাজসেবী অরুণ সাহা। এদিন নাটক প্রতিযোগিতায় পাবিয়াছড়া দ্বাদশ শ্রেণি বিদ্যালয়, শ্রীরামপুর সূর্যমনি ম্যামোরিয়াল দ্বাদশ শ্রেণি বিদ্যালয়, বৈদ্যনাথ মজুমদার দ্বাদশ শ্রেণি বিদ্যালয়, ডলুগাঁও দ্বাদশ শ্রেণি বিদ্যালয়, শিশু নিকেতন, রেনেসা ও নির্ঘোষ নিক্কন সাংস্কৃতিক সংস্থা প্রতিযোগিতায় অংশ নেয়। নাটক প্রতিযোগিতায় প্রথম হয়েছে শিশু নিকেতন হাই স্কুল, দ্বিতীয় হয়েছে নির্ঘোষ নিক্কন ও যুগ্ম ভাবে তৃতীয় হয়েছে পাবিয়াছড়া দ্বাদশ শ্রেণি বিদ্যালয় ও রেনেসা।

বক্সনগর আইটিআই কলেজে অনিয়মের অভিযোগ, সময়মতো উপস্থিতি ও প্রশাসনিক স্বচ্ছতা নিয়ে প্রশ্ন

নিজস্ব প্রতিনিধি, বক্সনগর, ১৯ জুন: বক্সনগর আইটিআই কলেজের কার্যক্রমে একাধিক অনিয়মের অভিযোগকে কেন্দ্র করে এলাকায় চর্চা শুরু হয়েছে। সময়মতো শিক্ষক-শিক্ষিকাদের উপস্থিতি, প্রশাসনিক শৃঙ্খলা এবং আর্থিক লেনদেনের স্বচ্ছতা নিয়ে বিভিন্ন প্রশ্ন উঠেছে।

শুক্রবার সকাল ৯টার দিকে কলেজে দেখা যায় যে কলেজের প্রধান ফটকে দায়িত্বরত নিরাপত্তারক্ষী ছাড়া অধিকাংশ শিক্ষক ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন না। পরে সকাল প্রায় ৯টা ৫০ মিনিট নাগাদ কয়েকজন শিক্ষক ও কলেজ কর্তৃপক্ষের সদস্য কলেজে পৌঁছান বলে সাংবাদিকদের ক্যামেরায় ধরা পড়ে।

এ বিষয়ে কলেজের অধ্যক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি অভিযোগ অস্বীকার করে জানান, শিক্ষক-শিক্ষিকারা নিয়ম মেনেই দায়িত্ব পালন করেন এবং সময়মতো ক্লাস পরিচালনার চেষ্টা করা হয়। তবে সেদিন কয়েকজন শিক্ষক অনুপস্থিত ছিলেন বলে তিনি স্বীকার করেন। তাঁর বক্তব্য অনুযায়ী, সংশ্লিষ্টদের অনুপস্থিতির বিষয়টি নথিভুক্ত করা হবে এবং ভবিষ্যতে যাতে এমন পরিস্থিতির পুনরাবৃত্তি না ঘটে সে বিষয়ে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দেওয়া হবে।

অন্যদিকে, কলেজের প্রশাসনিক কার্যক্রম এবং আর্থিক ব্যবস্থাপনা নিয়েও কিছু অভিযোগ উত্থাপিত হয়েছে। স্থানীয়দের একাংশের দাবি, এসব বিষয়ে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে নিরপেক্ষ তদন্ত হওয়া প্রয়োজন। এলাকাবাসীর একাংশের বক্তব্য, সরকারের অধীন এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটি যাতে নিয়ম-নীতি মেনে পরিচালিত হয় এবং শিক্ষার্থীরা সুষ্ঠু পরিবেশে শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে, তা নিশ্চিত করা জরুরি। প্রয়োজনে সংশ্লিষ্ট দপ্তরের হস্তক্ষেপের দাবিও জানানো হয়েছে।

হাফলং চা বাগানে বন্যা মোকাবিলায় মহড়া, প্রস্তুতি ও সমন্বয় ক্ষমতা খতিয়ে দেখল প্রশাসন

ধর্মনগর, ১৯ জুন : আসন্ন বর্ষা মৌসুমে সম্ভাব্য বন্যা পরিস্থিতি মোকাবিলায় উত্তর ত্রিপুরা জেলার ধর্মনগর মহকুমা প্রশাসনের উদ্যোগে শুক্রবার হাফলং চা বাগান এলাকায় মহকুমা-স্তরের একটি বন্যা বিষয়ক মক এক্সারসাইজ বা মহড়ার আয়োজন করা হয়। প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় বিভিন্ন সরকারি দপ্তর ও উদ্ধারকারী সংস্থার মধ্যে সমন্বয় এবং জরুরি পরিস্থিতি মোকাবিলায় প্রস্তুতির মান যাচাই করাই ছিল এই মহড়ার মূল উদ্দেশ্য।

মহড়ায় মহকুমা প্রশাসনের পাশাপাশি জেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিভাগ, পুলিশ, অগ্নিনির্বাপক ও জরুরি পরিষেবা দপ্তর, স্বাস্থ্য দপ্তর, এনডিআরএফ এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট সংস্থার প্রতিনিধিরা অংশগ্রহণ করেন। বন্যা পরিস্থিতিতে দ্রুত উদ্ধার অভিযান পরিচালনা, ক্ষতিগ্রস্তদের নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নেওয়া, ত্রাণ সামগ্রী বিতরণ এবং জরুরি পরিষেবা সচল রাখার সক্ষমতা বাস্তব পরিস্থিতির আদলে পর্যালোচনা করা হয়।

অনুশীলনের অংশ হিসেবে জলমগ্ন এলাকায় আটকে পড়া ব্যক্তিদের উদ্ধার করে নৌকার মাধ্যমে নিরাপদ স্থানে স্থানান্তর করা হয়। আহতদের প্রাথমিক চিকিৎসা প্রদান, জরুরি স্বাস্থ্য পরিষেবা নিশ্চিত করা এবং ক্ষতিগ্রস্তদের জন্য অস্থায়ী ত্রাণ শিবির পরিচালনারও বাস্তবধর্মী প্রদর্শনী করা হয়। উদ্ধারকারী দলগুলির মধ্যে দ্রুত যোগাযোগ ও সমন্বয় বজায় রাখার বিষয়েও বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়।

প্রশাসনের কর্মকর্তারা জানান, বর্ষা মৌসুমে উত্তর ত্রিপুরার বিভিন্ন এলাকায় জলাবদ্ধতা ও বন্যার আশঙ্কা থাকে। সেই পরিস্থিতিতে যাতে কোনও ধরনের বিপর্যয় দেখা দিলে দ্রুত ও কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা যায়, তার জন্য নিয়মিত এই ধরনের মহড়া পরিচালনা করা হচ্ছে। পাশাপাশি সাধারণ মানুষের মধ্যে দুর্যোগ মোকাবিলা সংক্রান্ত সচেতনতা বৃদ্ধি এবং সংশ্লিষ্ট দপ্তরগুলির প্রস্তুতিকে আরও শক্তিশালী করাও এই কর্মসূচির অন্যতম লক্ষ্য।

প্রশাসনের মতে, দুর্যোগের সময় আন্তঃবিভাগীয় সমন্বয়, দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং তাৎক্ষণিক সাড়া দেওয়ার সক্ষমতা বৃদ্ধি করতে এ ধরনের মহড়া অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আসন্ন বর্ষা মৌসুমকে সামনে রেখে সম্ভাব্য যে কোনও জরুরি পরিস্থিতি মোকাবিলায় প্রশাসন সম্পূর্ণ প্রস্তুত রয়েছে বলেও জানানো হয়েছে।

চুরি যাওয়া স্কুটি উদ্ধার করে ফিরিয়ে

● আটের পাতার পর

চক্রবর্তী থলিবাড়ি এলাকায় একটি সন্দেহজনক অবস্থায় স্কুটিটি দেখতে পান। পরে যাচাই করে সেটি উদ্ধার করা হয়। স্কুটিটি একটি নির্জন রাস্তায় পরিত্যক্ত অবস্থায় দাঁড় করানো ছিল বলে জানা গেছে।

উদ্ধারের পর স্কুটির নথিপত্র ও মালিকানা সংক্রান্ত সমস্ত তথ্য যাচাই-বাছাই করা হয়। প্রয়োজনীয় প্রক্রিয়া সম্পন্ন হওয়ার পর শুক্রবার যাত্রাপুর থানার পক্ষ থেকে স্কুটিটি আনুষ্ঠানিকভাবে প্রকৃত মালিক সুকুমার সরকারের হাতে তুলে দেওয়া হয়। চুরি যাওয়া স্কুটি ফিরে পেয়ে মালিক ও তাঁর পরিবারের সদস্যরা যাত্রাপুর থানার পুলিশ প্রশাসনের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। একই সঙ্গে পুলিশের দ্রুত ও কার্যকর পদক্ষেপ স্থানীয় মহলেও প্রশংসিত হয়েছে।

জিরানিয়া আর.ডি. ব্লকে উন্নয়নমূলক প্রকল্প

পরিদর্শনে জেলা শাসক, জনসেবার মানোন্নয়নে গুরুত্ব

আগরতলা, ১৯ জুন : পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার জিরানিয়া মহকুমার অন্তর্গত জিরানিয়া আর.ডি. ব্লকের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্প ও সরকারি পরিষেবার অগ্রগতি পর্যালোচনার লক্ষ্যে শুক্রবার মাঠ পর্যায়ে পরিদর্শনে যান পশ্চিম ত্রিপুরার জেলা শাসক ও জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ডা. বিশাল কুমার। উন্নয়নমূলক কাজের বাস্তব পরিস্থিতি খতিয়ে দেখা এবং সাধারণ মানুষের কাছে সরকারি পরিষেবা পৌঁছে দেওয়ার ক্ষেত্রে বিদ্যমান চ্যালেঞ্জগুলি চিহ্নিত করাই ছিল এই পরিদর্শনের মূল উদ্দেশ্য। সকালে নলগাড়িয়া বাজার থেকে শুরু হওয়া এই কর্মসূচিতে জেলা শাসক একাধিক গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্প ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন করেন। তিনি পশ্চিম রানিগাঁও এস.বি. স্কুল, মজলিশপুর অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র, নির্মীয়মাণ নতুন গ্রাম পঞ্চায়েত ভবন, বিভিন্ন সিসি রাস্তা নির্মাণ প্রকল্প, হরিজয় চৌধুরী পার্ক এবং ব্রজনগর আয়ুষ্মান আরোগ্য মন্দির স্বাস্থ্য উপকেন্দ্র ঘুরে দেখেন। পরিদর্শন চলাকালীন তিনি বিভিন্ন প্রকল্পের অগ্রগতি, অবকাঠামোগত সুবিধা এবং জনপরিষেবার মান সরেজমিনে পর্যবেক্ষণ করেন। পাশাপাশি স্থানীয় বাসিন্দা, জনপ্রতিনিধি এবং বিভিন্ন দপ্তরের আধিকারিকদের সঙ্গে মতবিনিময় করে এলাকার সমস্যা, উন্নয়নের প্রয়োজনীয়তা এবং সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য সংগ্রহ করেন। জেলা শাসক সরকারি প্রকল্পগুলির নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বাস্তবায়ন এবং পরিষেবার গুণগত মান বজায় রাখার ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন। তিনি সংশ্লিষ্ট বিভাগগুলিকে উন্নয়নমূলক কাজ দ্রুত সম্পন্ন করার পাশাপাশি সাধারণ মানুষের সুবিধা নিশ্চিত করতে আরও সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণের নির্দেশ দেন। দিনের শেষ পর্যায়ে উত্তর মজলিশপুর গ্রাম পঞ্চায়েত কার্যালয়ে একটি পর্যালোচনা বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে বিভিন্ন দপ্তরের আধিকারিক, জনপ্রতিনিধি এবং সংশ্লিষ্ট অংশীজনরা উপস্থিত ছিলেন। সেখানে চলমান প্রকল্পগুলির অগ্রগতি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয় এবং উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডকে আরও গতিশীল ও কার্যকর করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, এ ধরনের নিয়মিত মাঠ পর্যায়ের পরিদর্শন জনগণের সমস্যার দ্রুত সমাধান, সরকারি প্রকল্পের নিবিড় তদারকি এবং কল্যাণমূলক কর্মসূচির সুফল সাধারণ মানুষের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেওয়ার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার সার্বিক উন্নয়ন ও জনকল্যাণমূলক উদ্যোগ বাস্তবায়নে জেলা প্রশাসন প্রতিশ্রুতিবদ্ধ বলেও প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে।

দমকলের গাফিলতির

● আটের পাতার পর

নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভব হতো এবং এত বড় ক্ষয়ক্ষতি এড়ানো যেত। পরিস্থিতিকে আরও উদ্বেগজনক করে তোলে দমকলের আগুন নেভানোর সরঞ্জামের ত্রুটি। অভিযোগ, ঘটনাস্থলে পৌঁছে দমকল কর্মীরা গাড়ি থেকে যে জলের পাইপ ব্যবহার করেন, তা ফেটে যায়। এর কিছুক্ষণের মধ্যেই দমকলের গাড়িতে থাকা জলও শেষ হয়ে যায়।

পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে পরে মনুবাজার থেকে আরও একটি দমকল ইঞ্জিন আনা হয়। দুই দফায় প্রায় দুই ঘণ্টার চেষ্টার পর আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে। তবে ততক্ষণে বাড়ির অধিকাংশ অংশই পুড়ে ছাই হয়ে যায়।

প্রাথমিকভাবে জানা গেছে, বাড়ির একটি ঘরে প্রচুর পরিমাণে রাবার মজুত ছিল। সেই ঘরেই প্রথম আগুন লাগে বলে অনুমান করা হচ্ছে। পরে দ্রুত আগুন গোটা বাড়িতে ছড়িয়ে পড়ে। বাড়ির সামনে রাখা একটি মোটরসাইকেল ও একটি চারচাকা গাড়িও আগুনে সম্পূর্ণভাবে ভস্মীভূত হয়।

ঘনবসতিপূর্ণ এলাকায় এই অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় মুহূর্তের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। আগুন পাশের বাড়িগুলিতে ছড়িয়ে পড়ার আশঙ্কায় এলাকার বাসিন্দারা নিজেদের ঘর থেকে মূল্যবান সামগ্রী সরিয়ে নিতে শুরু করেন।

অগ্নিকাণ্ডের সঠিক কারণ এখনও জানা যায়নি। দমকল ও প্রশাসনের পক্ষ থেকে ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে। তবে সময়মতো দমকল না পৌঁছানো এবং সরঞ্জামের ত্রুটির অভিযোগ ঘিরে এলাকায় ব্যাপক ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে।

তেলিয়ামুড়ায় দাম্পত্য কলহ ঘিরে

● আটের পাতার পর

কুট্টির সঙ্গে চলে যান। স্বামীর দাবি, দীর্ঘদিন ধরেই তাদের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল এবং সেই কারণেই তার সংসারে ভাঙন নেমে এসেছে।

প্রতিক দেবনাথকে ঘিরে লিঙ্গ পরিচয় সংক্রান্ত বিভিন্ন অভিযোগও সামনে এনেছেন চন্দন পাল। তবে এই বিষয়ে উত্থাপিত দাবিগুলির সত্যতা স্বাধীনভাবে যাচাই করা সম্ভব হয়নি। এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির কোনও প্রতিক্রিয়াও পাওয়া যায়নি।

অন্যদিকে, চন্দন পালের অভিযোগ, বিষয়টি নিয়ে তিনি তেলিয়ামুড়া থানায় গেলে এক মহিলা পুলিশ আধিকারিক তার সঙ্গে দুর্ব্যবহার করেন এবং অভিযোগ গ্রহণে অনীহা প্রকাশ করেন। এমনকি তাকে বিষয়টি নিয়ে আর এগোতে নিরুৎসাহিত করা হয় বলেও অভিযোগ করেন তিনি। যদিও এই অভিযোগের বিষয়ে পুলিশের পক্ষ থেকে কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি।

সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে চন্দন পাল বলেন, তিনি তার সংসার বাঁচাতে চান এবং স্ত্রী ও সন্তানকে ফিরে পেতে প্রশাসনের সহযোগিতা কামনা করছেন। পাশাপাশি ঘটনার নিরপেক্ষ তদন্তেরও দাবি জানিয়েছেন।

ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় ব্যাপক আলোচনা শুরু হয়েছে। তবে অভিযোগগুলির বিষয়ে সংশ্লিষ্ট পক্ষের বক্তব্য এখনও সামনে আসেনি। ফলে সমগ্র বিষয়টি নিয়ে প্রশাসনের পরবর্তী পদক্ষেপ এবং তদন্তের ফলাফলের দিকেই নজর রয়েছে।

পুলিশের অভিযানে ১১ কেজি গাঁজা

● আটের পাতার পর

পুলিশের এই অভিযানে সেই অভিযোগের সত্যতা মিলেছে বলে তারা মনে করছেন।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, ঘটনার সঙ্গে জড়িতদের শনাক্ত করে তাদের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় আইনি ব্যবস্থা গ্রহণের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। পাশাপাশি এই ঘটনার সঙ্গে কোনও বৃহত্তর মাদক চক্র জড়িত রয়েছে কিনা, সেই বিষয়টিও খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

তবে ঘটনার বিষয়ে মনুবাজার থানার পক্ষ থেকে সংবাদমাধ্যমের সামনে বিস্তারিত কোনও মন্তব্য করা হয়নি। তদন্তের স্বার্থে পুলিশ এখনই কোনও তথ্য প্রকাশ করতে চাইছে না বলে অনুমান করা হচ্ছে। উদ্ধার হওয়া গাঁজার উৎস এবং এর সঙ্গে আর কারা জড়িত, তা জানতে তদন্ত অব্যাহত রয়েছে।

প্রাক্তন ছাত্রীকে

● আটের পাতার পর

যান শিক্ষক দীনমনি সিনহা। সেই সময় বাড়ির একটি ঘরে নির্জন পরিবেশের সুযোগ নিয়ে তিনি ছাত্রীর সঙ্গে অসদাচরণ ও শ্লীলতাহানির চেষ্টা করেন বলে অভিযোগ করা হয়েছে।

ঘটনার পর আতঙ্কিত ছাত্রী বিষয়টি পরিবারের সদস্যদের জানালে পরিবারে তীব্র ক্ষোভের সৃষ্টি হয়। পরবর্তীতে ঘটনাটি এলাকায় ছড়িয়ে পড়লে স্থানীয়দের মধ্যেও ব্যাপক প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়।

খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে এবং জনরোষের মুখে পড়া অভিযুক্ত শিক্ষককে নিরাপত্তার স্বার্থে কমলপুর থানায় নিয়ে যায়। অভিযোগের বিষয়ে তদন্ত শুরু হয়েছে বলে পুলিশ সূত্রে জানা গেছে।

একজন শিক্ষকের বিরুদ্ধে এ ধরনের অভিযোগ ওঠায় শিক্ষা মহলেও ব্যাপক আলোচনা শুরু হয়েছে। উল্লেখ্য, অভিযুক্ত শিক্ষক দীনমনি সিনহার স্ত্রীও একজন শিক্ষিকা। তবে অভিযোগের বিষয়ে অভিযুক্ত শিক্ষক বা তাঁর পরিবারের পক্ষ থেকে এই প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত কোনো আনুষ্ঠানিক প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি।

এলাকাবাসীর দাবি, ঘটনার নিরপেক্ষ তদন্ত করে সত্যতা যাচাই সাপেক্ষে দোষীদের বিরুদ্ধে কঠোর আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হোক। ঘটনাকে কেন্দ্র করে বর্তমানে কমলপুর মহকুমাজুড়ে তীব্র চর্চা চলছে।

াঙ্গন

ভবনসকে হারিয়ে সদর আন্তঃ স্কুল ক্রিকেটের সেমিফাইনালে বড়দোয়ালী

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ জুন: ত্রিপুরা ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন (টিসিএ) পরিচালিত সদর আন্তঃ স্কুল (বালকদের) টি-টোয়েন্টি ক্রিকেট টুর্নামেন্টের প্রথম কোয়ার্টার ফাইনালে রোমাঞ্চকর জয় তুলে নিল বড়দোয়ালী দ্বাদশ শ্রেণী স্কুল। আজ, শুক্রবার আগরতলার টি আই টি গ্রাউন্ডে অনুষ্ঠিত ম্যাচে তারা ভবনসত্রিপুরা বিদ্যামন্দিরকে ভিজেডি বা সমগোত্রীয় নিয়মে ৩ রানে পরাজিত করে সেমিফাইনালের টিকিট নিশ্চিত করেছে। সকাল সাড়ে ৮টায় ম্যাচটি শুরু হলেও পরবর্তী সময়ে বৃষ্টির কারণে ম্যাচ থেমে যায়। মাঝপথে মেঘ কেটে রোদ উঠলে ম্যাচ আম্পায়াররা ওভার কমিয়ে ম্যাচটি ৮ ওভারের করার সিদ্ধান্ত নেন। ম্যাচে টসে জিতে প্রথমে ব্যাটিং করার সিদ্ধান্ত নেয় বড়দোয়ালী স্কুল। দ্রুত রান তুলতে গিয়ে তারা নির্ধারিত ৯ ওভারে ৬ উইকেট হারিয়ে ৪৬ রান সংগ্রহ করতেই বৃষ্টিতে ম্যাচ থেমে যায়। দলের পক্ষে ওপেনার শুভ্রজিৎ শর্মা ১৫ বলে ২টি চারের সাহায্যে সর্বোচ্চ ১৯ রান এবং রোহিত বর্মণ ১৪ বলে ১৩ রান করেন। ভবনসত্রিপুরা বিদ্যামন্দিরের বোলাররা এদিন দুর্দান্ত বোলিং প্রদর্শন করেন। বিশেষ করে অয়ন রায় মাত্র ২ ওভার বল করে ১টি মেডেনসহ ৪ রান খরচায় ৩টি উইকেট নেন। এছাড়া অভ্রকান্তি মোদক ৪ ওভার বল করে ১৫ রান দিয়ে তুলে নেন ৩টি উইকেট। পরবর্তীতে ওভার হ্রাসের কারণে ভিজেডি বা গাণিতিক পদ্ধতিতে ভবনসত্রিপুরা বিদ্যামন্দিরের সামনে জয়ের লক্ষ্যমাত্রা দাঁড়ায় ৮ ওভারে ৪২ রান। এই রান তাড়া করতে নেমে বড়দোয়ালীর আঁটসাঁট বোলিংয়ের সামনে নির্ধারিত ৮ ওভারে ৫ উইকেটে মাত্র ৩৮ রান তুলতে সক্ষম হয় ভবনস। দলের পক্ষে অনিকেত দে ১৮ বলে ১০ রান করলেও তা জয়ের জন্য যথেষ্ট ছিল না। বড়দোয়ালী স্কুলের পক্ষে নিয়ন্ত্রিত বোলিং করে ম্যাচ ঘুরিয়ে দেন শান বর্মণ। তিনি ২ ওভারে মাত্র ৯ রান দিয়ে ২ উইকেট তুলে নেন। দলের জয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখার জন্য শান বর্মণকে ম্যাচের সেরা (প্লেয়ার অফ দ্য ম্যাচ) নির্বাচিত করা হয়।

সিনিয়র মহিলা ক্রিকেটে মৌচাককে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন ব্লাড মাউথ

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ জুন।। ত্রিপুরা ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন (টিসিএ) পরিচালিত সিনিয়র মহিলাদের আমন্ত্রণ মূলক ৫০ ওভারের টুর্নামেন্টের খেতাব জিতে নিল ব্লাড মাউথ ক্লাব। আজ, শুক্রবার আগরতলার এমবিবি স্টেডিয়ামে আয়োজিত এই মেগা ফাইনালে তারা ৯ উইকেটের বড় ব্যবধানে হারিয়েছে মৌচাক ক্লাবকে। সকাল সাড়ে ৮টায় ম্যাচ শুরু হওয়ার কথা থাকলেও ভেজা আউটফিল্ডের কারণে খেলা শুরু হতে বেশ খানিকটা বিলম্ব হয়। ফলে ওভার কমিয়ে ম্যাচটি ১৫ ওভারের করার সিদ্ধান্ত নেন আম্পায়াররা। সংক্ষিপ্ত ওভারের এই ফাইনালে ব্লাড মাউথ ক্লাবের বোলার ও ব্যাটাররা দাপুটে পারফরম্যান্স প্রদর্শন করে ট্রফি নিজেদের নামে করে। টসে হেরে প্রথমে ব্যাটিং করতে নেমে নির্ধারিত ১৫ ওভারে ৫ উইকেটের বিনিময়ে ৬৬ রান তোলে মৌচাক ক্লাব। দলের পক্ষে পূজা দাস ১৮ বলে ১টি চারের সাহায্যে সর্বোচ্চ ২১ রান এবং সুপ্রিয়া দাস ২২ বলে ২টি চারের সাহায্যে ১৮ রান করেন। ব্লাড মাউথ ক্লাবের পক্ষে নিয়ন্ত্রিত ও বিধ্বংসী বোলিং করেন নিকিতা দেবনাথ। তিনি ৩ ওভার বল করে মাত্র ১৩ রান খরচায় তুলে নেন ৩টি গুরুত্বপূর্ণ উইকেট। এছাড়া অন্তরা দাস ১৪ রানে ১টি উইকেট পান। মৌচাক ক্লাবের ব্যাটাররা ব্লাড মাউথের টাইট বোলিং লাইনের সামনে হাত খুলে রান তুলতে ব্যর্থ হওয়ায় স্কোরবোর্ড বড় রান তুলতে পারেনি। জবাবে ৬৭ রানের লক্ষ্যমাত্রা তাড়া করতে নেমে মাত্র ১৩ ওভারেই ১ উইকেট হারিয়ে জয়ের বন্দরে পৌঁছে যায় ব্লাড মাউথ ক্লাব। দলের জয়ে অনবদ্য ভূমিকা নেন ওপেনার আম্বিকা দেবনাথ। ৪১ বলে ৪টি বাউন্ডারির সাহায্যে অপরাজিত ৩৭ রানের এক দায়িত্বশীল ও ম্যাচজয়ী ইনিংস খেলেন তিনি। মৌচাক ক্লাবের বোলার অঙ্কিতা পাটারী ৩ ওভারে ১০ রান দিয়ে ১টি উইকেট পেলেও দলের হার বাঁচাতে তা যথেষ্ট ছিল না। বল হাতে অসামান্য অবদানের জন্য ব্লাড মাউথ ক্লাবের নিকিতা দেবনাথকে ফাইনালের সেরা খেলোয়াড় (প্লেয়ার অফ দ্য ম্যাচ) নির্বাচিত করা হয়। টুর্নামেন্ট জুড়ে দুর্দান্ত ক্রিকেটের উপহার দিয়ে শেষ পর্যন্ত চ্যাম্পিয়নের মুকুট মাথায় তুলল ব্লাড মাউথ ক্লাব।

সহযোগী সদস্যপদ বাতিল ! বিভিন্ন ক্রীড়া ফেডারেশনের ফি ফেরত দিচ্ছে আই.ও.এ

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ জুন।। বিভিন্ন জাতীয় ক্রীড়া ফেডারেশনকে সহযোগী সদস্যপদ দেওয়ার প্রক্রিয়া থেকে পিছু হটল ভারতীয় অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশন (আইওএ)। গত ২৫শে মার্চ অনুষ্ঠিত কার্যনির্বাহী পরিষদের সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, সহযোগী সদস্যপদের জন্য আবেদনকারী ফেডারেশনগুলির জমা দেওয়া সদস্যপদ ফি ফেরত দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে দেশের সর্বোচ্চ অলিম্পিক নিয়ামক সংস্থা। এ বিষয়ে আইওএ-এর প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (সিইও) রঘুরাম আয়ারের স্বাক্ষর সংবলিত একটি আনুষ্ঠানিক বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়েছে। বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, সংশ্লিষ্ট ক্রীড়া ফেডারেশনগুলিকে তাদের জমাকৃত অর্থ স্পিড পোস্টের মাধ্যমে চেকের আকারে ফেরত পাঠানো শুরু হয়েছে। আইওএ-এর এই আকস্মিক পদক্ষেপের ফলে এটি পরিষ্কার যে, এই ফেডারেশনগুলিকে সহযোগী সদস্যপদ দেওয়ার প্রস্তাবিত প্রক্রিয়াটি নিয়ে তারা আর এগোতে চাইছে না। অর্থ ফেরত পাওয়া প্রধান ফেডারেশনগুলির তালিকায় রয়েছে অল ইন্ডিয়া চেস ফেডারেশন, সফটবল অ্যাসোসিয়েশন অফ ইন্ডিয়া, সেপাকটাক্রো ফেডারেশন অফ ইন্ডিয়া, কার্লিং ফেডারেশন অফ ইন্ডিয়া, অ্যামেচার ডান্স স্পোর্ট ফেডারেশন অফ ইন্ডিয়া এবং ই-স্পোর্টস ফেডারেশন অফ ইন্ডিয়া। এছাড়াও জু-জিৎসু অ্যাসোসিয়েশন, রোলার স্কেটিং ফেডারেশন ও কুরাশ অ্যাসোসিয়েশন অফ ইন্ডিয়াকেও এই তালিকায় রাখা হয়েছে। আইওএ-এর পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, এই ফেডারেশনগুলির বেশিরভাগকেই ৩,০০,০০০ টাকা করে ফেরত দেওয়া হচ্ছে। তবে ন্যাশনাল যোগাসন স্পোর্টস ফেডারেশন (যোগাসন ভারত) এবং অল ইন্ডিয়া লুডো ফেডারেশনের ক্ষেত্রে ফেরতের পরিমাণ ২,৫০,০০০ টাকা। দেশের ক্রীড়া প্রশাসনে আইওএ-এর এই সিদ্ধান্ত অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ বলেই মনে করছে ওয়াকিবহাল।

হেনরি ডিরোজিওর বিদায় : আম্বেদকর স্কুলের দাপুটে জয়, সেমিতে প্রবেশ

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ জুন।। সদর আন্তঃ স্কুল (বালকদের) টি-টোয়েন্টি ক্রিকেট টুর্নামেন্টের দ্বিতীয় কোয়ার্টার ফাইনালে একপেশে লড়াইয়ে জয় তুলে নিল ডঃ বি আর আম্বেদকর ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল। আজ, শুক্রবার টি আই টি গ্রাউন্ডে অনুষ্ঠিত এই ম্যাচে হেনরি ডিরোজিও একাডেমিকে ৮ উইকেটের বড় ব্যবধানে পরাজিত করে টুর্নামেন্টের সেমিফাইনালের টিকিট নিশ্চিত করল আম্বেদকর স্কুলের ছেলেরা। দিনের শুরুতেই আম্বেদকরের বোলাররা তাদের নিয়ন্ত্রিত বোলিংয়ের মাধ্যমে ডিরোজিও একাডেমির ব্যাটারদের কোণঠাসা করে ফেলে। প্রথমে ব্যাটিং করতে নেমে হেনরি ডিরোজিও একাডেমি ১৭.৩ ওভারে মাত্র ৭৪ রানে গুটিয়ে যায়। দলের পক্ষে সাহিন জামান চৌধুরী ২১ বলে ২১ এবং সোম্রাংশু পাল ১৮ বলে ১৩ রান করেন। ডিরোজিওর ইনিংস ধসিয়ে দিতে বড় ভূমিকা নেন শুভজিৎ ভট্টাচার্য (২/২১), তন্ময় দাস (২/১৫) এবং অর্পিত দেবনাথ (১/৯)। লক্ষ্যমাত্রার জবাবে ব্যাট করতে নেমে আম্বেদকর স্কুল শুরু থেকেই কর্তৃত্ব বজায় রাখে। দলের পক্ষে ওপেনার অধি দেবনাথ ৪২ বলে ৬টি বাউন্ডারির সাহায্যে অপরাজিত ৪৩ রানের একটি অনবদ্য ম্যাচজয়ী ইনিংস খেলে দলকে ১৪.২ ওভারেই জয়ের বন্দরে পৌঁছে দেন। ব্যাটিংয়ের পাশাপাশি দলের জয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখার জন্য অধি দেবনাথকে ম্যাচের সেরা (প্লেয়ার অফ দ্য ম্যাচ) নির্বাচিত করা হয়। আম্বেদকর স্কুলের এই দাপুটে পারফরম্যান্স তাদের আসন্ন সেমিফাইনাল লড়াইয়ের জন্য বাড়তি আত্মবিশ্বাস জোগাবে বলে মনে করছেন ক্রিকেটপ্রেমীরা।

ফুটবলে তৃতীয় ম্যাচে ১ম জয়ের স্বাদ পেয়েছে সাই

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ জুন। অবশেষে জয়ে ফিরলো সাই। নিজেদের তৃতীয় ম্যাচে এসে। পরাজিত করলো কেশব সংঘকে। নূন্যতম গোলে। রাজ্য ফুটবল সংস্থা আয়োজিত লংতরাই তৃতীয় ডিভিশন লিগ ফুটবলে। উমাকান্ত মিনি স্টেডিয়ামে শুক্রবার বিকেলে অনুষ্ঠিত হয় ম্যাচটি। জয় পেলেও তেমন ভালো খেলতে পারেননি সাই দলের ফুটবলাররা। অজস্র মিস পাসে ভরা ছিল ম্যাচ। একসময় বিরক্তিকর হয়ে উঠেছিলেন খেলা। প্রশ্ন উঠেছে সারা বছর প্রশিক্ষণের পর ও এত বাজে খেলা ফুটবলারদের। প্রথমার্ধ গোল শূন্য থাকার পর ৭৪ মিনিটে বিপক্ষের রক্ষণভাগের ভুলে ফাঁকায় বল পেয়ে সাই কে জয় এনে দেন সচলাঙ্গ জামাতিয়া। এর পর ম্যাচে ফেরার চেষ্টা করলে দলের আক্রমণ ভাগের ফুটবলারদের ব্যর্থতায় জাল নাড়াতে পারেনি। খেলা পরিচালনা করেন আদিত্য দেববর্মা।

মহিলা ও ‘বি’ ডিভিশন ফুটবল লীগ নিয়ে আজ টিএফএ-র গুরুত্বপূর্ণ সভা

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ জুন।। ২০২৬-২০২৭ ফুটবল মরসুমকে সামনে রেখে এক গুরুত্বপূর্ণ সভার ডাক দিল ত্রিপুরা ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন (টিএফএ)। আগামীকাল, শনিবার সন্ধ্যা সাড়ে ৬টায় টিএফএ-এর অফিস কক্ষে এই সভাটি অনুষ্ঠিত হবে। আসন্ন মরসুমে মহিলা ফুটবল লীগ এবং ‘বি’ ডিভিশন ফুটবল লীগে অংশগ্রহণকারী দলগুলিকে নিয়েই মূলতঃ এই আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়েছে। নতুন মরসুমের খেলার রূপরেখা, নিয়মকানুন এবং দলবদল সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ে এই সভায় বিস্তারিত আলোচনা হতে পারে বলে ধারণা করা হচ্ছে। ত্রিপুরা ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনের লীগ কমিটির সেক্রেটারি তপন সাহা এক বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে এই তথ্য জানিয়েছেন। তিনি সংশ্লিষ্ট মহিলা লীগ এবং ‘বি’ ডিভিশন ফুটবল লীগের সমস্ত ক্লাব প্রতিনিধি এবং লীগ কমিটির সকল সদস্যকে নির্দিষ্ট সময়ে উক্ত সভায় উপস্থিত থাকার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ জানিয়েছেন। নতুন মরসুমের লীগ দুটিকে নির্বিঘ্নে ও সফলভাবে পরিচালনা করার লক্ষ্যে এই সভায় ক্লাবগুলির মতামত ও সিদ্ধান্ত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে বলে ক্রীড়া মহল মনে করছে।

রাজ্য ফুটবলের উন্নয়নে একগুচ্ছ সিদ্ধান্ত ‘ফোরাম ফর লাইফ মেম্বারস অব টিএফএ’-র

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ জুন।। ত্রিপুরা ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন (টিএফএ)-এর আজীবন সদস্যদের একমাত্র সংগঠন ‘ফোরাম ফর লাইফ মেম্বারস অব টি এফ এ’ রাজ্য ফুটবল এবং ফুটবলারদের সামগ্রিক উন্নয়নে একগুচ্ছ গঠনমূলক প্রস্তাব ও গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। শনিবার দুপুরে আগরতলার এগিয়ে চল সংঘের কনফারেন্স হলে ফোরামের কার্যকরী কমিটির এক বর্ধিত সভা অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে সভাপতিত্ব করেন ফোরামের সভাপতি সুব্রত দত্ত চৌধুরী। সভায় গৃহীত অন্যতম বড় সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, টিএফএ পরিচালিত ২০২৬ সালের ঘরোয়া পুরুষ ও মহিলা ফুটবল লীগের সবকটি টুর্নামেন্ট এবং ঐতিহ্যবাহী কাজল স্মৃতি ফুটবল টুর্নামেন্টের সর্বোচ্চ গোলদাতাদের ফোরামের পক্ষ থেকে নগদ ২,৫০০ টাকা এবং স্মারক প্রদান করে পুরস্কৃত করা হবে। রাজ্যের ফুটবলের প্রসার ও নতুন প্রতিভা অন্বেষণে তৃণমূল স্তরে বিশেষ জোর দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে ফোরাম। বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, ছেলে ও মেয়েদের জন্য বিশেষ ফুটবল কোচিং সেন্টার চালুর পাশাপাশি ফোরামের সদস্য-সদস্যাদের নিয়ে একটি ফুটবল দল গঠন করা হবে, যা রাজ্যজুড়ে ফুটবলের প্রচারে বিভিন্ন প্রীতি ম্যাচে অংশ নেবে। এছাড়া, ঘরোয়া ফুটবলে রেফারিদের দক্ষতা বাড়াতে টিএফএ-কে সবরকম সহযোগিতা করা এবং আগামী ২রা জুলাই আন্তর্জাতিক ক্রীড়া সাংবাদিক দিবস উপলক্ষে একটি প্রীতি ফুটবল ম্যাচ খেলার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। ফোরামের সম্পাদক তিমির চক্রবর্তী এক বিবৃতিতে আশা প্রকাশ করেছেন যে, এই সিদ্ধান্তগুলি রাজ্যের ফুটবলকে এগিয়ে নিয়ে যেতে ইতিবাচক ভূমিকা রাখবে।

অলিম্পিক দিবস উদযাপনে ত্রিপুরা অলিম্পিক অ্যাসো -র জরুরি সভা

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ জুন।। আগামী ২৩শে জুন বিশ্ব অলিম্পিক দিবস উদযাপনকে কেন্দ্র করে এক জরুরি প্রস্তুতি সভার আয়োজন করল ত্রিপুরা অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশন (টিওএ)। আজ, শুক্রবার সন্ধ্যা সাড়ে ৬টায় আগরতলার নন্দন ফুড কোর্ট মিলনায়তনে এই গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকটি অনুষ্ঠিত হয়। সভায় ত্রিপুরা অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশনের অনুমোদিত ও অধীনস্থ রাজ্যের বিভিন্ন ক্রীড়া সংস্থার সভাপতি এবং সম্পাদকবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। অলিম্পিক ভাবধারাকে ছড়িয়ে দিতে এবং এবারের অনুষ্ঠানকে বর্ণাঢ্য ও আকর্ষণীয় করে তুলতে সভায় বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক সুজিত রায় এক প্রেস বিবৃতিতে জানিয়েছেন, উপস্থিত সমস্ত ক্রীড়া কর্তাদের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণে এবং দীর্ঘ আলোচনার মাধ্যমে আসন্ন অলিম্পিক দিবস উদযাপন অনুষ্ঠানকে সার্বিকভাবে সফল করে তোলার জন্য কিছু গুরুত্বপূর্ণ ও সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। রাজ্যে ক্রীড়া সংস্কৃতির বিকাশ এবং যুবসমাজকে খেলার মাঠে ফিরিয়ে আনার লক্ষ্যে এই দিনটি উদযাপনে বিশেষ জোর দেওয়া হচ্ছে। অনুষ্ঠানটিকে সফল করতে প্রতিটি অনুমোদিত সংস্থাকে একযোগে কাজ করার আহ্বান জানানো হয়েছে।

সি-ডিভিশন ফুটবলে জয়ে ফিরলো এডিসি

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ জুন। জয়ে ফিরলো টি টি এ এ ডি সি। সিমনা তামাকরি দলকে বিধ্বস্ত করে। রাজ্য ফুটবল সংস্থা আয়োজিত লংতরাই তৃতীয় ডিভিশন লিগ ফুটবলে। উমাকান্ত মিনি স্টেডিয়ামে শুক্রবার দুপুরে অনুষ্ঠিত হয় ম্যাচটি। ঘুরে দাঁড়ানোর লক্ষ্যে এদিন ম্যাচের শুরু থেকেই পর্যাপ্ত প্রাধান্য নিয়ে খেলতে থাকেন টি টি এ এ ডি সি- র ফুটবলাররা। বল দখলের লড়াইয়েও ছিল এগিয়ে। শুরু থেকেই ক্রমাগত আক্রমণ করলেও প্রথম গোলের জন্য দলকে অপেক্ষা করতে হয়েছে ৩৪ মিনিট। রোহন দেববর্মা- র গোলে এগিয়ে যায় টি টি এ এ ডি সি। গোল পেতেই দ্বিগুণ উৎসাহে আক্রমণের গতি আরও বাড়ান টি টি এ এ ডি সি দলের ফুটবলাররা। প্রথমার্ধের খেলা শেষ হওয়ার ৩ মিনিট আগে ব্যবধান বাড়ান সুমন্ত দেববর্মা। বিরতির পর হেমন্ত দেববর্মা ব্যবধান কমান। ৭৫ মিনিটে দুরন্ত গোল করে আবার টি টি এ এ ডি সি দলকে এগিয়ে দেন দীপক রিয়াল। এর ৮ মিনিট পর টি টি এ এ ডি সি - র জয় নিশ্চিত করে দেন বয়ার জামাতিয়া। ইঞ্জুরি টাইমে সিমনা দলের পক্ষে সান্তনার গোল করেন তপন ওরাং। খেলা পরিচালনা করেন পল্লব চক্রবর্তী।

মহিলা ফুটবল লীগের সর্বোচ্চ গোলদাতার জন্য নগদ পুরস্কার ঘোষণা কল্যাণী দে ফাউন্ডেশনের

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ জুন।। নারী ক্ষমতায়ন ও ক্রীড়া উন্নয়নের ধারাকে অব্যাহত রাখতে এক প্রশংসনীয় উদ্যোগ নিল কল্যাণী দে ফাউন্ডেশন। ২০২৬ সালের মহিলা ফুটবল লীগের সর্বোচ্চ গোলদাতাকে (টপ গোল স্কোরার) ফাউন্ডেশনের পক্ষ থেকে নগদ ২,০০০ টাকা (দুই হাজার টাকা) পুরস্কার হিসেবে প্রদান করা হবে বলে জানানো হয়েছে। বিগত বছরগুলোর ধারাবাহিকতা বজায় রেখে এবারও এই বিশেষ পুরস্কারের ব্যবস্থা করা হয়েছে। ফাউন্ডেশনের কর্মকর্তাদের মতে, এই ধরনের স্বীকৃতি তরুণ নারী ফুটবলারদের খেলায় আরও উৎকর্ষতা অর্জনে উৎসাহিত ও অনুপ্রাণিত করবে এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে আরও বেশি নিষ্ঠা ও আত্মবিশ্বাসের সাথে ফুটবল খেলার প্রতি আকৃষ্ট করবে। উল্লেখ্য, ২০২০ সালে প্রতিষ্ঠিত কল্যাণী দে ফাউন্ডেশন সামাজিক উন্নয়ন, সমাজকল্যাণ এবং নাগরিকদের সক্রিয় অংশগ্রহণ বৃদ্ধির লক্ষ্যে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। আগরতলা পুরনিগমের প্রাক্তন কাউন্সিলর, বিশিষ্ট সমাজসেবী তথা ”স্যন্দন পত্রিকা”-র দীর্ঘ তিন দশকেরও বেশি সময়ের পরিচালিকা প্রয়াত কল্যাণী দে-র স্মৃতিতে এই ফাউন্ডেশনটি গড়ে তোলা হয়। ক্রীড়া ক্ষেত্রের পাশাপাশি এই সংস্থাটি মূলতঃ সুবিধাবঞ্চিত পরিবার, অনাথ আশ্রম এবং বৃদ্ধাশ্রমগুলোর পাশে দাঁড়িয়ে অসহায় মানুষদের সহায়তায় সর্বদা নিবেদিতপ্রাণ হয়ে কাজ করে আসছে।

২০ মিনিটে পাঁচ গোল ! ‘সুপার সাবে’ বাজিমাত সুইৎজারল্যান্ডের

একের পর এক আক্রমণ। বলের উপর নিয়ন্ত্রণ রাখা। অগণিত সুযোগ তৈরি। এত কিছু করেও বসনিয়াকে কিছুতেই বাগে আনতে পারছিল না সুইৎজারল্যান্ড। সব চিত্র বদলে গেল কোচ মুরাত ইয়াকিনের একটি সিদ্ধান্তে। ৭০ মিনিটের মাথায় তিনি তিনটি বদল করলেন। তাতেই কাজ হল জাদুর মতো। শেষ ২০ মিনিটে চারটি গোল করে বসনিয়াকে উড়িয়ে দিল সুইৎজারল্যান্ড। জিতল ৪-১ ব্যবধানে। জোড়া গোল করে নায়ক ‘সুপার সাব’ জোহান মানজাম্বি।

কাতারের বিরুদ্ধে শেষ মুহূর্তে গোল খেয়ে ড্র করতে হয়েছিল সুইসদের। তাই বসনিয়ার বিরুদ্ধে সেই ভুল করতে চায়নি তারা। শুরু থেকেই আক্রমণের ঝড় বইয়ে দেয়। খেলার নিয়ন্ত্রণ করছিলেন গ্রানিট জাকা। মাঝমাঠ থেকে সতীর্থদের বল দেওয়া, বিপক্ষের থেকে বল কাড়া সবই একাই করছিলেন।

বাঁ দিক থেকে বসনিয়ার রক্ষণে কাঁপুনি ধরাচ্ছিলেন ড্যান এনডোয়ে। কখনও সখনও এনডোয়েকে আটকাতে দু’-তিন জন বসনিয়ার ফুটবলারও চলে যাচ্ছিলেন। তবে এত কিছু করেও সুবিধা করতে পারছিল না সুইৎজারল্যান্ড। তার একটাই কারণ, বসনিয়ার জমাট রক্ষণ। ইটালিকে হারিয়ে বিশ্বকাপে আসা বসনিয়া যে সহজে ছেড়ে দেবে না তা বোঝাই গিয়েছিল। বল পেলে বসনিয়া দ্রুত প্রতি আক্রমণে উঠে যাচ্ছিল। বল হারালে দ্রুত নেমে আসছিল নীচে। ফলে সুইৎজারল্যান্ড কিছুতেই ফাঁক খুঁজে পাচ্ছিল না।

দ্বিতীয়ার্ধেও দেখা যায় একই ছবি। অনবরত আক্রমণ করেও বসনিয়ার রক্ষণে কামড় বসাতে পারছিল না সুইৎজারল্যান্ড। সব বদলে গেল ৭০ মিনিটে। মানজাম্বি ছাড়াও রুবেন ভারগাস এবং জিব্রিল সো-কে নামান সুইস কোচ ইয়াকিন। তার পর সুইৎজারল্যান্ডের আক্রমণ বহু গুণ বেড়ে যায়। তরুণ ফুটবলারদের আক্রমণ ঝাঁজ সামলাতে পারেনি তারা।

মাঠে নামার চার মিনিটের মধ্যে প্রথম গোল করেন মানজাম্বি। সুইৎজারল্যান্ডের একটি আক্রমণ থেকে জোরালো সাইড ভলিতে বল জালে জড়ান। কিছু ক্ষণ পরেই লাল কার্ড দেখেন বসনিয়ার তারিক মুহারেমোভিচ। নিশ্চিত গোলের সামনে থাকা ব্রিল এমবোলোকো ফাউল করেন তিনি। যদিও ফ্রিকিক কাজে লাগাতে পারেনি সুইৎজারল্যান্ড। কিন্তু ওই লাল কার্ড খেলা আরও বদলে দেয়।

কিছু ক্ষণ পরেই গোল করেন আর এক পরিবর্ত খেলোয়াড় ভারগাস। ডান দিক থেকে এমবোলোর পাস পেয়ে চলতি বলে শট নিয়ে গোল করেন তিনি। নির্ধারিত সময়ের খেলার শেষ মিনিটে আরও একটি গোল করেন মানজাম্বি।

নাটক তখনও শেষ হয়নি। সংযুক্তি সময়ের তৃতীয় মিনিটে একটি গোল শোধ করে বসনিয়া। বক্সের সামান্য ভেতরে একটি ভাসানো বল পেয়ে গোলের মতো শটে গোল করেন এরমিন মাহমিচ। সংযুক্তি সময়ের শেষ মিনিটে পেনাল্টি পায় সুইৎজারল্যান্ড। গোল করেন জাকা। বিশ্বকাপে নিজেদের প্রথম ম্যাচে হেরেছিল দুই দেশই। সেই দক্ষিণ আফ্রিকা এবং চেকিয়া মুখোমুখি হয়েছিল বৃহস্পতিবার। দুই দলের ম্যাচ ১-১ অমীমাংসিত অবস্থায় শেষ হল। ফলে পরের রাউন্ডে যাওয়ার ব্যাপারে এগিয়ে থাকল না কেউই। প্রথমার্ধে জমাটি ফুটবল দেখা না গেলেও, দ্বিতীয়ার্ধে মন জয় করে নিয়েছে দক্ষিণ আফ্রিকার খেলা।

ম্যাচের শুরু থেকে চেকিয়া অনেক আত্মবিশ্বাসী হয়ে নেমেছিল। তুলনায় দক্ষিণ আফ্রিকার মধ্যে কিছুটা সাবধানি ভাব লক্ষ করা গিয়েছে। যোগ্য দল হিসাবেই ছ’মিনিটে এগিয়ে যায় চেকিয়া। লম্বা থ্রো থেকে বল পেয়েছিলেন আলেকজান্ডার সোজকা। তাঁর থেকে বল পেয়ে গোল করেন মিকাল সাদিলেক।

গোলের পর বেশ কিছু ক্ষণ চাপ বজায় রেখেছিল চেকিয়া। দ্বিতীয় গোল তুলে নিতে পারত তারা। কিন্তু সেই বাড়তি তাগিদ দেখা যায়নি তাদের খেলায়। প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে গেলে দক্ষিণ আফ্রিকাকেও জিততে হত। কিন্তু তাদের খেলাতেও এমন কিছু দেখা যায়নি যাতে মনে হয়েছে জিততে পারে। চেকিয়ার পায়ে বলের নিয়ন্ত্রণ ছিল বেশি। দক্ষিণ আফ্রিকা প্রতি আক্রমণ নির্ভর ফুটবল খেলছিল। কিন্তু সুযোগ তৈরি করার ব্যাপারে দুই দলই ছিল সমান জায়গায়। ফলে খুব একটা আকর্ষণীয় ফুটবল দেখা যায়নি।

দ্বিতীয়ার্ধে বদলে যায় দক্ষিণ আফ্রিকার খেলা। অনেক বেশি আক্রমণে উঠতে থাকে তারা। শুরুর দিকে তাল মেলাতে পারেনি চেকিয়া। সে সময় কয়েকটি সুযোগ তৈরি করেও দক্ষিণ আফ্রিকা সাফল্য পায়নি। পাশাপাশি, যে চেকিয়া প্রথমার্ধে দাপট দেখাচ্ছিল তারাই এক সময় পিছু হটে দক্ষিণ আফ্রিকার আগ্রাসনের সামনে।

শেষ মুহূর্তে আক্রমণ আরও বাড়িয়ে দেয় দক্ষিণ আফ্রিকা। আর তখনই চলে আসে সুযোগ। বক্সের মধ্যে পাভেল সুলচের হাতে বল লাগে। পেনাল্টি থেকে তেবোহো মোকোয়েনা গোল করতে ভুল করেননি। যে হেতু তৃতীয় স্থানে থাকা সেরা আটটি দলের পরের রাউন্ডে যাওয়ার সুযোগ থাকছে, তাই এই ম্যাচের পর দক্ষিণ আফ্রিকা ও চেকিয়া দুই দলের কাছেই সুযোগ থাকছে। বাকিটা নির্ভর করছে তৃতীয় ম্যাচের উপরে।

এক সপ্তাহের বিয়ার চার দিনে শেষ !

হাইতির বিরুদ্ধে বিশ্বকাপের প্রথম ম্যাচে জয় পেয়েছে স্কটল্যান্ড। ১৯৯৮ সালের পর এ বার বিশ্বকাপের মূলপর্বে খেলার যোগ্যতা অর্জন করেছে তারা। ১৯৯০ সালের পর প্রথম জয় এসেছে। সব মিলিয়ে আত্মহারা স্কটিশ ফুটবলপ্রেমীরা। বোস্টনের পাবগুলিতে ভিড় জমাচ্ছেন তাঁরা। স্কটিশদের পানীয়ের চাহিদা মেটাতে হিমশিম খাচ্ছেন পাব মালিকেরা।

ফুটবলারদের পাশে থাকতে বোস্টনে এসেছেন প্রায় ১০ হাজার স্কটিশ ফুটবলপ্রেমী। উৎসবের মেজাজে রয়েছেন তাঁরা। একে ২৮ বছর পর বিশ্বকাপে দেশ। তার উপর ৩৬ বছর পর জয়। উচ্ছ্বাস বাঁধ মানছে না। জাতীয় পতাকা নিয়ে গোটা বোস্টন দাপিয়ে বেড়াচ্ছেন তাঁরা। তাঁদের এই দাপাদাপিতে বোস্টনের বাসিন্দাদের একাংশ বিস্মিত হলেও খুশি পাব মালিকেরা। বোস্টনের একটি জনপ্রিয় পাবের জেনারেল ম্যানেজার বিলি ডিকেইন বলেছেন, “৩০ বছরের বেশি ব্যবসা করছি। এমন পরিস্থিতি কখনও হয়নি। মরক্কোর বিরুদ্ধে দ্বিতীয় ম্যাচ খেলতে স্কটল্যান্ড দল বোস্টনে আসার পর থেকে বিয়ারের চাহিদা বেড়ে গিয়েছে। আপাতত পরিস্থিতি সামলানো গিয়েছে।” এক সপ্তাহের মজুত চার দিনেই প্রায় শেষ হয়ে গিয়েছে বলে জানিয়েছেন তিনি। প্রস্তুতকারী সংস্থাগুলি জরুরি ভিত্তিতে পানীয় সরবরাহ না করলে সপ্তাহান্তে সমস্যা হতে পারে।

সংবাদ সংস্থা রয়টার্স জানাচ্ছে, স্কটিশেরা সাধারণত পাবগুলিতে ভিড় করছেন। বোস্টনের গরমে তৃষ্ণা মেটানোর জন্য তাঁদের পছন্দ বিয়ার। বিশ্বকাপের প্রথম সপ্তাহেই বোস্টনে বিয়ারের চাহিদা তুঙ্গে। পাবগুলিতে মজুত বিয়ার নেই বললেই চলে। চাহিদা দেখে জরুরি ভিত্তিতে প্রস্তুতকারী সংস্থাগুলিকে বিয়ার সরবরাহের অনুরোধ করেছেন পাব মালিকেরা। চাহিদা এতটাই বেড়েছে বোতলের পাশাপাশি প্রচুর ক্যানের বরাত দেওয়া হয়েছে। বিশ্বকাপের সুবাদে হঠাৎ ব্যবসায় শ্রীবৃদ্ধিতে খুশি পাব মালিকেরা।

স্কটিশেরা সাধারণত পাবগুলিতে ভিড় করছেন। বোস্টনের গরমে তৃষ্ণা মেটানোর জন্য তাঁদের পছন্দ বিয়ার। বিশ্বকাপের প্রথম সপ্তাহেই বোস্টনে বিয়ারের চাহিদা তুঙ্গে। পাবগুলিতে মজুত বিয়ার নেই বললেই চলে। চাহিদা দেখে জরুরি ভিত্তিতে প্রস্তুতকারী সংস্থাগুলিকে বিয়ার সরবরাহের অনুরোধ করেছেন পাব মালিকেরা। চাহিদা এতটাই বেড়েছে বোতলের পাশাপাশি প্রচুর ক্যানের বরাত দেওয়া হয়েছে। বিশ্বকাপের সুবাদে হঠাৎ ব্যবসায় শ্রীবৃদ্ধিতে খুশি পাব মালিকেরা। বোস্টনের একটি জনপ্রিয় পাবের জেনারেল ম্যানেজার বিলি ডিকেইন বলেছেন, “৩০ বছরের বেশি ব্যবসা করছি। এমন পরিস্থিতি কখনও হয়নি। মরক্কোর বিরুদ্ধে দ্বিতীয় ম্যাচ খেলতে স্কটল্যান্ড দল বোস্টনে আসার পর থেকে বিয়ারের চাহিদা বেড়ে গিয়েছে। আপাতত পরিস্থিতি সামলানো গিয়েছে।” এক সপ্তাহের মজুত চার দিনেই প্রায় শেষ হয়ে গিয়েছে বলে জানিয়েছেন তিনি। প্রস্তুতকারী সংস্থাগুলি জরুরি ভিত্তিতে পানীয় সরবরাহ না করলে সপ্তাহান্তে সমস্যা হতে পারে। উৎপাদন বাড়িয়েও ফুটবলপ্রেমীদের চাহিদা মেটানোর ব্যাপারে নিশ্চিত নয় সংস্থাটি। মনে করা হচ্ছে, দ্বিতীয় ম্যাচেও স্কটল্যান্ড জিতলে চাহিদা আরও বাড়বে। যদিও ব্যবসা বাড়ায় তারা বেজায় খুশি।

বোস্টনের মেয়র মিশেল উ বলেছেন, “আমরা নিজেদের বিশ্বের অন্যতম আবেগপ্রবণ এবং উন্মাদ ক্রীড়াপ্রেমী বলে বিবেচনা করি। তাই এই পর্যায়ের দায়বদ্ধতা এবং নিষ্ঠা দেখে আমাদের মনে শ্রদ্ধার অনুভূতি তৈরি হচ্ছে। স্কটিশ সমর্থকেরা সত্যিই সেরা। তাঁরা অত্যন্ত আন্তরিক। আমাদের ব্যবসায় লাভ হচ্ছে। এখানকার মানুষদের সঙ্গে ওঁরা মেশার চেষ্টা করছেন। বোস্টনকে নিজেদের দ্বিতীয় বাড়ির মতো আপন করে নিয়েছেন স্কটিশেরা।” বোস্টনে স্থানীয়দের সঙ্গে স্কটিশ ফুটবলপ্রেমীরা একটি প্রীতি ম্যাচ খেলেছেন। সেখানেও ছিল প্রচুর পানীয়ের ব্যবস্থা।

দক্ষিণ আফ্রিকার-চেকিয়া ড্র

দক্ষিণ আফ্রিকা এবং চেকিয়া মুখোমুখি হয়েছিল বৃহস্পতিবার রাতে। দুই দলের ম্যাচ ১-১ অমীমাংসিত অবস্থায় শেষ হল। ফলে পরের রাউন্ডে যাওয়ার ব্যাপারে এগিয়ে থাকল না কেউই। দু’দলই প্রথম ম্যাচ হেরেছিল। প্রথমার্ধে জমাটি ফুটবল দেখা না গেলেও, দ্বিতীয়ার্ধে মন জয় করে নিয়েছে দক্ষিণ আফ্রিকার খেলা। ম্যাচের শুরু থেকে চেকিয়া অনেক আত্মবিশ্বাসী হয়ে নেমেছিল। তুলনায় দক্ষিণ আফ্রিকার মধ্যে কিছুটা সাবধানি ভাব লক্ষ করা গিয়েছে। যোগ্য দল হিসাবেই ছ’মিনিটে এগিয়ে যায় চেকিয়া। লম্বা থ্রো থেকে বল পেয়েছিলেন আলেকজান্ডার সোজকা। তাঁর থেকে বল পেয়ে গোল করেন মিকাল সাদিলেক। গোলের পর বেশ কিছু ক্ষণ চাপ বজায় রেখেছিল চেকিয়া। প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে গেলে দক্ষিণ আফ্রিকাকেও জিততে হত। কিন্তু তাদের খেলাতেও এমন কিছু দেখা যায়নি যাতে মনে হয়েছে জিততে পারে। চেকিয়ার পায়ে বলের নিয়ন্ত্রণ ছিল বেশি। দক্ষিণ আফ্রিকা প্রতি আক্রমণ নির্ভর ফুটবল খেলছিল। কিন্তু সুযোগ তৈরি করার ব্যাপারে দুই দলই ছিল সমান জায়গায়। দ্বিতীয়ার্ধে বদলে যায় দক্ষিণ আফ্রিকার খেলা। অনেক বেশি আক্রমণে উঠতে থাকে তারা। কয়েকটি সুযোগ নষ্টের পর শেষ দিকে আক্রমণ আরও বাড়িয়ে দেয় দক্ষিণ আফ্রিকা। আর তখনই চলে আসে সুযোগ। বক্সের মধ্যে পাভেল সুলচের হাতে বল লাগে। পেনাল্টি থেকে তেবোহো মোকোয়েনা গোল করতে ভুল করেননি।

নারী নিরাপত্তা ও মনীষা দাস হত্যার নিরপেক্ষ তদন্তের দাবিতে মহিলা কংগ্রেসের মিছিল, ডিজিপির কাছে ডেপুটেশন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ জুন: রাজ্যে নারী নির্যাতন, ধর্ষণ ও হত্যাকাণ্ডের ঘটনা ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে বলে অভিযোগ তুলে প্রতিবাদে সরব হলো ত্রিপুরা প্রদেশ মহিলা কংগ্রেস। নারী নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ এবং শান্তিনিকেতন মেডিকেল কলেজের কর্মী মনীষা দাসের মৃত্যুর ঘটনায় নিরপেক্ষ তদন্ত ও দোষীদের শাস্তির দাবিতে শুক্রবার রাজধানী আগরতলায় বিক্ষোভ মিছিল সংগঠিত করে সংগঠনটি।

ত্রিপুরা প্রদেশ মহিলা কংগ্রেসের উদ্যোগে আয়োজিত মিছিলটি কংগ্রেস ভবনের সামনে থেকে শুরু হয়ে শহরের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সড়ক পরিক্রমা করে রাজ্য পুলিশের মহা নির্দেশক (ডিজিপি)-এর কার্যালয়ের সামনে গিয়ে শেষ হয়। সেখানে সমবেত হয়ে বিক্ষোভ প্রদর্শনের পর সংগঠনের একটি প্রতিনিধি দল ডিজিপির কাছে ডেপুটেশন ও স্মারকলিপি প্রদান করে।

মিছিলে নেতৃত্ব দেন ত্রিপুরা প্রদেশ মহিলা কংগ্রেসের সভানেত্রী সর্বাণী ঘোষ চক্রবর্তী। এছাড়াও সংগঠনের অন্যান্য নেত্রী ও কর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

ডেপুটেশন প্রদান শেষে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে সর্বাণী ঘোষ চক্রবর্তী অভিযোগ করেন, গত ১০ জুন শান্তিনিকেতন মেডিকেল কলেজে কর্মরত মনীষা দাসকে পরিকল্পিতভাবে হত্যা করে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে। তাঁর দাবি, ঘটনার পেছনে বড় ধরনের রহস্য লুকিয়ে রয়েছে এবং প্রকৃত সত্য উদঘাটনের জন্য নিরপেক্ষ ও সুষ্ঠু তদন্ত অত্যন্ত জরুরি।

তিনি বলেন, মনীষা দাসের মৃত্যুর ঘটনায় প্রকৃত দোষীদের চিহ্নিত করে কঠোর আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। পাশাপাশি রাজ্যে নারীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে প্রশাসনের আরও কার্যকর ভূমিকা গ্রহণের দাবি জানান তিনি। মহিলা কংগ্রেসের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, নারী নির্যাতন ও নারীদের বিরুদ্ধে সংঘটিত অপরাধের ঘটনায় দ্রুত বিচার এবং কঠোর শাস্তি নিশ্চিত না হলে ভবিষ্যতে আরও বৃহত্তর আন্দোলনের কর্মসূচি গ্রহণ করা হবে।

পুলিশের অভিযানে ১১ কেজি গাঁজা উদ্ধার, তদন্তে নেমেছে মনুবাজার থানা

আগরতলা, ১৯ জুন : দক্ষিণ ত্রিপুরার সাব্রুম মহকুমার অন্তর্গত সঞ্জয় পল্লী এলাকায় মাদকবিরোধী অভিযানে উল্লেখযোগ্য সাফল্য পেল মনুবাজার থানার পুলিশ। গোপন সূত্রে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে শুক্রবার দুপুরে পরিচালিত অভিযানে একটি বাড়ি থেকে প্রায় ১১ কেজি গাঁজা উদ্ধার করা হয়েছে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। পুলিশ সূত্রে জানা যায়, দীর্ঘদিন ধরেই সঞ্জয় পল্লী এলাকায় মাদকদ্রব্য মজুত এবং পাচার সংক্রান্ত অভিযোগের ভিত্তিতে নজরদারি চালানো হচ্ছিল। নির্দিষ্ট তথ্যের ভিত্তিতে শুক্রবার দুপুর প্রায় ২টা নাগাদ যোগেশ চন্দ্র সাহার বাড়িতে তল্লাশি অভিযান চালানো হয়।

অভিযানে উপস্থিত ছিলেন সাব্রুম মহকুমা পুলিশ আধিকারিক (এসডিপিও) দীপ্তনু বিশ্বাস, ডিএসপি (ডিসিএম) ভবেশ দেওয়ান, মনুবাজার থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক (ওসি) সঞ্জীব দেববর্মা-সহ বিশাল পুলিশ বাহিনী। বাড়ির বিভিন্ন স্থানে তল্লাশি চালিয়ে মোট ১১ কেজি গাঁজা উদ্ধার করা হয়। পরে উদ্ধার হওয়া মাদকদ্রব্য বাজেয়াপ্ত করা হয়। অভিযানের খবর ছড়িয়ে পড়তেই এলাকায় উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে এবং বহু কৌতূহলী মানুষ ঘটনাস্থলে ভিড় জমান। স্থানীয়দের একাংশের দাবি, এলাকায় দীর্ঘদিন ধরেই মাদক সংক্রান্ত কার্যকলাপ নিয়ে অভিযোগ ছিল। অবশেষে

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

মৎস্য উৎপাদনে উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি, পর্যালোচনা বৈঠকে সন্তোষ প্রকাশ মন্ত্রী সুধাংশু দাসের

আগরতলা, ১৯ জুন : রাজ্যে মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধি এবং বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্পের অগ্রগতি পর্যালোচনার লক্ষ্যে শুক্রবার মৎস্য দপ্তরের এক গুরুত্বপূর্ণ পর্যালোচনা বৈঠকের আয়োজন করা হয়। বৈঠকে সভাপতিত্ব করেন রাজ্যের মৎস্যমন্ত্রী সুধাংশু দাস। ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষে মৎস্য দপ্তরের বিভিন্ন প্রকল্পের সাফল্য, বাজেট ব্যয় এবং বাস্তবায়নের অগ্রগতি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। বৈঠকে বক্তব্য রাখতে গিয়ে মন্ত্রী বলেন, গত অর্থবর্ষে দপ্তরের অর্জন, প্রকল্পগুলির বাস্তবায়ন এবং বাজেটের সদ্ব্যবহার কতটা হয়েছে, তা খতিয়ে দেখাই এই বৈঠকের মূল উদ্দেশ্য। পাশাপাশি যেসব ক্ষেত্রে লক্ষ্যপূরণে ঘাটতি রয়েছে, সেগুলি চিহ্নিত করে ভবিষ্যতের কর্মপরিকল্পনাও নির্ধারণ করা হবে।

তিনি জানান, বৈঠকে মহকুমা স্তর থেকে শুরু করে রাজ্য স্তরের আধিকারিকরা উপস্থিত ছিলেন। চলমান প্রকল্পগুলির অগ্রগতি, বিভিন্ন সরকারি প্রকল্পের বাস্তবায়ন এবং দপ্তরের সামগ্রিক কর্মসূচি নিয়ে বিস্তারিত পর্যালোচনা করা হয়।

মৎস্য উৎপাদনের ক্ষেত্রে রাজ্যের সাফল্যের কথা তুলে ধরে মন্ত্রী সুধাংশু দাস বলেন, গত কয়েক বছরে এই খাতে উল্লেখযোগ্য উন্নতি হয়েছে। ২০২৪-২৫ অর্থবর্ষে যেখানে রাজ্যের মৎস্য উৎপাদন ছিল ৮৯,২২৪.৪০ মেট্রিক টন, সেখানে ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষে তা প্রাথমিক হিসাব অনুযায়ী বেড়ে ৯৫,১৪৪.৫০ মেট্রিক টনে পৌঁছেছে। এর আগে উৎপাদনের পরিমাণ ছিল প্রায় ৮৫ হাজার মেট্রিক টন।

মন্ত্রী এই সাফল্যের কৃতিত্ব রাজ্য ও কেন্দ্র সরকারের বিভিন্ন জনমুখী প্রকল্পকে দিয়েছেন। তিনি বলেন, রাজ্য সরকারের 'মুখ্যমন্ত্রী মৎস্য বিকাশ যোজনা' এবং কেন্দ্র সরকারের প্রধানমন্ত্রী মৎস্য সম্পদ যোজনা-র কার্যকর বাস্তবায়নের ফলেই মৎস্য উৎপাদনে এই ইতিবাচক পরিবর্তন সম্ভব হয়েছে। তিনি আশা প্রকাশ করেন, আগামী দিনেও আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার, মাছচাষিদের প্রশিক্ষণ এবং সরকারি সহায়তার মাধ্যমে রাজ্যের মৎস্য খাত আরও সমৃদ্ধ হবে এবং আত্মনির্ভর ত্রিপুরা গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

মর্মান্তিক সড়ক দুর্ঘটনায় প্রাণ হারালেন এক ব্যক্তি

নিজস্ব প্রতিনিধি, খোয়াই, ১৯ জুন : খোয়াই জেলার পূর্ব গনকি এলাকায় এক মর্মান্তিক সড়ক দুর্ঘটনায় প্রাণ হারালেন এক ব্যক্তি। শুক্রবার এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকাজুড়ে শোকের ছায়া নেমে আসে।

স্থানীয় সূত্রে খবর, পূর্ব গনকি এলাকার একটি খারাপ ও বেহাল রাস্তা দিয়ে যাওয়ার সময় হঠাৎ মোটরসাইকেলের ভারসাম্য নষ্ট হয়ে যায়। এর ফলে পিছনে বসে থাকা ওই ব্যক্তি রাস্তার উপর ছিটকে পড়ে গুরুতরভাবে আহত হন। দুর্ঘটনার পর স্থানীয় বাসিন্দারা দ্রুত ঘটনাস্থলে ছুটে এসে আহত ব্যক্তিকে উদ্ধার করে নিকটবর্তী হাসপাতালে নিয়ে যান।

হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পর চিকিৎসকরা তাঁকে বাঁচানোর চেষ্টা চালালেও চিকিৎসাধীন অবস্থায় তাঁর মৃত্যু হয় বলে হাসপাতাল সূত্রে জানা গেছে। মৃত্যুর খবর ছড়িয়ে পড়তেই পরিবারের সদস্যদের মধ্যে শোকের ছায়া নেমে আসে। এলাকাবাসীর মধ্যেও গভীর শোকের পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে। ঘটনার খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে এবং দুর্ঘটনার প্রকৃত কারণ খতিয়ে দেখতে তদন্ত শুরু করেছে। প্রাথমিকভাবে অনুমান করা হচ্ছে, রাস্তার বেহাল অবস্থার কারণে চলন্ত মোটরসাইকেলের ভারসাম্য নষ্ট হয়ে যাওয়ায় এই দুর্ঘটনা ঘটে। তবে সমস্ত দিক খতিয়ে দেখেই পুলিশ পরবর্তী পদক্ষেপ গ্রহণ করবে বলে জানা গেছে।

এই মর্মান্তিক ঘটনায় মৃত ব্যক্তির পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানিয়েছেন স্থানীয় বাসিন্দারা।

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

মনীষা মৃত্যুর ঘটনায় 'অপপ্রচারের' অভিযোগ, বিজেপির প্রতিবাদ মিছিল

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ জুন: শান্তিনিকেতন মেডিকেল কলেজের কর্মী মনীষা দাসের মৃত্যুর ঘটনাকে কেন্দ্র করে বিরোধীদের বিরুদ্ধে অপপ্রচারের অভিযোগ তুলে প্রতিবাদ মিছিল ও জনসভার আয়োজন করল ১৮ সূর্যমণিনগর বিধানসভা কেন্দ্রের বিজেপি নেতৃত্ব।

শুক্রবার কাঁঠালতলী বাজার এলাকায় আয়োজিত এই কর্মসূচিতে প্রধান বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন এলাকার বিধায়ক রামপ্রসাদ পাল। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন কর্পোরেটর উদয় ভাস্কর চক্রবর্তী এবং দলের অন্যান্য নেতৃত্ব ও কর্মীরা।

সভা শুরুর আগে বিধানসভা কেন্দ্রের বিভিন্ন বুথ এলাকা থেকে দলীয় নেতা-কর্মীরা মিছিল নিয়ে অনুষ্ঠানে যোগ দেন। পরে কাঁঠালতলী বাজারে প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় বক্তারা মনীষা দাসের মৃত্যুর ঘটনাকে ঘিরে বিভিন্ন বিষয় তুলে ধরেন এবং অভিযোগ করেন যে, ঘটনাটিকে কেন্দ্র করে বিরোধী দল, বিশেষত সিপিআই(এম), বিভ্রান্তিকর প্রচার চালাচ্ছে। তাঁরা দাবি করেন, ঘটনার তদন্ত প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে এবং তদন্ত সম্পূর্ণ হওয়ার আগেই রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত মন্তব্য করা অনভিপ্রেত।

বিধায়ক রামপ্রসাদ পাল তাঁর বক্তব্যে বলেন, কোনও ঘটনাকে কেন্দ্র করে বিভ্রান্তি ছড়ানোর পরিবর্তে তদন্তের উপর আস্থা রাখা উচিত। তিনি দলীয় কর্মীদের সাধারণ মানুষের কাছে প্রকৃত তথ্য তুলে ধরার আহ্বান জানান। সভায় উপস্থিত অন্যান্য নেতারাও দলীয় কর্মী-সমর্থকদের ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করার এবং গুজব ও অপপ্রচারের বিরুদ্ধে সচেতনতা গড়ে তোলার আহ্বান জানান। প্রসঙ্গত, শান্তিনিকেতন মেডিকেল কলেজের কর্মী মনীষা দাসের মৃত্যুর ঘটনাকে কেন্দ্র করে রাজ্যের রাজনৈতিক মহলে ইতোমধ্যেই ব্যাপক আলোচনা ও প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে।

দমকলের গাফিলতির অভিযোগ, আগুনে ভস্মীভূত বাড়ি-গাড়ি ঃ ক্ষোভ মালিকের

আগরতলা, ১৯ জুন : দক্ষিণ ত্রিপুরার সাব্রুম মহকুমার দমদমা গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত সিংটিলা এলাকায় ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতির ঘটনা ঘটেছে। আগুনে সম্পূর্ণরূপে পুড়ে যায় দেবাশিস মজুমদারের বসতবাড়ি, একটি চারচাকা গাড়ি এবং একটি মোটরসাইকেল সহ রাবার সিট। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকাজুড়ে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। একইসঙ্গে দমকল বাহিনীর ভূমিকা নিয়ে গুরুতর অভিযোগ তুলেছেন ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের সদস্যরা।

জানা গেছে, শুক্রবার সকালে বাড়ির একটি ঘর থেকে আগুনের সূত্রপাত হয়। প্রথমে ঘরে ধোঁয়া ও আগুন দেখতে পেয়ে বাড়ির মালিক দেবাশিস মজুমদার দ্রুত সাব্রুম অগ্নিনির্বাপক দপ্তরে খবর দেন। তবে অভিযোগ, খবর পাওয়ার পরও দমকল বাহিনী সময়মতো ঘটনাস্থলে পৌঁছাতে পারেনি। অথচ ঘটনাস্থল থেকে সাব্রুম দমকল অফিসের দূরত্ব ৫০০ মিটারেরও কম।

স্থানীয় বাসিন্দা ও পরিবারের সদস্যদের দাবি, দমকল বাহিনী দ্রুত পৌঁছাতে পারলে আগুন

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

তেলিয়ামুড়ায় দাম্পত্য কলহ ঘিরে চাঞ্চল্য

তেলিয়ামুড়া, ১৯ জুন : খোয়াই জেলার তেলিয়ামুড়া মহকুমার গোলাবাড়ি এলাকায় এক দাম্পত্য বিরোধকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। স্বামী ও চার বছরের শিশুপুত্রকে ছেড়ে এক ব্যক্তির সঙ্গে গৃহবধূ চলে গিয়েছেন বলে অভিযোগ উঠেছে। ওই ঘটনায় অসহায় স্বামী প্রশাসনের হস্তক্ষেপ কামনা করেছেন এবং বিষয়টি নিয়ে সঠিক তদন্তের দাবি জানিয়েছেন।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, গোলাবাড়ি এলাকার বাসিন্দা চন্দন পাল পেশায় একজন গাড়িচালক। প্রায় পাঁচ বছর আগে সামাজিক রীতি মেনে অমরপুর এলাকার বাসিন্দা রাকেশ দাসের কন্যা সঙ্গীতা দাসের সঙ্গে তার বিবাহ হয়। বর্তমানে তাদের চার বছরের একটি পুত্র সন্তান রয়েছে।

চন্দন পালের অভিযোগ, সম্প্রতি তার স্ত্রী সঙ্গীতা দাস তাকে এবং সন্তানকে ছেড়ে একই এলাকার বাসিন্দা প্রতিক দেবনাথ ওরফে

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

প্রাক্তন ছাত্রীকে শ্লীলতাহানির চেষ্টার অভিযোগ শিক্ষকের বিরুদ্ধে, চাঞ্চল্য

নিজস্ব প্রতিনিধি, কমলপুর, ১৯ জুন: ধলাই জেলার কমলপুর মহকুমার অন্তর্গত পিএম শ্রী মরাছড়া দ্বাদশ শ্রেণি বিদ্যালয়ের এক শিক্ষকের বিরুদ্ধে প্রাক্তন এক ছাত্রীর শ্লীলতাহানির চেষ্টার গুরুতর অভিযোগ উঠেছে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে মরাছড়া এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে।

অভিযুক্ত শিক্ষক দীনমনি সিনহা বিদ্যালয়ের রসায়ন (কেমিস্ট্রি) বিভাগের শিক্ষক হিসেবে দীর্ঘদিন ধরে কর্মরত রয়েছেন। অভিযোগকারী পরিবারের দাবি, চলতি বছর ওই বিদ্যালয় থেকে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া এক জনজাতি ছাত্রীর সঙ্গে তিনি অনৈতিক আচরণ এবং শ্লীলতাহানির চেষ্টা করেছেন।

পরিবার সূত্রে জানা যায়, বিদ্যালয়ে অধ্যয়নকালীন সময় থেকেই ওই ছাত্রী অভিযুক্ত শিক্ষকের কাছে ব্যক্তিগতভাবে পড়াশোনা করত। অভিযোগ অনুযায়ী, উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ায় শুভেচ্ছা জানাতে গতকাল সন্ধ্যায় মিষ্টি নিয়ে ছাত্রীর বাড়িতে

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

রাহুল গান্ধীর জন্মদিনে যুব কংগ্রেসের বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি, রাজ্যজুড়ে ৯০০র অধিক গাছ লাগানোর লক্ষ্য

আগরতলা, ১৯ জুন : লোকসভার বিরোধী দলনেতা ও কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধীর জন্মদিন উপলক্ষে ত্রিপুরা প্রদেশ যুব কংগ্রেসের উদ্যোগে শুক্রবার রাজধানীর গান্ধীঘাট এলাকায় এক বৃক্ষরোপণ কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। পরিবেশ সংরক্ষণ ও সবুজায়নের বার্তা পৌঁছে দিতে এই কর্মসূচির আয়োজন করা হয়েছে বলে জানিয়েছে সংগঠন।

এদিনের কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন ত্রিপুরা প্রদেশ যুব কংগ্রেসের সভাপতি নীলকমল সাহা-সহ দলের অন্যান্য নেতাকর্মীরা। কর্মসূচির অংশ হিসেবে বিভিন্ন প্রজাতির চারা গাছ রোপণ করা হয়। পাশাপাশি রাজ্যজুড়ে ব্যাপকভাবে বৃক্ষরোপণের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে বলেও জানানো হয়।

সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে যুব কংগ্রেস সভাপতি নীলকমল সাহা বলেন, "আজ রাহুল গান্ধীর জন্মদিন। এই বিশেষ দিনটিকে স্মরণীয় করে রাখতে এবং পরিবেশ রক্ষার বার্তা সমাজের সর্বস্তরে পৌঁছে দিতে আমরা বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি গ্রহণ করেছি। গোটা রাজ্যে প্রায় ৯০০টি গাছ লাগানোর লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে।"

তিনি আরও অভিযোগ করে বলেন, বর্তমান বিজেপি সরকার দেশের বনাঞ্চল ও প্রাকৃতিক সম্পদ কর্পোরেট সংস্থাগুলির হাতে তুলে দিচ্ছে। নির্বিচারে গাছ কাটা ও বনভূমি ধ্বংসের ফলে পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট হচ্ছে। এর প্রতিবাদ জানাতেই এবং পরিবেশ রক্ষার বার্তা তুলে ধরতেই যুব কংগ্রেস এই বৃক্ষরোপণ কর্মসূচির আয়োজন করেছে।

যুব কংগ্রেসের দাবি, শুধু গাছ লাগানোই নয়, লাগানো চারাগুলির পরিচর্যা ও সংরক্ষণের বিষয়েও সংগঠন গুরুত্ব দেবে। পরিবেশ সুরক্ষা এবং সবুজ ত্রিপুরা গড়ে তোলার লক্ষ্যে আগামী দিনেও এ ধরনের কর্মসূচি অব্যাহত থাকবে বলে জানিয়েছেন সংগঠনের নেতৃত্ব।

১১ দফা দাবিতে ভারতচন্দ্রনগর ব্লকে কৃষক সভার গণডেপুটেশন

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনিয়া, ১৯ জুন: কৃষকদের বিভিন্ন সমস্যা সমাধান এবং কৃষি পরিকাঠামোর উন্নয়নের দাবিতে ভারতচন্দ্রনগর ব্লক কার্যালয়ে গণডেপুটেশন কর্মসূচি পালন করল সারা ভারত কৃষক সভার বিলোনিয়া মহকুমা কমিটি। শুক্রবার এই কর্মসূচির সূচনায় একটি মিছিল সংগঠিত করা হয়। মিছিল শেষে কৃষক সভার বিলোনিয়া মহকুমা কমিটির সম্পাদক নির্মল ভৌমিক-এর নেতৃত্বে সাত সদস্যের একটি প্রতিনিধি দল ভারতচন্দ্রনগর ব্লকের সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক (বিডিও)-এর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে ১১ দফা দাবি-সংবলিত স্মারকলিপি প্রদান করে।

প্রতিনিধি দলে নির্মল ভৌমিক ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন কৃষক নেতা বিকাশ পাল, সাধন চৌধুরী, দয়াল পাল, ভানু পাল, বিশ্বজিৎ পাল এবং স্বপন দেবনাথ। স্মারকলিপিতে উত্থাপিত দাবিগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো ভিএলডব্লিউ স্টোরগুলিতে পর্যাপ্ত পরিমাণে সার, বীজ ও কৃষি-ঔষধ সরবরাহ নিশ্চিত করা, খোলা বাজারে সারের মূল্য নিয়ন্ত্রণ করা, অচল সেচ প্রকল্পগুলিকে দ্রুত সংস্কার করে চালু করা, ঘূর্ণিঝড়ে ক্ষতিগ্রস্ত কৃষক ও গবাদিপশু চুরির শিকার পরিবারগুলিকে উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ প্রদান এবং ক্ষতিগ্রস্ত গ্রামীণ সড়কগুলির দ্রুত সংস্কার করে চলাচলের উপযোগী করে তোলা।

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

চুরি যাওয়া স্কুটি উদ্ধার করে ফিরিয়ে দিল যাত্রাপুর থানা

নিজস্ব প্রতিনিধি, কাঁঠালিয়া, ১৯ জুন: মেলাঘর এলাকা থেকে চুরি যাওয়া একটি স্কুটি উদ্ধার করে প্রকৃত মালিকের হাতে ফিরিয়ে দিল যাত্রাপুর থানার পুলিশ। পুলিশের তৎপরতায় স্বস্তি ফিরেছে স্কুটির মালিক ও তাঁর পরিবারের মধ্যে।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, মেলাঘর পদ্মঢেপা এলাকার বাসিন্দা সুকুমার সরকার (পিতা: জয়দেব সরকার)-এর স্কুটি (নম্বর: টিআর ০১-বিবি৪৫২৬) চলতি মাসের ১৮ জুন চুরি হয়ে যায়। ঘটনার পর তিনি মেলাঘর থানায় একটি নিখোঁজ ডায়েরি (মিসিং ডায়েরি) দায়ের করেন। অভিযোগ পাওয়ার পর বিষয়টি রাজ্যের বিভিন্ন থানায় জানানো হয়। এরই প্রেক্ষিতে ১৮ জুন রাতে দায়িত্ব পালন শেষে থানায় ফেরার পথে যাত্রাপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) পার্থ নাথ ভৌমিক এবং উপ-পরিদর্শক (এসআই) বিজয়

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক সন্দীপ বিশ্বাস কর্তৃক রেণ্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস, আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল. এন. বাড়ী রোড, আগরতলা, ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক - সন্দীপ বিশ্বাস।
Printed by the Owner, Publisher and Printer Sandeep Biswas from Rainbow Printing Works, Agartala and Published from Jagaran Office, L.N. Bari Road. Agartala, Tripura. Editor- Sandeep Biswas